"গুরুবাক্য"

(সার-কথা)

দ্বিতীয় সংস্করণ।

ফাল্গুন, ১৩২৮ সাল

সঙ্কলিত—

শ্রীঅমলচন্দ্র মল্লিক

[মূল্য ১।০ সিকা।]

প্রাপ্তিস্থান।

বরেন্দ্র লাইব্রেরী,

২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সাধনা লাইব্রেরী,

২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

৬৮৷৮নং রসা রোড নর্থ, ভবানিপুর,

কলিকাতা

নাথ এণ্ড ব্যানার্জ্জী কোং,

২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকখানি তাঁর ইচ্ছায় ও গুরুদেবদিগের কৃপায় দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপ হইয়াছে বটে, কিন্তু "গুরুবাক্য" পুস্তকখানি সকলের মনঃপুত হইতে পারিবে কি না ? তাহা জানি না (কারণ ইহ নাটক কিম্বা নভেল নহে) প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা পুস্তকখানি আকারে অনেক বড় হইয়াছে সেইজন্য মূল্যও বেশী করা হইয়াছে, অতএব ইহার জন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন

সংসারে দেখিতে পাওয় যায়, নাটক নভেলরই বেশী আদর যত্ন-আবার নাটক কিংম্বা নভেলখানিতে যদি ভাল ভাল ছবি থাকে ও ভাল-রূপ বাঁধান হয়, তাঁহ হইলে আর কোন কথাই নাই নাটক ও নভেল ভাল হউক আর মন্দই হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, (তাহাতে ততদোষ নাই) সুন্দর সুন্দর ছবি থাকিলে আর পরিষ্কার রূপে বাঁধান থাকিলে কিছুই দেখিবার দরকার নাই , কিন্তু ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ধর্ম্ম পুস্তকের প্রতি সংসারে লোকের ততটা আদরও যত্ন দেখিতে পাওয় যায় না, তবে—এখনও এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদের মন ধর্ম্মের প্রতি যায়, ভগবানের প্রতি প্রাণ টানে এবং ধর্ম্মপুস্তক কাহারও হাতে দেখিলেই অতি আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করেন ও সেইরূপ ধর্ম্মকার্য্য করিতে চেষ্টা ও করেন। অতএব তাঁহাদের প্রতি আমার এই নিবেদন ও ভিক্ষা যেন তাঁহার ঐরূপই ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিবেন, তাহা হইলে ভগবান ও তাঁহাদের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিবেন এবং তাঁহারা পরমসুখে ও শান্তিতে এ সংসারে থাকিতে পারিবেন। কারণ এ সংসার "অনিত্য" (মিথ্যা) তিনি ও ধর্ম্মই সত্য। আবার সমস্তই "তাঁর ইচ্ছা" এবং সমস্তই মা ব্রহ্মময়ীর হাত—"মানুষ উপলক্ষ" আর কর্ম্মফল ভোগ মাত্র—আবার "কর্ম্ম বুঝে ফল হয়" ।

এখন সবে মাত্র কলি আরম্ভ হইয়াছে, কলির আয়ু চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর (৪৩২০০০) এখন পাঁচ হাজার বার বৎসর (৫০১২) মাত্র

কলির ভোগ হইয়াছে এখনও কলির আয়ু হন্যাধিক চারিলক্ষ ছাব্বিশ হাজার নয়শত অষ্টআশি বৎসর (৪২৬৯৮৮) বাকি আছে; অতএব এখনও পাপের প্রাদুর্ভাব বলিতে গেলে কিছুই হয় নাই। (এখনও অনেক বাকি) সবেমাত্র আরম্ভ—যাহা হউক সঙ্গে কিছুই যাইবে না "ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম" "পাপ ও পুণ্য" এই দুইটী (কর্ম্মফল) সঙ্গে যাইবে অর্থাৎ যেমন কার্য্য করিয়া যাওয়া যাইবে, সেইরূপ অনুসারে আবার এ সংসারে আসিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে এ সংসারে (কর্ম্মফল) ভোগের জন্যই আসা ও যাওয়া—হায়! যে দেহের জন্য এত যত্ন ও যাহার জন্য এত অহঙ্কার সেই সাধের ভালবাসার দেহ একদিন পড়িয়া থাকিবে ও পাখী উড়িয়া যাইবে কিছুই সঙ্গে যাবে না। অতএব ধর্ম্মই মূলমন্ত্র এবং সত্য কথাই কলির তপস্যা, তবে কলিতে একপদ ধর্ম্ম—সত্য যুগে চারপদ ধর্ম্ম ছিল, ত্রেতায় তিন পদ ধর্ম্ম, দ্বাপরে দুইপদ ধর্ম্ম, এখন কলিতে এক পদ ধর্ম্ম—এখন ও একপদ ধর্ম্ম আছে, পরে কলির শেষে একপদও ধর্ম্ম থাকিবে না, তখন একাকার হইবে এবং সেই সময়েতে কল্কি অবতার হইয়া সৃষ্টি ধ্বংস করিবেন—আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে এইরূপে সত্য যুগ কতবার হইয়াছে তাহা কে জানে।

ওঁ তৎসৎ ।

উৎসর্গ ।

এই

পুস্তকখানি

আমার পূজ্যপাদ

পিতৃদেবের

কর কমলে

অর্পণ করিলাম ।

প্রীত-

আমার

আমার নিবেদন।

এই পুস্তকখানিতে অবতার বুদ্ধদেব, প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেব, ভগবান রামকৃষ্ণদেব, জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য স্বামী, মহাত্মা তুলসী দাস, মহাত্মা কবীর দাস, মহাত্মা গুরু নানক, ভক্ত রামপ্রসাদ সেন, মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামী, মহাত্মা বামাক্ষেপা, বিবেকানন্দ স্বামী এবং অন্যান্য মহাত্মাদিগেরও অমৃত মাখা বাক্য সকল সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

মহাত্মারা আমার পরমারাধ্য গুরুদেব স্থানীয় বলিয়া এই পুস্তকখানির নাম দেওয়া হইয়াছে "গুরুবাক্য" (তত্ত্ব-জ্ঞান কথা) গল্পচ্ছলে উপদেশ ভিন্ন বেশী আরম্বর বা বাজে কথা নাই সমস্তই জ্ঞানের কথা আছে; সেইজন্য নাম দেওয়া হইয়াছে (সার-কথা)। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যদি সংসারে ভগবানের প্রতি কাহারও বিশ্বাস ও ভক্তি হয়, তাহা হইলে আমার পুস্তক লেখা সার্থক হইয়াছে জানিব।

স্থানাভাবে মহাত্মাদিগের নাম দিয়ে দেওয়া হইল।

বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেব, শঙ্করাচার্য্য, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, গুরুনানক, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিবেকানন্দ স্বামী, বামাক্ষেপা, কবীর দাস।



সূচী পত্র।

"গুরু-বাক্য।"

(সার-কথা)

বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র।

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন ঃ—

বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রে সমস্ত শাস্ত্রেই এক ভগবানকে সকলেই চান, আর কাহাকেও চান না। সেই এক "সচ্চিদানন্দ" বেদে যাঁহাকে "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" বলিয়াছে, পুরাণে আবার তাঁহাকেই "সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণঃ" বলিয়াছে; আবার তন্ত্রে তাঁহাকেই "সচ্চিদানন্দ শিবঃ" বলিয়াছে।

ব্রহ্ম।

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন ঃ—

জ্ঞানীরা বলেন "ব্রহ্ম", যোগীরা বলেন "পরমাত্মা", এবং ভক্তেরা বলেন "ভগবান"। যেমন একই জল, কেহ বলেন পানি, কেহ বলেন ওয়াটার, কেহ বলেন একোয়া, কেহ বলেন আব্। কেবল মাত্র দেশ কাল ও পাত্র ভেদে একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকার আখ্যা হইয়া থাকে।

"ব্রহ্ম আকাশবৎ"—ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই, বিকৃতি ভাব নাই (অর্থাৎ প্রকৃতির অন্যরূপ ভাব নাই বা হয় না) স্বাভাবিক নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না (পঞ্চভূতের রং নাই) যেমন, জল কিংবা আগুনের কোনও রং নাই, তবে শক্তির মায়াতে নানারূপ হইতেছে বা হইতেছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণই মায়া বা শক্তির গুণ। আগুনে যদি সাদা রং ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবে আগুন সাদা দেখাইবে;

লাল রং ফেলিয়া দিলে, লাল দেখাইবে; [illegible] কালো রং ফেলিয়া দিলে, কাল দেখাইবে। কিন্তু ব্রহ্ম [illegible] সে আগুনের কোন রং নাই। [illegible] সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এ তিন গুণ সমস্তের অতীত। তিনি বাক্যের অতীত এবং "যে মনে বিষয় বাসনা" সেই ভোগ করিবার জন্য [illegible] বেমন' সে মনের অতীত। তিনি [illegible]। তাঁর মুখে প্রকাশ করা যায় না। তিনি যে একজন ব্যক্তি, তাহাও বলা যায় না, [illegible] নয়— সে নয়, এইরূপ বলিতে বলিতে যাহা বাকি থাকে যার দেখে মনে আনন্দ হয়, তিনিই "ব্রহ্ম", তিনিই "পরমাত্মা", তিনিই "ভগবান"।

যেমন একটি কন্যার স্বামী আসিয়া পাঁচজনের সঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এদিকে মেয়েটীর একজন সহচরী (পূর্ব্বে সে তাহার স্বামীকে দেখে নাই) সে দূর হইতে জানালা দিয়া ইশারা করিয়া প্রথম এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাই, এটা কি তোর বর? সে বলিল, না। দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি তোর বর? সে বলিল, না। তৃতীয় এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি তোর বর? তখনও সে বলিল, না। যখন চতুর্থ ব্যক্তি বা তাহার প্রকৃত স্বামীকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাই এটী কি তোর বর? তখন সে মেয়েটী একটু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল, হাঁ কি না কিছুই বলিতে পারিল না। সেইরূপ যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তখন তিনি চুপ হইয়া যান এবং বাক্য রহিত হন। [illegible] ততক্ষণ বাক্যের মহাগণ্ডগোল ও হৈ-চৈ হইতে থাকে। যেমন কোন বাটীতে লুচি খাওয়ার সময় হৈ-চৈ গোলমাল হয়, পাতা নিয়ে এস, ফুল দাও, নুন দাও, লুচি দাও [illegible] কিন্তু লুচি আসিলে পর, যার যার খাওয়া আরম্ভ করিয়া যায়; তাহার পর যখন ক্রমে ক্রমে দই আসে, সন্দেশ আসে, তখন কেবল সুপ্ সাপ্ আওয়াজ, এই সব চুপ্ চাপ্ নিদ্রা

ব সমাধি। যেমন হরি নাম করিতে করিতে মাতিয়া গিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, নিতাই আমার মাতা হাতী, নিতাই আমার মাতা হাতী, তাহার পর হাতি-হাতি-হাতি-হাতি, হা-হা হা-হা পরে সবই চুপ হইয়া যায়, অর্থাৎ ভাব সমাধি হয়। (নিতাই আসিয়া তখন তাহার হৃদয় অধিকার করেন) যেমন পাঁচজনে বসিয়া কোন লোকের বিষয়ে কথা হইতেছে এমন সময়, যদি দৈবাৎ সেই লোকটী সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই লোকটীর বিষয়ে সকল কথাই বন্ধ হইয়া যায়। আর সকলে চুপ হইয়া যান ও বলেন, এই আপনারই কথা হইতেছিল আপনারই নাম হচ্ছিল ইত্যাদি। যেমন ভ্রমর, যতক্ষণ না মধুপান করিতে পায়, ততক্ষণই গুন্ গুন্ শব্দ করে, কিন্তু মধু পাইলে আর কোন শব্দ করে না। পুষ্করিণী হইতে কলসী করিয়া জল তুলিবার সময়, কলসীতে জল যতক্ষণ না পূর্ণ হয়, ততক্ষণ ভক্ ভক্ শব্দ হইতে থাকে, কিন্তু কলসী পূর্ণ হইলে আর কোন শব্দই হয় না। যেমন তপ্ত কড়ায় ঘি যতক্ষণ কাঁচা থাকে, ততক্ষণ কল্ কল্ শব্দ করে, কিন্তু পাকা হইলে আর কোন শব্দ হয় না। সেইরূপ সংসারে লোকের যতক্ষণ না ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ততক্ষণ কাজের হৈ চৈ হইয়া থাকে। আর যখন আপনি ঝগড়া, বিবাদ, গোলমাল ও তর্ক করেন, কিন্তু ভগবানের কৃপা লাভ হইলে, তখন আর কোন গণ্ডগোল থাকে না, কোন গোলমাল ও তর্ক করেন না ও তাঁর ইচ্ছা যায় না। যেমন কাঠ পোড়াবার সময় পট্পট্ শব্দ হয়, কিন্তু তাহার পরই সব চুপ, আর কোন শব্দ হয় না। সেইরূপ যখন পূর্ণজ্ঞান হয় তখনই চুপ এবং তখনই ধীর, স্থির, শান্ত ও আনন্দিত হয়। তিনি "সচ্চিদানন্দ" অর্থাৎ তিনি সত্য-স্বরূপ, তিনি চৈতন্য-স্বরূপ এবং তিনি সদাই আনন্দ-স্বরূপ। অস্তি, ভাতি, প্রিয়। অস্তি অর্থাৎ বিদ্যমান, সত্য-স্বরূপ, ভাতি অর্থাৎ প্রকাশমান, প্রিয় অর্থাৎ আনন্দ-স্বরূপ

"যিনি ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি।"

মহাত্মা কবীরদাস বলিয়াছেন ঃ—

"নির্গুণ ব্রহ্ম মেরা পিতা হামারা,
সগুণ মেরা মাহতারি।
কাকো নিন্দো কাকে বন্দো,
দুনো পাল্লা ভারি॥"

আমার পিতা নির্গুণ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। সৃষ্টির কিছুই কার্য্য করেন না এবং আমার মাতা সগুণ অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই সমস্ত কার্য্য করেন, অতএব কাহাকে নিন্দা করিব বা কাহাকে বন্দন করিব, দুনো পাল্লাই ভারি অর্থাৎ দুইই সমান।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

যিনি "ব্রহ্ম" তিনিই "আদ্যাশক্তি"। একই বস্তু; দ্বিতীয় নাই। যাহারা শক্তি স্বীকার করেন না তাহাদের বলা হইতেছে যে, এঁদের একটী শক্তি আছে। শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। যখন নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ কোন কার্য্য করেন না, তখন তাঁহাকে আমরা "ব্রহ্ম বা পুরুষ" বলি। আর যখন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই সমস্ত কার্য্য করেন, তখন তাঁহাকে আমরা "শক্তি, প্রকৃতি বা মায়া" বলি। যিনি পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি, "সচ্চিদানন্দময় ও সচ্চিদানন্দময়ী"। যেমন দুগ্ধ বলিলে প্রথমে মনে আসিবে যে, সাদা তরল পদার্থ অর্থাৎ দুধের একটা ধবলত্ব শক্তি আছে। দুধের শক্তি হইতে দুধের ধবলত্ব পৃথক নহে। ভাবিতে হইবে না; প্রথমে মনে আসিবে যে, সর্পের একটা তির্য্যক-গতি আছে, অর্থাৎ এঁকে বেঁকে চলাই সর্পের তির্য্যক-গতি এবং ঐ তির্য্যক-গতিই শক্তি। ব্রহ্ম বলিলে প্রথমেই মনে উদয় হইবে যে,

তাঁদের একটী নীতদত শক্তি আছে, তবেই ঐ চৈতন্যই শক্তি (সেইরূপ ব্রহ্ম বলিলে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের একটী শক্তি আছে) যেমন আগুন বলিলে বুঝিতে হইবে যে, আগুনের একটী দাহিকা শক্তি আছে। 'শক্তি' মানিতে হবেই। যাহার পুরুষ জ্ঞান আছে, তাহার মা জ্ঞানও আছে। যাহার বাপ জ্ঞান আছে, তাহার মা জ্ঞানও আছে। যাহার সুখ জ্ঞান আছে, তাহার দুঃখ জ্ঞানও আছে, যাহার আলো জ্ঞান আছে, তাহার অন্ধকার জ্ঞান আছে, যাহার ভাল জ্ঞানও আছে তাহার মন্দ জ্ঞানও আছে। একটী থাকিলে আর একটী আছেই, যেমন মাখন বলিলে বুঝিতে হইবে যে ঘোল হইয়াছে, আবার ঘোল হইয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে যে মাখনও হইয়াছে। একটা থাকিলেই আর একটী আছে। আত্মা থাকিলে অনাত্মাও আছেন। "বাপ থাকিলে মাও আছেন।"* তেমনই ব্রহ্ম থাকিলে শক্তিও আছেন। আবার এ সমস্তই আদ্যা-শক্তিরই খেলা। আবার কেহ কেহ নিরাকার—নিরাকারও করেন কিন্তু কেবলমাত্র নিরাকার—নিরাকার করিলে বা বলিলে ভুল হয় কারণ তিনি সাকার ও নিরাকার। যিনি মন করিয়াছেন, তিনি নিরাকার; কারণ মনের কোন আকার নাই। আবার যিনি দেহ করিয়াছেন তিনি সাকার। অতএব তিনি সাকার ও নিরাকার, আরও যে কত কি, তা—কেবা জানে, বা কেবা বলিতে পারে। তিনি অনাদি অনন্ত তাঁর অন্ত নাই। ভক্তের নিকট তিনি সাকার ভাবে দর্শন দেন, আবার জ্ঞানীর নিকট তিনি নিরাকার ব্রহ্ম-স্বরূপ। অর্থাৎ কোন আকার নাই। যিনিই শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই

* বিশেষতঃ আমাদের এ দেহ পিতার বীর্য্যেতে হাড় এবং মাতার রক্তে অস্থি, মজ্জা ও মাংসের উৎপত্তি হইয়াছে। দেখুন ভগীরথ তাহার প্রমাণ। ভগীরথের পিতা ছিল না, সেই জন্য তাহার শরীরে অস্থি ছিল না। পরে অষ্টাবক্র মুনির কৃপায় স্বাভাবিক ভাব হইয়াছিল।

অরূপ। যিনিই সগুণ, তিনিই নির্গুণ, যেমন শক্তি, শক্তি এক অভেদ। "সচ্চিদানন্দময় ও সচ্চিদানন্দময়ী"। তিনি সচ্চিদানন্দ সাগর, যেমন সাগরের মধ্যে কোন কোন স্থানে ঠাণ্ডায় জমিয়া গিয়া, জমাট বাঁধিয়া বরফ হইয়া যায়, আবার সূর্য্যের উত্তাপ হইলে বরফ গলিয়া জল হয়। সেইরূপ ভগবান ভক্তের ভক্তিতে বাঁধিয়া গিয়া "সাকার"* হন। আবার সাকার ভাবে দর্শন দেন আবার ইনিই আবার নিরাকারবাদী তাঁহাদের নিকট নিরাকার অর্থাৎ কোন রূপ নাই। (যেমন জল ও জলবুদ্বুদ সেইরূপ ভগবানের এক একটী রূপ জলবুদ্বুদের ন্যায় হইতেছে, আবার মিশাইয়া যাইতেছে।) কিন্তু নিরাকারে বেশীক্ষণ মন স্থির হয় না—অর্থাৎ শূন্যে ভালবাসা হয় না।

কোন সময়ে একটী পাখী জাহাজের মাস্তুলের উপর গিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু জাহাজ ছাড়িয়া দিবার পরও তাহার হুঁস ছিল না যে, জাহাজ কখন চলিয়াছে, কোথায় জাহাজ যাইতেছে, বা সে কোথায় আসিয়াছে। জাহাজ যখন সমুদ্রের মধ্যে আসিয়াছে, তখন উহার হুঁস হইল যে, আমি কোথায় আসিয়াছি। তখন সে একবার উত্তর দিকে উড়িয়া গেল, কিন্তু সে বসিবার স্থান পাইল না বা কোন স্থানে বসিতে পারিল না—অর্থাৎ কেবল মাত্র জল, কোন কূল কিনারা নাই। এইরূপে দক্ষিণ, পূর্ব্ব, ও পশ্চিম দিক চারিধারে ঘুরিয়া আসিয়া—হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুনরায় সেই জাহাজের মাস্তুলের উপর আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেইরূপ ভগবান নিরাকার—নিরাকার, অনন্ত ঠিক লাভও হয় নাই আর মনেও তখন তাঁহার শান্তি হয় নাই। অতএব নিরাকারে ভালবাসা হয় না বা ভালবাসা যায় না। যেমন শূন্যে ভালবাসা

* যেমন জল জমিলে বরফ হইয়া থাকে, সেইরূপ "চৈতন্য" ঘন হইলে ঈশ্বরের সাকাররূপ দর্শন হইয়া থাকে।

হয় না, আর ভালবাসা না হইলে ভগবানের কৃপা লাভ বা করুণাপ্রাপ্ত হয় না। যদি কাহারও অতি শৈশব-কালে অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থায় বাপ কিংবা মা, মারা যান, তাহা হইলে তিনি কি করিয়া তাঁহার বাপ কিংবা মার প্রতিরূপ চিন্তা করিবেন? তবে যদি বাপ কিংবা মায়ের ফটো থাকে, তাহা হইলে সেইটি দেখিয়া বা সেই মূর্ত্তি লইয়া ভাল বাসিতে বা পূজা করিতে পারিবেন—নচেৎ হয় না। সেইরূপ ভগবানের একটী মূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকিয়া না লইলে, কিরূপে ভগবানের সহিত ভালবাসা হয়। অতএব নিরাকারে ভালবাসা হয় না। ভগবানের একটী রূপ হৃদয়ে আঁকিয়া লইয়া একটী ভাব আশ্রয় করিয়া তবে ভগবানকে ভালবাসিতে হয়। আবার মানুষের সহিত প্রথমে ভালবাসা শিক্ষা করিয়া, পরে ভগবানকে ভাল বাসিতে হয়। সেইজন্য ভগবান আমাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি দিয়াছেন; আরও যুগল রূপে পাঠাইয়াছেন। (ভালবাসা শিক্ষা করিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিবার জন্য।)

বেদান্ত মত।

বেদান্ত মতে ব্রহ্মই বস্তু আর সমস্তই মায়া বা স্বপ্নবৎ, অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। যেমন জলে একটা লাঠী পড়িয়া থাকিলে দুই ভাগ জল দেখায় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কিছুই নহে, লাঠী আছে বলিয়া জল দুইভাগ দেখাইতেছে। সেইরূপ এই দেহরূপ কুম্ভটী "অহংরূপ" একটী লাঠির ন্যায় সংসার সমুদ্রের মাঝখানে পড়িয়া রহিয়াছে, যদি এই দেহরূপ ঘটটী ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় (দেহের নাশ হয়) অর্থাৎ অহংরূপ লাঠিটী তুলিয়া

---

* ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন —বেদ পুরাণে বলিতেছে, কেবল শুদ্ধাচারে থাক বা শুদ্ধাচার কর কিন্তু বেদ পুরাণ যাহা বলিতেছে, তাহা করিও না, তাহা হইলে অনাচার হবে, কারণ তন্ত্রে আবার তাহাকেই ভাল বলিয়াছে।

ওয়া যায়, তাহা হইলে সেই সচ্চিদানন্দরূপ [illegible] সমুদ্রই থাকিবে। এইরূপ ব্যক্তি বা দেহরূপ কুম্ভটী থাকে বলিয়া দুইটী দেখাইতেছে। ভক্তের দেহরূপ কুম্ভ ক্ষণস্থায়ী। সেইজন্য বেদান্ত মতে সমস্তই মায়া বা অসৎ। (যতক্ষণ দেহরূপ ঘট আছে ততক্ষণই সত্য) তার পর নাকি পুনঃ কর্মানুসারে জন্ম গ্রহণাদি কি হবে?—তিনিই জানেন।

পুরাণ মত।

পুরাণ মতে—ভক্ত একটী, ভগবান একটী, যেমন আমি একটী, এবং তুমি একটী, শরীর যেন সরা, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার যেন জল, "ব্রহ্ম" যেন সূর্য্য। এই শরীর অর্থাৎ দেহরূপ সরামধ্যে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপ জলে "ব্রহ্ম" প্রতিবিম্বিত হইতেছেন। "ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করেন।"

"শ্যামা—পুরুষ না প্রকৃতি ?"

কোন সময়ে একটী লোক মা কালীকে পূজা করিতেছিলেন এমন সময় অন্য একটী লোক হঠাৎ সেইস্থানে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, মহাশয় আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; আপনি মার গলায় পৈতা পরাইয়া দিয়াছেন কেন? তাহাতে লোকটি বলিলেন, ভাই আমি মাকে এখনও চিনিতে পারি নাই, মা—'পুরুষ কি নারী'? সেইজন্য মাকে পৈতা পরাইয়া রাখিয়াছি। তুমিই মাকে চিনিয়াছ

গীত। (বেহাগ।)

"তারা পরমেশ্বরী"

কখনও পুরুষ হওমা, কখনও ষোড়শী নারী,
অনন্ত আদ্যা রূপিনী, ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী,
এ ভব সংসারে মাগো ভরসা তব চরণতরী।

পরমাত্মা ব শুদ্ধ আত্মা।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

যিনি পরমাত্মা অর্থাৎ যিনি ভগবান, তিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন, তিনি নির্লিপ্ত। তাঁহাতে মায়া ব অবিদ্যা আছে, এই মায়াব ভিতর আবার তিন গুণই আছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ যিনি পরমাত্মা তাঁহাতেই তিনগুণ আছে, অথচ তিনি নির্লিপ্ত জলে যদি নীলবং ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবে জল নীলবং দেখাইবে—আবার ঐ জলে ফটকিরি দিলে সেই জলেবই রং থাকিবে। পরমাত্মা বা শুদ্ধ আত্মা যিনি, তিনি নির্লিপ্ত ঘরে ধোঁয়া করিলে যেমন ঘরই ময়লা হইয়া যায়, কিন্তু আকাশের কিছুই হয না পাপ করিলে যেমন দেহই কর্ম্মফল ভোগ করে, কিন্তু আত্মার কিছুই হয় না। সেইরূপ পরমাত্মা নির্লিপ্ত, আর পরমাত্মাকে চক্ষের দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন আমি আপনার আত্মাকে দেখিতে পাই না কিংবা আপনি আমার আত্মাকে দেখিতে পান না। (অথচ আত্মাই কার্য্য করায়, কিন্তু শেষে দেহ লইয়া টানা টানি হয়।) যেমন জলে চিনি কিংবা লবণ মিশ্রিত থাকিলে, চিনি কিংবা লবণকে চক্ষের দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না।

জ্ঞানী ও ভক্ত।

শিব অংশে জন্মগ্রহণ করিলে জ্ঞানী হয় তাঁহার "ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা" এইরূপ বোধে বোধ হয় এবং সর্ব্বদাই ঐ দিকে তাহার "মন" যায় কিন্তু বিষ্ণু অংশে জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার প্রেম ভক্তি হয়। সে "প্রেম" বা সে "ভক্তি" একবার আসিলে আর যাইবার নহে। জ্ঞান বিচার করিতে করিতে অর্থাৎ এ নয়, ও নয়, সে নয় এইরূপ করিতে করিতে যদিও তাঁহার প্রেমভক্তি কমিয়া যায়, আবার এক সময়ে

না এক সময়ে হঠাৎ করিয়া "প্রেমভক্তি" বাড়িয়া যাইবে, অতএব প্রেম ভক্তি একবারে আসিবে না হইবে, আর আসিবার নহে। "প্রেমভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান সর্ব্বই অনন্ত" এখানেতে প্রেম হওয়া অতি দুর্লভ। যাঁহার হইয়াছে, তিনিই জানেন, অন্য কেহ জানেন না বা প্রকৃত তত্ত্ব তিনি কাহাকেও বুঝাইয়া থাকে।

(জ্ঞানী ও ভক্তের চিহ্ন, উজ্জ্বল চক্ষু ও তেজস্বী)

ঈশ্বর কল্পতরু।

ঈশ্বর কল্পতরু। যিনি তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, তিনি তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। কামনা ভাল কি মন্দ, তাহা ঈশ্বর বিচার করেন না, সেইজন্য তাঁহার নিকট অতি সাবধানে কামনা করিতে হয়।

একদা কোন ব্যক্তি পথ ভ্রমণ করিতে করিতে এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে যাইয়া উপস্থিত হয়। পথিক রৌদ্রের উত্তাপ এবং পথ ভ্রমণের ক্লেশে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া কোন বৃক্ষের নিম্নে উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিল, যদি এই সময়ে উত্তম শয্যা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে সুখে নিদ্রা যাইতাম। পথিক কল্পতরুর নিম্নে বসিয়াছিল তাহা সে জানিত না, যেমন তাহার মনে এই কথা উদয় হইল, অমনি তথায় উত্তম শয্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিক অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং তাহার উপর উপবেশন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এই সময় যদি একটী পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক আসিয়া আমার পদসেবা করে, তাহা হইলে এই শয্যায় শুইয়া আনন্দ লাভ করি। পথিক মনে মনে কল্পনা করিবামাত্র, অমনি একটি পরমাসুন্দরী রমণী পালঙ্কের পদতলে আসিয়া উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণ ভরিয়া পথিকের পদসেবা করিতে লাগিল। পথিকের একেবারে বিস্ময়ে ও আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহার পর সে

মনে মনে ভাবিতে লাগিল, যাহা চাহিলাম তাহাই পাইলাম, তবে কি কিছু খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যাইবে না? এই কথা বলিতে না বলিতে তথায় উত্তম উত্তম নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইল, পথিক মহানন্দে খাদ্য দ্রব্য সকল আহার করিয়া, পালঙ্কে হস্তপদ বিস্তার করিয়া শুইয়া সেই দিনকার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মনে উদয় হইল, যদি এই সময় একটী ব্যাঘ্র আইসে, তাহা হইলে কি হইবে,মনের কথা মন হইতে বাহির হইতে না হইতেই একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল সেইরূপ মানুষের অবিকল সেই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বর সাধন করিয়া বিষয়, কিংবা পুত্রাদি অথবা মানসম্ভ্রমাদি কামনা করিলে,তাহা লাভ হয় বটে,—কিন্তু পরিণামে ব্যাঘ্রের ভয়ও আছে অর্থাৎ পুত্রবিয়োগ, মানহানি এবং বিষয়—চ্যুতিরূপ ব্যাঘ্রের আঘাত স্বাভাবিক ব্যাঘ হইতে যে লক্ষগুণে ক্লেশদায়ক, তাহা সাংসারিক দিগের অবিদিত নাই, বিষয়, পুত্র কিংবা মানসম্ভ্রমের জন্য, ঈশ্বর সাধন না করিয়া "যিনি" ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে—তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ভগবান দর্শন হয়

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন ঃ—

সংসারে সকলে সমান নহেন। কাহারও ভিতর সত্ত্বগুণ আছে, কাহারও ভিতর রজঃগুণ আছে, আবার কাহারও কাহারও ভিতর তমঃগুণও আছে। যাঁহার ভিতর সত্ত্বগুণ আছে, তাঁহার ভিতর ভগবানের বেশী প্রকাশ—তাঁহার পূজা কেহ দেখিতে পায় না। হয়ত, মশারীর ভিতর ধ্যান করিতেছেন, লোকে মনে ভাবে, রাত্রে বাবুর ঘুম হয় নাই, সেইজন্য বাবু এতবেলা পর্য্যন্ত

যাইতেছেন। বাড়ীটা ভাঙ্গা, কাপড় যাহা হউক একখানা হইলেই হইল। লোকটী শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, কাহারও কোন অনিষ্ট করেন না; তাহার পেট চলা পর্য্যন্ত অর্থাৎ শাক ভাত পাইলেই যথেষ্ট হইল। ঘরেতে আসবাব নাই। ঘরগুলা পুরাতন কিন্তু মেরামত হয় নাই, সে দিকে নজরই নাই। লোকের নিকট কখনও তোষামোদ করিয়া বেড়ান না। যাহাদের রজঃগুণ আছে, তাঁহারা লোক দেখাইয়া পূজা করেন, দান ধ্যান করেন, লোককে দেখাইয়া দে—লোকে দেখুক এবং নানা প্রকার ব্যঞ্জন করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দেন। আবার পূজা যখন করেন, তখন চেলী, তসর কিম্বা গরদ পরিয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, (তাহাতে এক একটী সোনার দানা) এই সমস্ত পরিয়া, পূজা করেন। বাড়ীতে সাহেবের ছবি, রাণীর ছবি, চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং চুণকাম করা, মার্ব্বেল পাথরের মেজে, আর তাঁহাদের পোষাক ফিট্ফাট্ সোনার ঘড়ি, চেন, আংটী, শাল, ভাল জুতা, জামা ইত্যাদি। এবং যাহাদের তমোগুণ আছে, তাঁহারা বলেন, মা—পাঁটা খায় তাতেই তাঁহারা "বলিদান" দেন। তাঁহাদের নিদ্রা, কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার এই সব লক্ষণ। ভক্তির তমঃ যদি হয়, তাহা হইলে তাঁহার জোরেও বিশ্বাস। ঈশ্বরের কাছে এরূপ ভক্ত জোর পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন ও করেন, যেন ডাকাতপড়া ভক্তি; মারো, কাটো, লোটো ইত্যাদি।

সত্ত্বগুণ সাদা, রজগুণ লাল এবং তমঃগুণ কাল। পুরাণে আছে—বিভীষণের সত্ত্বগুণ, রাবণের রজঃগুণ, এবং কুম্ভকর্ণের তমঃগুণ ছিল। আবার সত্ত্বগুণে পালন, রজঃগুণে সৃষ্টি এবং তমঃগুণে সংহার। কিন্তু তিন গুণই চোর। তমোগুণে বিনাশ করে, রজোগুণে বদ্ধ করে, সত্ত্বগুণে বন্ধন খোলে বটে,—কিন্তু ঈশ্বরের নিকট পর্য্যন্ত যেতে পারে না। কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয়।

সাধু।

সংসারী কিংবা সন্ন্যাসী—অর্থাৎ সংসার-ত্যাগী যিনিই হউন না কেন? তাহাতে কোন ক্ষতি নাই বা তাহাতে কিছু আসে যায় না। যিনি বা যাহার মন, প্রাণ, অন্তরাত্মা সেই এক ভগবানেতে আছে বা গিয়াছে অর্থাৎ তাঁর চরণে মন আছে, ভগবানের চিন্তা ভিন্ন অন্য কিছুই ভাল লাগে না বা ভগবানের বাক্য ছাড়া, অন্য গোচ্ছার বাজে কথা বা পরের নিন্দামন্দ করেন না, তাঁর চিন্তাতেই যেন সদা সর্ব্বদা মন থাকে বা মৌন থাকেন, এবং সমস্ত স্ত্রী লোককে মায়ের ন্যায় জ্ঞান করেন ও সদা সত্য কথা বলেন, তিনিই সাধু (যাঁহার মন নিত্যেতে পৌঁছে লীলায় ও লীলা হইতে নিত্যেতে থাকে অর্থাৎ ওপারে গিয়া আবার এপারে আসা) এরূপ যাঁহার হয় অর্থাৎ যাঁহারা 'বুড়ী ছুঁইয়া চোর চোর খেলা খেলিতেছেন বা খেলেন," যাঁহাদের তাঁর কৃপায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিল হইয়াছে, "হৃদ্‌পদ্ম" প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তিনিই বা তাঁহারাই সাধু তাঁহারাই মানহুঁস অর্থাৎ ভগবানকে হুঁসে হুঁস করিয়াছেন। সাধারণ জীব মানুষ, আর যাঁহাদের ঈশ্বর লাভ হইয়াছে, তাঁহারাই মানহুঁস, তাঁদের সর্ব্বদাই স্মরণ মনন থাকে, তাঁহাদের বিষয় বুদ্ধি শুকাইয়া যায় তাঁহাদের প্রাণ একটুতেই ভগবানের নামে কাঁদিয়া উঠে ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাঁহাদের খুব "সরলপ্রাণ"; মনে কোন প্রকার কপটতা নাই বা থাকে না, সেইজন্য তাঁহাদের মন সরল হয় ভগবান কিসের প্রত্যক্ষ? শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি বা শুদ্ধ আত্মার প্রত্যক্ষ। যে মন বিষয়বাসনা ও কামিনী কাঞ্চনের আকর্ষণ শক্তিতে মুগ্ধ হয় না—এমন যে মন, সেই "মনের প্রত্যক্ষ ভগবান" যেমন কর্ণের প্রত্যক্ষ শব্দ, চক্ষের প্রত্যক্ষ দর্শন, নাসিকার প্রত্যক্ষ আঘ্রাণ, জিহ্বার প্রত্যক্ষ আস্বাদ এবং ত্বকের প্রত্যক্ষ স্পর্শ সেইরূপ

শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি বা শুদ্ধ আত্মাই প্রত্যক্ষ ভগবান। যাঁহারা সদা সর্ব্বদা সৎচিন্তা করেন। মন্দ চিন্তা, অপরের অনিষ্ট চিন্তা, কোনরূপ পাপচিন্তা না করেন, সদা সত্য কথা বলেন ও স্ত্রীলোককে মাতৃবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তিনিই সাধু। সাধুর বাহ্যিক আকার দেখিয়া, ঘোর সংসারী লোক যাহারা, তাহারা কিছুই বুঝিতে, জানিতে বা চিনিতে পারিবে না। সাধু হইতে গেলে, স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে ভাবিতে হয় এবং ইহা অতি "উচ্চ ভাব" ভগবান রামকৃষ্ণ দেব স্ত্রীলোকের ভাবে অনেক দিন ছিলেন।

প্রকৃত ভেক ? বা—ভানমাত্র।

মহাত্মা কবীরদাস বলিয়াছেন ঃ—

"ন্হায়ে ধোয়ে কেয়া ভয় যো মন্‌মে মৈল্‌ সমায়
মীন্‌ সদা জলমে রহে, ধোয়ে কভু বাস না যায়॥"

যাহার মনে ময়লা আছে বা থাকে, তিনি শত শত স্নান করিলে কিংবা পরিষ্কার হইলে কি হইবে? যেমন মাছ সর্ব্বদা জলে থাকে, কিন্তু বাজারে যাও, দেখিবে, সাবান দিয়া ধুইলেও তার গায়ের গন্ধ যায় না। অতএব বাহ্যিক পরিষ্কার থাকিলে হয় না—মনটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া ও থাকা চাই।

স্ত্রী ছাড়িলে কিংবা মাছ, মাংস, পান ইত্যাদি ছাড়িলে যে, সাধু হয় তাহা নহে। চিমটা লইলে, জট রাখিলে, ত্রিশূল লইলে, গেরুয়া বসন পরিলে, মালা পরিলে কিংবা টীকা রাখিলে সাধু হয় না। হবিষ্য করিলে, দুগ্ধ ও ফল খাইলে কিংবা গঙ্গায় স্নান করিলে সাধু হয় না। "মনটি পরিষ্কার থাকা বা হওয়া চাই।" আর একটী কথা, ভেক লইয়া যদি আবার প্রকৃত ভেকের মতন মনটি না হয় অর্থাৎ(সেইরূপ কার্য্যটী করা

না হয়) তাহা হইলে ভাল বলে, আরও তাহার পরিণামে বড়ই খারাপ হয়

কথায় বলে :—

"অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে খণ্ডায়,
জ্ঞানের পাপ তীর্থে খণ্ডায় ;
(আবার) তীর্থের পাপ মলেও খণ্ডায় না ।"

অর্থাৎ যখন লোকে অজ্ঞান থাকে, তখন পাপ হয় না বা লোকে সে পাপ ধরে না, কিন্তু জ্ঞান হইলে আর তাহা চলে না, তখন আর পাপ করিতে নাই। যদিও জ্ঞান হইলে কেহ পাপ কার্য্য করেন, তবে তীর্থে যাইলে তাহার সে পাপ খণ্ডন হয়। কিন্তু আবার তীর্থস্থানে পাপ করিলে স পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। (যেমন পুলিসের লোকে যদি চুরি করে, তবে তাহার বেশী শাস্তি হয়, কারণ অন্যায় কার্য্য করিলে কিরূপ শাস্তি য় তাহা জানা সত্বেও সে অন্যায় করিয়াছে, অতএব তাহার বেশী শাস্তি।") সেইরূপ গেরুয়া বসন, মালা, চিমটা, ত্রিশূল ইত্যাদি ধ লইয়া না ধারণ করিয়া, ভেক লইয়া যদি আবার কেহ পাপ করেন, থেমন ভান করেন, তাহা হইলে তার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই এবং সেই জন্য তাহার বেশী শাস্তি হয় ... ঐ সমস্ত পরিয়া বা ধারণ করিয়া লোককে জানান হইতেছে যে, আমি সাধু প্রকৃত ভেক লইয়াছি কিন্তু ভিতরে ভিতরে হয়ত কত পাপ করিতেছেন যে, তাহার সীমা নাই।

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন :—* তীর্থস্থান দর্শন করিতে গেলেই হয় না, দিতে কাঁদিতে যাওয়া চাই তবে তীর্থ দর্শনের ফল হয়।

ভগবান রামকৃষ্ণ দেবর লিখিয়াছেন :—† গেরুয়া বসন। যাহা হোক একটা পরলেই হল। যেমন চণ্ডী ছেড়ে হনুমন ঢাকি অর্থাৎ আগে চণ্ডীর গান হত এখন ঢাক বাজায়। তবে যে একলা একলা কাঁদে সে গেরুয়া বসন পরিতে পারে।

যেমন জীবগণ যে পাপ করিবে, যদিও তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না— কিন্তু আবার "প্রায়শ্চিত্ত আছে"। যদি কাঁদিয়া বলে হে ভগবান! যে পাপকার্য্য করিয়াছি, সেরূপ কার্য্য আর কখনও করিব না, আমি না বুঝিয়া অজ্ঞানে এ পাপ কার্য্য করিয়াছি, অতএব আমায় মাপ করুন। আর যদি তিনি পুনরায় পাপ না করেন, তাহা হইলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। কারণ, 'প্রকৃত অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও শাস্তি'।

গঙ্গায় স্নান করিলে, সব পাপ যায় বটে—কিন্তু কি হবে স্নান করিবার পর, আবার পুরান পাপগুলা আসিয়া ঘাড়ের উপর চেপে বসে (অর্থাৎ লোকে বলিয়া থাকে, গঙ্গায় স্নান করিবার সময় পুরানো পাপগুলা গাছের উপর বসিয়া থাকে, যেই লোকে স্নান করিয়া উঠে তখনই আবার গাছ হইতে সেই পুরানো পাপগুলা আসিয়া তাঁহাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে অর্থাৎ পুনশ্চ পাপ করে।) কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সংসারে লোকে জোর করিয়া বলিতে পারে না, আমি যাহা পাপ করিয়াছি, আর তাহা করিব না। আমি মুক্ত, আমি মুক্ত, আমি মুক্ত, হরি বোল হরি বোল! হরি বোল! কিন্তু সেরূপ মনের জোর সকলের নাই বা সকলের হয় না; কারণ সেরূপ মন হয় না বা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকিলে হয় না। আবার খাওয়া কিংবা পরার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই যাঁহারা "শ্মশান সিদ্ধ বা অঘোর পন্থী" তাঁহারা মলমূত্র সমস্তই খান বা খাইয়া থাকেন, তাহা বলিয়া তাঁহারা কি পাপী? না—"নির্ব্বিকল্প"। তাঁহাদের কোন "বিচার" নাই। খায় কে? আমার দেহ কিংবা আমার আত্মা অর্থাৎ (যিনি ভিতরে দেহী রূপে আছেন,) "তিনি বা তাঁর শক্তি।" সাত্ত্বিক আহার করিলে, মন শুদ্ধ ও পবিত্র হয় বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ মনে অহঙ্কার আসে তাহার কারণ

আমি শুদ্ধাচারে আছি এবং আমি সাত্ত্বিক আহার করি বা করিয়া থাকি

অতঃপর বুদ্ধদেব বলিয়াছেন :—

• শুকর মাংস খাইয়া যদি ভগবানে শুদ্ধাভক্তি থাকে, তবে সে লোক ধন্য এবং তাহার শুকর মাংস হবিষ্যান্নের তুল্য হয়। কিন্তু হবিষ্য করিয়া যদি ভগবানে "শুদ্ধাভক্তি" না থাকে, "সে অধম এবং "তাহাকে ধিক" আর তাহার হবিষ্য শুকর মাংসের তুল্য হয়। [হিন্দু বলিয়া আর অখাদ্যের কথা বলেন নাই সাত্ত্বিক আহার করিলে দেহের উপকার হয়, শরীর ও মনের অস্থিরতা থাকে না, মন ভাল থাকে কিংবা সাধু হওয়া যায় আর রাজসিক কিংবা তামসিক আহার করিলে শরীর গরম হয় বা পাপকার্য্য করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। "মনের জোর চাই", তবে সকলে পারে না।

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন :—

চড়াই পাখী কাঁকর খায় কিন্তু তাহারা পাঁচ মিনিট অন্তর রমণ করে, আর সিংহ মাংস খায়, কিন্তু—এদিকে তাহারা বার বৎসর অন্তর রমণ করিয়া থাকে, ইহার অর্থ কি? খাইলে কিংবা পরিলে ধর্ম্ম করা হয় না, মানুষের মনের দৃঢ়তা যদি থাকে, আর মনের ভিতর কপটতা খল কিংবা প্যাটোয়ারি বুদ্ধি না থাকে এবং মন সরল হয় তাহা হইলে "তাঁর কৃপা" লাভ হইয়া থাকে "বাহ্যিক' লোক দেখান কিছুই ভাল নহে।

মীরাবাই বলিয়াছেন :—

"নদীমে নাহানেসে হরি মিলেতো জলজন্তু হই,
ফল মূল খাকে হরি মিলেতো বাদুড় বান্দরাই।

তীরথ ভ্রমণসে হরি মিলেতো বহু মৃগ অজা,
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলেতো বহুত রহে খোজা।
দুধ পিকে হরি মিলেতো বহুত বৎস বালা,
মীরা কহে বিনা প্রেমসে (কভু) নাহি মিলে নন্দলালা॥"

অর্থাৎ মাটিতে আর জলেতে থাকিলে যদি হরিকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে অনেক ব্যাঙ হইতাম বা অনেক মাছ নদীতে বাস করে উহারা হরিকে পাইত। আর ফল মূল খাইয়া যদি হরিকে পাওয়া যাইত, তবে বৈঁচে গাছ ও পাখির উহারা ফলমূল খায়, উহারা হরিকে পাইত না আমরা হরিকে পাইবার জন্য ফলমূল খাইতাম। আর ঘাস খাইয়া যদি হরিকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে অনেক ছাগল ও হরিণ আছে উহারা সব ঘাস খায়, উহারা হরিকে পাইত না আমরাও হরিকে পাইবার জন্য ঘাস খাইতাম। আর স্ত্রী ছাড়িলে, যদি হরিকে পাওয়া যাইত (তাহা হইলে অনেক খোজা আছে) "তাহারা হরিকে পাইত" (কারণ তাহাদের বীর্য্য নষ্ট হয় না।) দুধ খাইলে যদি হরিকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে অনেক ছোট ছোট ছেলে ও বাছুর তাহারা দুধ খায়, অতএব তাহারাও হরিকে পাইত। মীরাবাই বলিয়াছেন একমাত্র প্রেম ভিন্ন, অনুরাগ ভিন্ন, সেই নন্দলালা যিনি—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

সুকৃতি।

পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি না থাকিলে অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের কিছু সৎকার্য্য করা না থাকিলে, এক জন্মে প্রেম-ভক্তি হয় না। অতএব কিছু সাধ্য সাধনার দরকার করে। অর্থাৎ কিছু কষ্ট করা চাই তাহা এজন্মেই হউক, আর পূর্ব্ব জন্মেই হউক কিংবা, জন্ম জন্মান্তরেই হউক, কিছু সাধ্য সাধনা থাকা চাই বা করা চাই তবে হয়। প্রথম "কর্ম্মযোগ" তাহার

পর "জ্ঞানযোগ" শেষে "ভক্তিযোগ"। এক জন্মে ভক্তি হয় না।
(আর মানব জন্ম এক জন্ম নহে)

ভক্ত রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছেন ঃ—

চৌরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিয়, তবে এ সংসাররূপ কর্ম্ম ক্ষেত্রে মানব জন্ম হয়। আবার তাঁর "বিশেষ কৃপা" থাকিলে সবই হইতে পারে কারণ তাঁর ইচ্ছায় কি হয়, আর কি-না হয়, তাহা কাহারও বলিবার ক্ষমতা নাই। "মূর্খ কালিদাস" তাঁর ইচ্ছায় কালিদাস পণ্ডিত হইয়াছিলেন "রত্নাকর ডাকাত" বাল্মীকি মুনি হইয়াছিলেন "জগাই মাধাই" পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন "অজামিলও বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছিলেন"

সংশয়।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

ঈশ্বরের কৃপা যদি না হয়, মানুষের সংশয় যাইয়াও যায় না তাঁহ না বলেন, হুঁ—বটে, কিন্তু ;—সেইজন্ত ভগবানের বিশেষ কৃপা হওয়া চাই,নচেৎ সংশয় যাওয়া বড়ই কঠিণ। আবার "তাঁর কৃপার উপর" সকলই নির্ভর করে, তাঁর যদি একবার "কৃপা হয়" এবং "তিনি" যদি দয়া করিয়া একবার "জ্ঞান চক্ষু" খুলিয়া দেন, তাহা হইলে আর কিছুই দরকার হয় না যেমন হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘরে আলো লইয়া গেলে, এক মুহূর্ত্তে আলোয় আলো হইয়া যায়, একটু একটু করিয়া অন্ধকার যায় না। সেইরূপ ঈশ্বরের কৃপালাভ হইলে, আর কিছুই প্রয়োজন নাই। নচেৎ ; সংসারে লোকের সংশয় যাইয়াও যায় না। কারণ বিশ্বাস কম বা অসৎ কর্ম্ম করিবার জন্ত বিশ্বাস হয় না ও সেইজন্ত সংশয় যাইয়াও যায় না।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ বা তুরীয়।

স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীর, মহাকারণ বা তুরীয়। স্থূল শরীর। অর্থাৎ পঞ্চভূত লইয়া যে দেহ সেইটিই স্থূল শরীর (পঞ্চভূত—পঞ্চব্যোম) ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম অর্থাৎ মাটী, জল, আগুন, হাওয়া ও শূন্য এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য রহিয়া আছে।

মাটীর গুণ শব্দ, কর্ণের অনুভব শব্দ। জলের গুণ রস, জিহ্বায় আস্বাদ হয়। তেজ অর্থাৎ আগুনের গুণ রূপ, চক্ষের প্রত্যক্ষ রূপ। হাওয়ার গুণ গন্ধ, নাসিকার অনুভব গন্ধ। শূন্যের গুণ স্পর্শ, ত্বকের অনুভব বা প্রত্যক্ষ স্পর্শ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন* এই 'একাদশ ইন্দ্রিয়।'

সূক্ষ্ম শরীর — মন,—আবার এই মন হইতে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। মনের কোন আকার নাই সেই জন্য সূক্ষ্ম শরীর। আবার মনে উদয় হয়, বুদ্ধিতে কার্য্য করে, কিন্তু যদি বুদ্ধির ভ্রম হয়, তাহা হইলে অহঙ্কার আসে ও অহঙ্কারের ফলাফল পায়, আর চিত্ত তখন হায়—হায়! হায়! করিয়া উঠে।

কারণ শরীর (অর্থাৎ যে সময়ে ভগবানের সহিত প্রেম হয়, আনন্দ ও সম্ভোগ হয়, সেই সময়টা কারণ শরীর বলে।) (আবার তন্ত্রে বলে ভাগবতী তনু।)

---

* মন। ইন্দ্রিয়বর্গের প্রভু মন, কারণ মনঃসংযোগ ভিন্ন কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য হয় না। মন, শ্বাস ও প্রশ্বাসরূপ প্রাণবায়ুর অধীন; শ্বাস ও প্রশ্বাস বন্ধ না হইলে, মন স্থিরতা প্রাপ্ত হয় না। সেইজন্যই প্রাণায়াম অভ্যাসের প্রয়োজন। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু বশীভূত হইলে, মন লয় প্রাপ্ত হয়। যিনি প্রাণবায়ুকে বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন তিনি মনকেও বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন।

মহাকর্ষণ বা ভুর্বাধ যে কি। তাহা মুখে প্রকাশ করা যায় না। যেমন কথায় আছে —বা লোকে বলে, কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না —(যেমন) "অপেরে ঘুম" পঞ্চভূত হইতে আবার ষড়্‌রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য

কাম।—(ছাগল) অতিরিক্ত কাম হইলে, যেমন ছাগলদের কামেতে জ্ঞান থাকে না, সেইরূপ অনেক মানুষেরও অনেক সময়ে হইয়া থাকে। এতএব শাস্ত্রকারগণ, কামকে ছাগল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ—কাম ধর্ম করিয়া শেষে কাণ্ডজ্ঞান রহিত হয়, জ্ঞান থাকে না, জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়।

কাম অর্থাৎ কামনা, ইচ্ছা, বাসনা। ইহার শেষ নাই, অনন্ত— এবং কামনায় শান্তি নাই, কেবল অশান্তি। কামনা যত বাড়াইবে, ততই বৃদ্ধি হইবে। যেমন কেহ পঁচিশ টাকা মাহিনা পান, তিনি মনে মনে কামনা করেন বা করিতেছেন, আমার একশত টাকা মাহিনা হউক। যখন ভগবানের কৃপায় আবার, তাঁহার একশত টাকা মাহিনা হইল, তখন তিনি বলিতেছেন আমার দুইশত হোক, তাহা হইলে আমার বেশ সচ্ছল হয় ও উত্তমরূপে সংসার চলে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে কামনা, বাসনা বাড়িয়া যায় অর্থও বাড়ে, ইচ্ছা পূরণ আর হয় না। "একটা হলেও আর একটা চাই" ইহাই রীতি বা নিয়ম। অতএব "বাসনা ত্যাগেই শান্তি।" বাসনা কামনা থাকিলেই কর্ম করিতে হয়, আর কর্মের জন্য ভাবনা চিন্তা, অশান্তি।

"সহস্রে নিচ্ছন্তি সন্তি সহস্রাধিপ লক্ষমিহতে।
লক্ষাধিপ স্তথা রাজ্যং রাজ্যস্থ স্বর্গ মিহতে॥"

অর্থাৎ, যাঁহার পা নাই তিনি বলিতেছেন, হে—ভগবান! আমার পা দাও বা হোক, আবার যখন পা হইল তখন তিনি বলিতেছেন,

আমার দশ টাকা মাসের চাকুরী হউক, আমি পায়ে হাঁটি না গাড়ী দিয়া যাই। আবার যখন তাঁহার দশ টাকার চাকুরী হইল, তখন তিনি মনে করিতেছেন, আমি যদি গাড়ি বা এরোপ্লেনে চড়িতে না পেলাম তবে বৃথা। জীবনের সার সুখ পাইলাম না কেন? আবার ঐ সময় টাকা হইলে মোটর গাড়ি চড়িবার পর, তিনি মনে করেন, আমার যে অত কোটি টাকা হইল না কেন? আমি রাজা কি—ধনকুবের হইলাম না কেন! আবার ধনকুবের হইলে ... এ বাসনা হইলে, তখন মনে করেন যে, আমি "সাত রাজার ধন মাণিক" তাহা পাইলাম না কেন? আর আমার বাগানে স্বর্গের চাঁদ আসিয়া আলো করিতেছে না কেন? কিসে বেশ ভাল হয়, আরো বেশ ভাল হয় ইত্যাদি। কামনা, বাসনা ইহা অনন্ত, ইহার শেষ নাই। আবার কামনা অপেক্ষা, কামিনীতে কেহ কেহ বেশী আসক্ত হন, কিন্তু পরিশেষে যে তাহাদের সেই অসৎকার্য্যের জন্য পরিতাপ ও হায় হায় করিতে হয়। অতএব অসৎ কামনা ত্যাগ করিয়া, "সন্তোষ বা অল্পে সন্তুষ্ট হওয়াই ভাল।" আর কামনা বা বাসনা ত্যাগই শান্তি। আবার, "কামনা" কি কামনা করা উচিত, "ভগবানকে" পাইবার কামনা করা ও যাহাতে সকলের ভাল হয়, সেই চেষ্টা বা সেই কামনা করা উচিত। আমার কামনার পথে বাধা বিঘ্ন পাইলেই স্বভাবতঃ ক্রোধ হইয়া থাকে।

ক্রোধ :—(রাগ) স্বভাবতঃ যেমন ব্যাঘের ক্রোধ হইয়া থাকে না হয়; সেইরূপ কামনার পথে কাঁটা পড়িলে অর্থাৎ ঈপ্সিত বস্তু না পাইলে, আপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য পূর্ণ না হইলে, বাধা বিঘ্ন পাইলে, মানুষেরও সেইরূপ ক্রোধ হইয়া থাকে তখন তাঁহাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। (অর্থাৎ নিজের মনের মত কার্য্য পূর্ণ না হইলে, অনেক সময় এমন রাগ হয় যে, তখন ভাল মন্দ বিবেচনা শক্তি থাকে না লোপ

পায়, কেহ কেহ হয়ত রাগেতে খুন পর্য্যন্ত করিয়া ফেলেন, কিন্তু জ্ঞান নাই যে, পরে সে পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে ব রাগেতে ভালমন্দ না বুঝিয়া কি করিলাম, মিষ্ট কথায় না বলিয়া, কেন কটু কথা বলিলাম এবং তাহাতেই এ বিপদ হইয়াছে বা হইল। এ সংসারে রাগেতে লোকে কত অন্যায় কার্য্য করেন বা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই

"ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমে
স্মৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

ক্রোধের ন্যায় আর শত্রু নাই হঠাৎ কাহারও উপর রাগ করিতে নাই, তাহা হইলে ক্রমশঃ সেই রাগ বাড়িয়া নিজেরই দেহ খারাপ হইবে। অতএব ক্রোধ কাহারও উপর করা উচিত নহে। (সংসারে, ভগবানের নাম করিতে যাইলে বা নাম করিলে যাহারা বাধা দেয় বা কোনরূপ ভগবানের সম্বন্ধে অন্যায় কথা কিংবা কোনরূপ প্রতিবন্ধক দেয়, তাহাদের প্রতি ক্রোধ করা উচিত এবং তাহাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করা উচিত নহে; কারণ—তাহারা ঈশ্বরের নাম লইতে নিষেধ করিতেছে অতএব বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করা উচিত।) ক্রোধ হইলে ঈশ্বরের নাম, মনে মনে জপ করিলে কিংবা ওঁকার জপ করিলে চিত্ত দমন হয় এবং তাহা হইলে ক্রোধ সংবরণ হয় আর ক্রোধ হয় না, বা হঠাৎ কাহারও অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা যায় না। (আবার লোকে কথায় বলিয়া) থাকেন:—

"নীচ যদি উচ্চভাষে
সুবুদ্ধি উড়ায়ে হাসে"

নীচ লোকে যদি কটুকথা বলে, যাঁহারা ভাল লোক তাঁহারা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। আবার গঙ্গায় কত লোক বিষ্ঠাত্যাগ করিতেছে

না কত মড়া ভাসিয়া যাইতেছে দেখা যায়, কিন্তু তা বলিয়া "গঙ্গা কি অপবিত্র" ?

লোভ :—(গুরু।) যেমন কুকুরের লেজ টা না কুকুরদের স্বভাবতঃ যেমন লোভ হইয়া থাকে, সেইরূপ কোন কিছু পাইবার লোভ অনেকেরই হইয়া থাকে লোভ হইতে দেখা যায়। এমন কি ? পরের বাগানে একটী সুন্দর গোলাপ ফুল দেখিয়া সেই ফুলটী পাইবার লোভ করিলেও পাপ হয়, অন্য বিষয়ে লোভ করা "তুচ্ছ কথা" কারণ কথায় বলে, "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু" লোভ ও অনেক বিষয়ের হইতে পারে, (আবার ভোগবৃত্তিতে শান্তি নাই কিন্তু ইহা জানা যায়, তবে একেবারে নিবৃত্তি হয় না) অতএব অল্পে সন্তুষ্ট হওয়াই উচিত, আর কাহারও দ্রব্যে লোভ করা উচিত নহে। আবার—তুচ্ছ জিনিষে লোভ করিলে কি হবে, "ভগবানকে" পাইবার লোভ করা উচিত "যাহা অমূল্য," অবিনাশী, সে বিষয়ে না থাকিলে লোভ করা উচিৎ নহে, সে সব বৃথা লোভ। অল্পেই সন্তুষ্ট হইবে এবং (আপনার) অপেক্ষা গরিব যে তাহার সহিত নিজের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে আর লোভ হইবে না, তখন মনে হইবে আমা অপেক্ষা আরো কত শত গরীব লোক আছে, তাহারা কত কষ্ট পাইতেছে, আমি ত অতি সুখে আছি ও আনন্দে আছি। আমা অপেক্ষা সুখী কে ? (বিশেষতঃ মানব জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম, দুর্লভ জন্ম হইয়াছে) আবার পূর্ব্বে যাহা করা গিয়াছে, সেটি—ভোগ করিতে হবেই হবে যেমন, যে "বাণটা" ছোড়া যায় তাহার আয়ত্ত থাকে না (অর্থাৎ বাণ ছোড়া হইয়া গেলে আর হাত থাকে না) সেইরূপ অদৃষ্টাধীন, যাহা করিয়া আসা হইয়াছে, সে ভোগ আছে বা হবেই। অতএব এখন হইতে ভাল কার্য্য করি, যাহাতে পরজন্মে ভাল হয়। আবার লোভ

করিলেও কিছু হয় না, কেবল নিজের মনের মধ্যে সন্তাপ ও অশান্তি। আবার মোহ হইতে লোভ জন্মায়।

মোহ ঃ—(হরিণ) যেমন, হরিণেরা কোন কিছু দেখিলে মোহিত হইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকে ; সেইরূপ—মানবও কোন সুন্দর জিনিস দেখিলে মোহিত হইয়া হতবুদ্ধির ন্যায়, একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে কারণ—"মোহে" আসক্তি জন্মায়, লোভ জন্মায়, "পাইবার ইচ্ছা হয়" এটা স্বাভাবিক হইয়া থাকে (Nature) মোহে কি হইবে ? সাররূপ চিন্তা করিতে—করিতে—দেখিতে দেখিতে প্রেমে বিভোর হইয়া—উন্মাদ হইয়া যাইবে ও চক্ষে প্রেমাশ্রু ঝরিবে, শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, সেই-ই মোহ নচেৎ সংসারে তুচ্ছ জিনিষে মোহিত হইলে, মানুষের বিবেক শক্তি, ভাল বা মন্দ বিবেচনা শক্তি—রহিল কোথায় ? চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিলে, তবে মানব জন্ম হয় ও ভাল, মন্দ "বিবেচনা শক্তি" "বিবেক শক্তি" জন্মায়। কিন্তু এই 'মোহই" বিবেক শক্তিকে ত্যাগ করায় এমন কি, দেব দিদেব মহাদেব যিনি, তিনিও মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া মোহে পাগল। ধন্য মোহ ! মুনি, ঋষি, যোগী, এমন কি—ভগবানও পরাস্ত

দম্ভ ঃ—(হস্তী)। হাতীরা যখন রাস্তা দিয়া যায়, তখন গর্ব্বে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, টাকাতেই অহঙ্কার, কেন না লোকের টাকা থাকিলে অহঙ্কারও হইয়া থাকে এটা স্বাভাবিক। এমন কি, যাঁহাদের টাকা আছে তাঁহারা কাহারও সহিত কথা কহিতে হইলে (কি আশ্চর্য্য !) অহঙ্কারে ভাল করিয়া কথা কহেন না, কিন্তু তাঁহাদের বুঝিবার ভুল, কারণ তাঁহারা "ধনীর"* সহিত

* (ধনী) রথচাইল্ড পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় ধনী এবং তাঁর এক সেকেণ্ডে পাঁচ জোর টাকা সুদের আয়। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী যিনি, তিনি একজন আমেরিকাবাসী, তাঁর এক সেকেণ্ডে সুদের সুদ তার সুদ এইরূপ করিয়া এত আয় যে, হিসাব হয় না।

এবং নিজের সহিত যদি তুলনা করিতেন, তাহা হইলে আর তাহাদের অজ্ঞান হইত না। (কোন সময়ে ভগবান রামকৃষ্ণদেব এক খান দামী শাল গায়ে দিয়া [illegible] দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “শাল” তোর দাম দুই হাজার টাকা, “তুই যদি কোন লোকের গায়ে থাকিস্” তাহা হইলে অজ্ঞানেই লোকে। পরে শালটার খানিকটা দিয়া অতঃপর “থুঃ থুঃ।” এই বলিয়া দিয়া মাড়াইয়া পা দ্বারা ফেলিয়া দিয়াছিলেন।) অতএব যে কোন অহঙ্কার যাওয়া সত্যই কঠিন। যেমন অশ্বথ গাছ আর কাটিয়া দাও, কাল তাহার ফেঁকড়ি বাহির হবে অহঙ্কারও সেইরূপ ও যাইবার নহে। তবে সমাধি হইলে অহং ঘুচিয়া যায়। (সংসারে লোকের অহঙ্কারের জন্য, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস কম।)

কোন সময়ে শ্রীমতী রাধিকা মান করাতে, একজন সখি আর একজন সখিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল সখি, এ “অহং”—“কার” ? তাহাতে একজন সখি বলিয়াছিল—এ তাঁর—অহং (অর্থাৎ তাঁকে লইয়া এ অহং।) অতএব অহঙ্কার যদি করিতে হয়, তবে তাঁকে লইয়া অহঙ্কার করা উচিত। [যতক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় থাকা যায়, (কারণ নিদ্রিত অবস্থায় ভগবানের নাম হয় না, সেইজন্য নিদ্রিত অবস্থাকে মৃত্যুর সমান বলে) ততক্ষণ মনে মনে জপ করিতে হয়] অর্থাৎ স্মরণ রাখিতে বা মনন করিতে হয়, আবার সময়ে সময়ে তাঁর নামে বিভোর হইয়া থাকিতে হয়। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারে যে, এর অজ্ঞান হইয়াছে, সেইজন্য ঐরূপ ভাবে আছে, কিন্তু যিনি তাঁর নামে বিভোর হইয়া থাকেন তিনি জানেন বা তিনিই বুঝিতে পারেন, এ কিসের অহং বা—কাকে লইয়া এ অহং। অহঙ্কার যদি করিতে হয় তবে “বিভীষণের” মত। বিভীষণ বলিয়াছিলেন যে, “আমি এক রাম ভিন্ন আর কাহারও নিকট এ মস্তক অবনত করিব না।”

সাংশসংশী। (কেউটে সাপ*) যেমন কেউটে সাপেরা মানুষের ছায়া দেখিলে হিংসায় দংশন করে সেইরূপ কেহ কেহ কেউটে সাপের ন্যায় হিংসায় লোকের অনিষ্ট করিয়া থাকে।

"দ্বেষ মূলো মনস্তাপ দ্বেষ সংসার বন্ধনং
মোক্ষ বিঘ্নকর দ্বেষং যত্নাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ"

এমন কি, বিষাক্ত সাপ অপেক্ষাও হিংসা অতি ভয়ানক ইহাতে অনেকে অনেকের সর্ব্বনাশ সাধন করেন বা করিতেছেন এই হিংসাতেই এ জগতে মানবের এত অধঃপতন হইয়াছে ও হইতেছে হিংসার মতন পাপ বোধ হয় জগতে নাই
অবতার বুদ্ধদেব বলিয়াছেন :—

"অহিংসা পরম ধর্ম্মোঃ
যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"

হিংসা কি করিলে? কেন তুমি ভগবানের নাম জপ করিতেছ না এবং কি বিষয় বা—কি লইয়া, এ সংসারে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া আছ? এ সংসার রূপ কর্ম্ম ক্ষেত্রে আসিয়া কেবল মাত্র কর্ম্মই করিতেছ? কিন্তু তাহা হস্তের দ্বারা করিতেছ! আবার ভগবানকেও মনে মনে ডাক, ভগবানের নাম মনে মনে জপ কর কারণ এখানে "দুই দিনের জন্য" আসিয়াছ আবার সময় হইলেই, এ দেহরূপ খাঁচা ছাড়িয়া পাখী চলিয়া যাইবে বা—এখনই চলিয়া যাইতে পারে, তখন কি হবে? কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সমস্ত চিন্তা না করিয়া বা—না ভাবিয়া

* ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন :—কেহ কেহ কেউটে সাপের স্বভাব হয়। তুমি হয়তো জান না তোমায় ছোবল দিবে। আবার সেই ছোবল সামলাতে তোমায় অনেক বিচার বা তর্ক করতে হবে, তাহা না হলে তোমার হয়ত এমন রাগ হয়ে গেল যে, উল্টে তার অনিষ্ট করতে ইচ্ছা হবে অতএব অসৎ লোক হইতে দূরে থাকিতে হয় আর সৎসঙ্গ সদা সর্ব্বদা প্রয়োজন

অনেকে হিংসায় লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। (ভাল লোকের সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টাও করিয়া থাকেন।) [illegible] সমাজ! আমি ও আমার অহঙ্কার করিয়া কি [illegible] বেদান্ত পড়িয়া [illegible] [illegible] —"কামনা ও [illegible] জীবের [illegible] তাকে হিংসা করেন, [illegible]। [illegible] পদ্ম পত্রের জল অস্থায়ী মাত্র।

এ সংসারে অনেকে মনে করেন, অমুক লোক বড়লোক হইয়াছে, আমি বড়লোক বা ধনী লোক হইলাম না কেন? কিন্তু সেটী তাহার "সম্পূর্ণ ভ্রম" মাত্র। কারণ এখানে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে — পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিতে আসা হইয়াছে। অতএব বৃথা আক্ষেপ করা বা দুঃখ বোধ করা, কারণ— নিজের 'কর্ম্মফল" অতএব মানুষ হিংসায়, এ সংসারে ধনী লোকের সহিত নিজের অবস্থা তুলনা না করিয়া যদি গরীব দুঃখীর সহিত নিজের অবস্থা তুলনা করিতেন, তাহা হইলে ভগবানকে দোষ দিতেন না বা মান অভিমান কিম্বা মিথ্যা ভাবনা, চিন্তা ও কষ্ট হইত না এবং ধনীর প্রতি হিংসাও হইত না, তাহা হইলে আর পাপও হইত না। কিন্তু তাহা না করিয়া ধনীর সহিত তুলনা করিয়া থাকেন, অথচ ধনী হইতে পারেন না, এবং সেই সম্বন্ধে বিষম চিন্তা করিয়া মনে মনে হিংসায় কষ্ট ও দুঃখ পান এবং পরিশেষে চিন্তারূপ ব্যাধিতে রোগ শোক বা কষ্টের সীমা থাকে না। কারণ— "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।" আমি রাজা বা বাদসা হইলাম না কেন? অমুক বড় লোক হইয়াছে কেন? এই ভাবনাতেই অস্থির। কিন্তু প্রকৃত খবর সে খবর রাখেন না যে, রাজা-বাদসা হইলে, কত দিন এ সংসারে আমার পরমায়ু না—কত দিন ভোগ। যেমন—"পদ্ম পত্রের জল অস্থায়ী।" ধন্য মায়ার সংসার! ধন্য মানবের স্বার্থপরতা,

আশ, ও হিংসা এই হিংসাতেই লোকের এতদূর অধঃপতন হইয়াছে বা সংসারে লোকে এত কষ্ট দুঃখ পাইতেছেন। (আবার নিজের নিজের সুখ লইয়া ব্যস্ত, পরের দুঃখ দেখে কে ?) [সেইজন্য সংসারে থাকিলে দয়া রাখিতে হয় তাহা না হইলে ধর্ম্ম হয় না কারণ "ধর্ম্মের আদি মূল দয়া,] অতএব এই ছয়টী রিপুর বশীভূত হইয়া সংসার করার নাম "অবিদ্যার সংসার" আর "বিবেক," বৈরাগ্য, 'প্রেম-ভক্তি" লাভ করিয়া "নির্লিপ্তভাবে", সংসার করার নাম "বিদ্যার সংসার" (যেমন, পানকৌটি জলে থাকে, কিন্তু একবার গা ঝাড়া দিলেই গায়ে জল থাকে না —সেইরূপ সংসাররূপ জলে থাকিয়া মাখনের মত ভাসিয়া থাকিতে হয়, দুধের স্বায় মিশাইয়া যাইতে নাই।) আর কাহারও প্রতি হিংসা না করিয়া, কাহার মনে কষ্ট না দিয়া, সকলের প্রতি ভাল ব্যবহার করিতে চেষ্টা করা উচিৎ, তাহা হইলে নিজের ও আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি সকলেরই ভাল হইবে কারণ "ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা" নিজের দেহের সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি হয়।

মহাত্মা তুলসী দাস বলিয়াছেন :—

"সাচ্ কহিয়ে, অধীন হইয়ে ছোড়া পরধন কো আশ
ইস্‌মে যদি, হরি নাহি মিলে তো, জামীন তুলসী দাস"

অর্থাৎ সত্য কথা বলিবে দীনতা স্বীকার করিবে ও পরধনের আশ ত্যাগ করিবে, ইহাতে যদি হরিকে না পাওয়া যায়—"তুলসী দাস' বলিতেছেন যে, তাহা হইলে "আমি তাহার দায়ী ব জামীন রহিলাম"

অন্তর্দৃষ্টি।

সংসারে যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহাদের একটী "অন্তর্দৃষ্টি" হয়। (অর্থাৎ তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু লাভ হয়) তাঁহারা সংসারে থাকিলেও তাঁহাদের

মন—ভগবানেতে থাকে। যেমন শার্শীর ঘরের মধ্যে থাকিলে ভিতর হইতে বাহির সবই দেখিতে পাওয়া যায়—কিন্তু বাহিরের লোক শার্শীর ঘরের লোকদের দেখিতে পায় না। সেইরূপ যাঁহারা সংসারী জ্ঞানী, তাঁহাদের হঠাৎ কেহ চিনিতে পারেন না, যদিও তাঁহারা সংসারে থাকিলেও নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করিয়া থাকেন। লোকে থিয়েটার দেখিতে গেলে, যতক্ষণ না ড্রপসিন উঠে, ততক্ষণ গল্প করে, পান খায়, তামাক খায় কিন্তু—যেই ড্রপসিন উঠে, অমনি সমস্তই বন্ধ হইয়া যায় এবং একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকে। সেইরূপ ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইলে, জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া যায়। "চক্ষের অজ্ঞানরূপ" আচ্ছাদন সরিয়া যায়। স্বচ্ছ দৃষ্টি লাভ হয়। তাঁহাদের সংসারে আসক্তি থাকে না, বা তাঁহারা সংসারে লিপ্ত হন না। "তত্ত্বজ্ঞান*" না হইলে অর্থাৎ "আত্মজ্ঞান" না হইলে মানুষের আমিত্ব না যাইলে আপনাকে—আপনি চিনিতে না পারিলে, "জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিল না হইলে যোগ হয় না। এই দুইটী মিলনের নাম যোগ। 'যিনি" স্বস্বরূপ অর্থাৎ আপনাকে—আপনি চিনিতে পারিয়াছেন, তিনিই জ্ঞানী। জ্ঞানী যিনি, তিনি সময়ে অসময়ে যেন, অন্যমনস্ক হইয়া রহেন, তাঁহাকে যেন বিভোর বা তাঁর চেতনা চিন্তাযুক্ত অথচ দৃষ্টি একলক্ষ্য। † বা দৃষ্টি, স্থির হঠাৎ অন্যকোন লোক যাহারা জানেন না তাহারা দেখিলে হয়ত মনে করিবে যে, এ লোকটী অন্যকিছু দেখিতেছে বা সংসারের বিষয়ে কিছু চিন্তা করিতেছে, "এরূপ যাঁহার যোগ হইয়াছে," তাঁহার বস্তু সাক্ষাৎ হয়েছে জানিতে হইবে।

* তত্ত্বজ্ঞান:—তৎ অর্থাৎ পরমাত্মা ত্বং মানে জীবাত্মা

† অর্জ্জুন যখন লক্ষ্যভেদ করেন তখন দ্রোণাচার্য্য, অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তুমি কি দেখিতেছ? তাহাতে অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, আমি মাছের দুইটী চক্ষু ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। সেইরূপ "একলক্ষ্য," "স্থির দৃষ্টি" না হইলে হয় না।

মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা,
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচেনা।
মনের মানুষ হয় যেজন, ও তার "নয়নেতে" যায় গো চেনা
ওসে দুই এক জনা "ভাবে ভাসে" "রসে ডোবে"
"(ভাবের মানুষ)" ওসে উজান পথে করে আনা গোনা।

ভক্ত রাম প্রসাদ সেন বলিয়াছেন :—

"শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি,
যখন দুই † সতীনে পিরীত হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি"

"কাঁচা আমি" ও "পাকা আমি"।

"যো ভগবানকো নেহি চিনা,
ও দিল চিনা স্যায় সো কেয়া রে।"

অর্থাৎ যে ভগবানকে চেনে নাই, সে মানুষকে চিনিতে যায় সে কি কথা রে—?

"কাঁচা আমি"। অর্থাৎ আমার বাড়ী, টাকা, আমার জমিদারী, আমার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী ইত্যাদি সমস্ত আমারই এবং আমি বিদ্বান, আমি বুদ্ধিমান্, আমি একজন "ভাল লেখক, আমি পণ্ডিত, আমি সাধু, আমি রাজা, আমি বাবু, আমি গুরু, আমি আফিসের বড় বাবু, আমি কর্ত্তা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি যাহা জানি (এমন আর কেহ জানে না), "আমি সমস্তই জানি" আমি অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, আমি অনেক রকমের লোক দেখিয়াছি, আমি বিজ্ঞান শাস্ত্রে পণ্ডিত, এই জীব আমি, অজ্ঞান হইতে হয় এবং এই সব আমি "মোটা আমি", এই সব আমি, কাঁচা আমি। অর্থাৎ

† দুই সতীন অর্থে "জীবাত্মা ও পরমাত্মা" আবার যোগ তত্ত্বে আছে—শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা আর রাধা জীবাত্মা।

জগতেও অনেক আছেন যাঁরা আমি একজন 'মহৎ লোক'। যাহা না জানিয়াই বলেন যে "অমুক অমুক বিষয়ে অজ্ঞান" কিন্তু জ্ঞান বলিতে কোন বস্তু নাই, পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য নাই বলিয়া ঐরূপ অজ্ঞানের প্রশ্ন করিয়া থাকেন। আবার অনেকে বলেন, এ ছোট ছেলে। এর বয়স অতি অল্প এ কে, আমি সেদিন হইতে দেখিয়াছি এবং ও কিছুই জানে না, কিন্তু সেটি তাঁহার ভ্রম মাত্র, কারণ ছোট ছেলে বলিয়া হেয়জ্ঞান করা উচিত নহে তাহার জ্ঞান আত্মা অনেক উন্নত হইতে পারে এবং ছোট ছেলে অপেক্ষা বয়সে তিনি অনেক বিষয়ে এমন আছেন যে, যে বিষয়েতে তিনি অজ্ঞান, সেটি তাঁহার জানা উচিত। আবার, প্রথমতঃ তাঁহার অহঙ্কার হইয়াছে যে, তিনি "জ্ঞানী ও অজ্ঞান" এই অহংটুকুই মনের মধ্যে হওয়া সেইটীই অহং এবং সেইটী অজ্ঞানতা। অতএব অহঙ্কার যাওয়া বড়ই শক্ত কথা। ভগবানের কৃপা লাভ না করিলে অহঙ্কার যায় না

"পাকা আমি"—হে ঈশ্বর! আপনি সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন, আবার সংহারও করিতেছেন বা করিবেন আপনি যন্ত্রী (আমি যন্ত্র মাত্র) যেমন রাখেন—তেমনি থাকি—যেমন বলান—তেমনি বলি—আমি কিছুই জানি না। (যেমন—ছোট ছেলে মাকে চেনে, আর কিছুই জানে না) হে ঈশ্বর! আপনার বাড়ী, আপনার টাকা, আপনার স্ত্রী, পুত্র, পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি সকলই আপনার, আমি পর্য্যন্ত আপনার, আমার কিছুই নাই যাহা কিছু সবই আপনি আপনি পরমাত্মারূপে ভিতরে আছেন এবং এ জগৎসংসারও আপনার আমি কিছুই জানি না। হে প্রভু! আপনার ঐ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গের ফল যে "রাঙ্গা চরণ" তাহার অভিলাষী—এবং ঐ চরণ ভিন্ন আর কিছুই চাই না, ব আমার যেন মন যায় না কিংবা অন্য কিছু ভাল লাগে না।

আমি আপনার শরণাগত,—শরণাগত,—শরণাগত। আমি জ্ঞানহীন সাধনহীন, ভজনহীন, ভক্তিহীন, ক্রিয়াহীন,কর্ম্মহীন—আমি লোকমান চাহি না "অষ্টসিদ্ধি চাহি না বা শতসিদ্ধি" চাহি না আমায় 'শুদ্ধ ভক্তি দিন"—অমলা অহেতুকী ভক্তি দিন—আমি আর কিছুই চাই না এই হইতেছে "পাকা আমি" অর্থাৎ "ভক্ত আমি" ইহাতে নিজের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব থাকে না। ভক্তির জন্য আনিতে হয়—আর "মনে পরিত্যাগ হওয়া চাই" নতুবা হয় না আবার যদি জোর করিতে হয়, তবে আবার বলি, "মা'র" নিকট ছেলের যত জোর বা আবদার চলে এমন আর কাহারও উপর চলে না। (বাপের উপর তত জোর চলে না) (কথায় বলে—"মার চেয়ে যে ভালবাসে সে ডাইনী)" বিশেষতঃ শক্তিই মূলাধার, আবার তিনি জগতের মা, আদ্যাশক্তি—ভগবতী "জগদ্ধাত্রীরূপে" জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, তিনি শক্তি না দিলে কাহারও শক্তি নেই যে, সংসারে মায়া কাটাইয়া মহামায়াকে দর্শন করেন বা জ্ঞানচক্ষু লাভ করেন মার নিকট জোর করিতে হয় ও বলিতে হয়। "কেন মা? তুমি আমায় দেখা দেবে না?"
ভক্ত রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছেন :—

"ডাকার মতন ডাক দেখি মন, কেমন শ্যামা থাকতে পারে,
কেমন কালী থাকতে পারে" অতএব ডাকার মতন ডাকিতে হয়—

মা! তোমায় দেখা দিতেই হবে আমি কি তোমার ছেলে নই কিংবা তুমি কি আমার মা নও? তুমি আমার সৎমা তো নও তবে কেন দেখা দিবে না? আমায় দেখা দিতেই হবে আমায় জ্ঞানচক্ষু দিতেই হবে,মা—আমার কুল-কুণ্ডলিনী জাগ্রত করিয়া দাও এই আমি সমস্তই, এমন কি—অন্নজল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলাম, আমায় দেখা দাও—আমি আর কিছুই চাহি না, আমি "কীটানুকীট" ভজন সাধন

হীন, আমি তোমায় কিরূপে ডাকিব ? মা—আমায় ক্ষমতা দাও, আমি তোমায় প্রাণ খুলে যেন ডাকতে পারি ও তোমার জন্য কাঁদিতে পারি। (এবং)(আর আমায়,তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করিও না।) কিন্তু সে বিশ্বাস বা সেরূপ জোর সকলে করিতে পারে না। খুব সরল প্রাণ না হইলে এরূপ বিশ্বাস হয় না কিম্বা ঐ জোরও করিতে পারেন না। যেমন—পাট করা জমিতে বীজ ফেলিলে শীঘ্র ফসল হয়, কিন্তু কাঁকর বালি থাকিলে শীঘ্র ফসল হয় না। সেইরূপ যাঁহাদের 'সরল" প্রাণ, তাঁহাদের পাট করা জমি,—"ভগবানের নামরূপ বীজ" ফেলিলে শীঘ্রই ফসল হয় (অর্থাৎ ভগবানের কৃপা লাভ শীঘ্রই হয়।) খুব সরল না হইলে অর্থাৎ ছল খল, পাটোয়ারী বুদ্ধি হইলে বা থাকিলে, সেই "সরলকে" পাওয়া যায় না সংসারে অনেকে মনে করেন (বেশীর ভাগ যাঁহারা বিষয়াসক্ত মুগ্ধ) কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বিষয় বুদ্ধি বেশী, কাজেই মনে করেন—(কিন্তু সকলে নহে) আমি বেশী চতুর, বেশী বুদ্ধিমান, আমি বেশী বুঝি, আমার ন্যায় বুদ্ধিমান, বিদ্বান, এ সংসারে আর কেহ নাই ("আমি গোপনে যাহা করি—কেহই জানিতে পারে না") কিন্তু সেটী তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম মাত্র,কারণ ভগবানের নিকট কিছুই অজানিত নাই, তিনি 'অন্তর্যামী'। তিনি হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে রহিয়াছেন ও ভালমন্দ ভিতর হইতে বলিয়া দিতেছেন এবং সর্ব্বত্রই তিনি আছেন এবং "পাপ পুণ্য প্রতি মুহূর্ত্তে বিচার হইতেছে"। (তিনি হাওয়ায় হাওয়ায় রহিয়াছেন), কিন্তু কর্ম্মফল আগে বা পরে হয়, সে স্বতন্ত্র কথা "জলে বিষ্ণু, স্থলে বিষ্ণু, অনলে বিষ্ণু, অনিলে বিষ্ণু, বিষ্ণুময়ই জগৎ" তবে শক্তি বিশেষে আবার অনেকে মনে করেন আমি সকলের নিকট জিতিয়াছি—কিন্তু—"হার জিত তাঁর হাত", তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কাহারও কোন ক্ষমতা নাই যে, কিছু করিতে পারেন।

তাঁর ইচ্ছায়—কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড এক এক মুহূর্ত্তে লয় প্রাপ্ত হইতে পারে, আবার তিনি মনে করিলে,কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড এক এক মুহূর্ত্তে সৃজনও করিতে পারেন ; সব "ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা" সংসারে আবার অনেকে মনে করেন যে, আমরা স্বাধীন, কিন্তু আমরা কি রকম স্বাধীন?

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন ঃ—

যেমন, গরুর গলায় দড়ি বাঁধিয়া খোঁটা পুতিয়া ছাড়িয়া দিলে,যতদূর দড়ি থাকে গরু ততদূর যাইতে পারে, তাহার পর খোঁটায় টান পড়িলে আর যাইতে পারে না সেইরূপ—সংসারে লোকে স্বাধীন কতক্ষণ? —যতক্ষণ না দুঃখ কষ্ট শোক পায়, যতক্ষণ না খোঁটায় টান পড়ে। (কারণ কষ্ট হইলেই ভগবানকে মনে পড়ে,) (যেমন ভূতের ভয় না হলে লোকে সহজে 'রাম নাম' বলে না)। ততক্ষণ লোকে মনে করে আমি স্বাধীন। সংসারে যখন দুঃখ কষ্ট ও অশান্তি হয় (অর্থাৎ খোটায় টান পড়ে)—তখনই জানিতে পারেন যে, একজন আছেন এবং তিনি সদাই দেখিতেছেন ও আমাদের চালাইতেছেন, তখনই ভগবানকে মনে পড়ে ও কিছু কিছু বুঝিতে পারেন।—দেখিতে স্বাধীন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা স্বাধীন নহি, আমরা 'তাঁর অধীন'। একজন যিনি আছেন 'তিনিই যন্ত্রী, আমরা তাঁর হাতে পুতুল মাত্র' তিনি 'রথী' আমরা রথ মাত্র, তিনি চালান আমরা চলি তিনি ঝড়—আমরা এঁটো পাতা। যখন যেদিকে লইয়া যান সেইদিকে যাই। আবার ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন,—"বেশী চতুর হওয়া ভাল নহে (যিনি যত চতুর,—তিনি তত ফতুর) কাক বড় চতুর,—কিন্তু সে, যার তার বিষ্ঠা খাইয়া মরে ছল, খল, কপট কিংবা পাটোয়ারী বুদ্ধি হইলে এক জন্মে তাহার ভগবানের কৃপা লাভ হয় না,—এবং তাহারা সংসারে বড়ই কষ্ট ও দুঃখ পাইয়া থাকে বা পায় যতক্ষণ না—ভগবানের কৃপা

লাভ হয়, ততক্ষণ "কাঁচা আমি" থাকে। ভগবানের কৃপা লাভ হইলে তাহার "পাকা আমি বা দাস আমি হয়"। সংসারে জ্ঞানী যিনি, তাঁহার গায়ে দাগ থাকিতে পারে; কিন্তু সে দাগে কোন ক্ষতি হয় না, যেমন—চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু—তাহাতে আলোর কোন ব্যাঘাত হয় না। আবার সংসারে একটী লোক—সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। এমন কি, প্রেমের ঠাকুর চৈতন্য দেব তিনিও সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই "মানুষ তো তুচ্ছ, সামান্য কথা। মহাত্মা কবীরদাস বলিয়াছেন :—

"শ্রোতা তো ঘরহি নেহি ব্যক্তা বদেসো বাদ।
শ্রোতা ব্যক্তা এক ঘর তব্ কথোনী কো স্বাদ॥"

অর্থাৎ যখন শ্রোতা না থাকে, তখন সেইস্থানে বক্তার বক্তৃতা বৃথা যায়, শ্রোতা ও বক্তা এক সমান হইলে তাহার বক্তৃতার ফল হইয়া থাকে

ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।

ঈশ্বর লোকের মন দেখেন, কিন্তু কে কি করিতেছে, বা কোথায় পড়িয়া আছে, তাহা তিনি দেখেন না—"ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।"

একদা একটী সাধু একস্থানে বাস করিতেন, এবং যেখানে তিনি বাস করিতেন, সেখানে এক বেশ্যার বাস ছিল সন্ন্যাসী সকল সময়েই সেই বেশ্যাকে, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে আদেশ করিতেন; কিন্তু বেশ্যা কিছুতেই আপন ব্যবসা ছাড়িতে পারিত না। সন্ন্যাসী তাহা দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইয়া একদিন তাহাকে বলিল, দেখ্ তুই কত পাপ করিতেছিস্ তাহার সীমা নাই। যাহা হউক, তুই এখন হইতে এমন কাজ আর করিস্ নি এবং এখন হইতে তুই সাবধান হ। বেশ্যার প্রাণ তাহা বুঝিল এবং মনে মনে ভগবানকে বলিতে লাগিল,

'হে ভগবান! থাওয়া ও পরার জন্য এরূপ জঘন্য বেশ্যাবৃত্তি কবে ত্যাগ করিব?" কিন্তু পাঁচজনে তাহার উপর এত শত্রুতা করিল যে, সে আপন ব্যবসা ছাড়িতে পারিল না, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক লোক তাহার নিকট যাওয়া আসা করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী এইরূপ বিপরীত কার্য্য দর্শন করিয়া যারপরনাই বিরক্ত হইল ও বেশ্যার ঘরে যত লোক আসিতে লাগিল, তাহার সংখ্যা করিবার জন্য এক একটী পাথর আনিয়া জমা করিতে লাগিল, ক্রমে ঐ পাথরের সংখ্যা রাশিকৃত হইয়া পড়িল। একদিন বেশ্যা ছাদের উপর দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় সাধু তাহাকে পুনরায় সাবধান করিয়া দিয়া বলিল,—দেখ্ তোকে তৃতীয় বার বারণ করিতেছি—এমন কার্য্য আর কখনও করিস্ নি এবং তুই দেখ্ এই পাথর সকল রাশিকৃত হইয়াছে, তুই কত পাপ করিয়াছিস্। বেশ্যা তাহা দেখিয়া চমকিত হইল এবং ভয়ে আকুল হইল। তখন তাহার মনে হইল যে, আমার দশা কি হইবে—কেমন করিয়া উদ্ধার হইব? শ্রীহরি কি—আমার প্রতি দয়া করিবেন না? এ পতিতকে উদ্ধার করিবেন না? সেই অবধি তাহার প্রাণে ব্যাকুলতার সঞ্চার হইল, সে সর্ব্বদা হরি হরি বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তথাপি সে পুরুষ সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিল না যখনই তাহার ঘরে লোক আসিত, তখনই সাধু একটী প্রস্তর আনিয়া উহার পাপ সংখ্যা বৃদ্ধি করিত এবং বেশ্যা সে সময়ে মনে মনে "শ্রীহরিকে স্মরণ করিত" ও আপন দুর্ব্বলতা জানাইত। সে বলিত হরি! কেন আমায়—বেশ্যাবৃত্তি দিয়াছ; আমায় বেশ্যার গর্ভে সৃষ্টি করিয়াছ, কেন আমায় এমন হীন অবস্থায় রাখিয়াছ এবং কেনই বা আমায় উদ্ধার করিতেছ না? এই বলিয়া সে আপনা—আপনি রোদন করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল এইরূপে কিছুদিন যাইবার পর, এমনই

ভগবানের আশ্চর্য্য কৌশল যে, একদিনে ঐ বেশ্যা এবং সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইল। তাহাদের সূক্ষ্ম শরীর লইয়া যাইবার জন্য, যমদূত ও বিষ্ণুদূত আসিয়া উপস্থিত হইল। যমদূত যাইয়া সন্ন্যাসীর পদযুগল বন্ধন করিল এবং বিষ্ণুদূত বেশ্যার নিকট যাইয়া বলিল, মা — এই রথে আরোহণ করুন, হরি আপনাকে ডাকিয়াছেন,—বেশ্যা যখন রথে চড়িয়া বৈকুণ্ঠে যাইতেছে, তখন পথিমধ্যে সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল; সন্ন্যাসী বেশ্যার এই প্রকার সৌভাগ্য দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, এই কি—ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার. আমি চিরকাল সন্ন্যাসী হইয়া, সংসারে লিপ্ত না হইয়া কষ্টের সহিত দিন যাপন করিলাম, তাহার পরিণাম এই যমদূতে যন্ত্রণা। আর ঐ বেশ্যা চিরকাল বেশ্যাবৃত্তি করিল, তাহার কিনা বৈকুণ্ঠে গমন হইল; হায়, হায়! ভগবানের এই কি বিচার! বিষ্ণুদূত বলিল—যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য, ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার, "যাহার যেমন ভাব" "তাহার তেমনই লাভ হইয়া থাকে" তুমি, ভাবিয়া দেখ দেখি,—দুইজনের মধ্যে কে হরিকে ডাকিয়াছে তুমি বাহ্যিক আড়ম্বর করিয়া সন্ন্যাসীর ভেক লইয়া লোকের নিকট গণ্যমান্য হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলে; কল্পতরু ভগবান—সে বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু তুমি ত ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হও নাই, ব্যাকুল হওয়া দূরে থাকুক, একদিন ভুলিয়াও তাঁহাকে চিন্তা কর নাই, তাহাও থাক্, তুমি মনে মনে কি করিয়াছ তাহা কি তোমার স্মরণ আছে? যে বেশ্যাকে—বেশ্যা বলিয়া—পাপাচরণ করিয়াছে বলিয়া তুমি প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছিলে, প্রকৃত পক্ষে সে বেশ্যাবৃত্তি তোমারই হইয়াছে, কারণ, বেশ্যা—বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে বলিয়া তাহা তুমিই চিন্তা করিয়াছ বেশ্যা স্থূল দেহে বেশ্যাবৃত্তি করিয়াছে তাহাতে আমার অধিকার নাই, তাহার গতি ঐ দেখ কি হইতেছে।—কুকুর

শৃগালে ভক্ষণ করিতেছে, কিন্তু—সূক্ষ্ম শরীর লইয়া আমাদের কার্য্য,তাহা হরিপাদপদ্মে শরণ লইয়াছিল; সুতরাং বৈকুণ্ঠে বাসস্থান না হইয়া কোথায় হইবে? তোমার স্থূল দেহ পবিত্র ছিল, তাহার পবিত্র গতি হইতেছে, বেশ্যার স্থূলদেহের ন্যায় শৃগাল কুকুরের ভক্ষণ না হইয়া, সন্ন্যাসীরা সকলে মিলিয়া জাহ্নবী সলিলে নিক্ষেপ করিয়া দিতেছেন, এবং তোমার সূক্ষ্ম শরীর—বেশ্যাবৃত্তি করায় বেশ্যার ন্যায় যম-যন্ত্রণা পাইতে হইতেছে। বল সন্ন্যাসী—বল, ইহা কি ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার নহে? অতএব ভগবান লোকের মন দেখেন, কে-কি করিতেছে বা কোথায় পড়িয়া আছে, তাহা তিনি দেখেন না। "তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, তিনি দেখেন আমাতে আছে কি না?" (আর তাঁতে মনটী থাকিলে কেহ পাপও করিতে পারে না।)

"জহুরীতে জহর চেনে।"

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন :—

সংসারে সাধু মহাত্মাদিগকে অনেকে চিনিয়াও চিনিতে পারে না (যেমন "অচীনে গাছ" সকলে চিনিতে পারে না।)

কোন সময়ে একটী বড়লোক তাহার চাকরকে একখানি "হীরা" দিয়া বলিয়াছিলেন, যা তুই বাজারে যা, এবং কে-কি দর দেয় বা বলে তাহা জানিয়া আয়। চাকরটী বাজারে যাইয়া প্রথমে একটী বেগুন ওয়ালাকে হীরাখানি দেখাইয়াছিল,—বেগুনওয়ালা ভাল করিয়া হীরাখানি দেখিয়া বলিল,—ভাই জিনিষটা দামী বটে, ইহাতে অনেক টাকা হয় বটে, কিন্তু ভাই ইহার বদলে—আমি সাড়ে নয়সের বেগুন দিতে পারি চাকরটী তাহাতে বলিল,—ভাই যদি দশসের পুরাপুরি করিয়া দাও তাহা হইলে দিতে পারি। বেগুনওয়ালা বলিল,আমি বাজার

ছাড়া বেশী বলিলাম ও ভাই, দিতে হয় দাও না হয় না দাও—ইহার বেশী আর আমি একটিও দিতে পারিব না। এই কথা শুনিয়া চাকরটী (মনে মনে হাসিয়া) চলিয়া গেল। একটী কাপড়ের দোকানে কাপড়ওয়ালা বসিয়া ছিল, কাপড়ওয়ালা হীরা দেখিয়া বলিল,—ভাই জিনিষটা ভাল বটে—এবং এটা নিলে আমার লাভ হয় বটে, কিন্তু, ভাই আমি সাড়ে নয়শত টাকা দিতে পারি, দেখ, "যদি দিতে পার দাও—না হয় না দাও"। চাকরটী তাহাকে বলিল,—ভাই মোটে পুরাপুরি হাজার টাকা দাও, কাপড়ওয়ালা বলিল,—ভাই আমি হাজার ছাড়া বেশী নয় বলিয়াছি দিতে হয় দাও—না হয় না দাও। চাকরটী বাজার হইতে ফিরিয়া গিয়া, বাবুকে বলিল,—হুজুর বেগুনওয়ালা বলে—সাড়ে নয়সের বেগুন—আর কাপড়ওয়ালা বলে—সাড়ে নয়শত টাকা, ইহার বেশী দিতে চায় না, কি করিব বলুন? বাবু বলিলেন,—বেগুনওয়ালা, কাপড়ওয়ালার কাছে গিয়েছিলি কেন? বেগুনওয়ালা হীরে কি চিনবে এবং হীরের দাম কি বুঝবে—আর কাপড়ওয়ালাও হীরের দাম কি দিবে? ওর কত টাকা আছে? পরে ঐ ধনী লোকটী হীরাখানি একটী জহুরীর নিকট পাঠাইয়া দেন ও এক কথায় লক্ষটাকায় বিক্রয় করেন বা করিয়াছিলেন। সেইরূপ—জহুরী ভিন্ন হীরা যেমন সকলে চিনিতে পারে না। তদ্রূপ জহুরী না হইলে, সাধু মহাত্মাদিগকে সকলে চিনিতে পারেন না। কথায় বলে—"জহুরীতে জহর চেনে"।

সাধু সঙ্গ।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :—

সাধু সঙ্গ করিলে লোকের ভাল হয় সত্য—বটে, কিন্তু যদি তাহার ভিতরে কিছু সার থাকে তবে হয়, তাহা না হইলে হয় না। কথায় বলে যা

শুনা যায় মলয় পর্ব্বতের হাওয়া গাছে লাগিলে চন্দন কাষ্ঠ হয়, কিন্তু সকল গাছে চন্দন হয় না, যেমন কলাগাছ, শিমুলগাছ, সজনাগাছ, বাঁশ গাছ ইত্যাদি কারণ—সার নাই বলিয়া ইহার চন্দন হয় না সেইরূপ যাহাদের ভিতর "সার" নাই তাঁহাদের সাধুসঙ্গ হইলেও কিছুই হবে না কারণ "তাহাদের মন" (চঞ্চল ও অস্থির) সেইজন্য সাধুসঙ্গ হইলেও চঞ্চলতার জন্য তাহারা ধারণা করিতে পারিবে না ও বিশ্বাস করিয়াও পারিবে না। অতএব সাধুসঙ্গ হইলেও যাবার "সার" না থাকিলে সকলের জ্ঞানলাভ হয় না।

বিষয়ী লোক।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

বিষয়ী লোকের মন যেমন স্প্রীংয়ের গদি, কখন উঁচু, কখন নিচু। স্প্রীংয়ের গদিতে বসিলে, যেমন নরম হইয়া যায় ("অর্থাৎ যেমন নিচু হয়), কিন্তু আবার গদি হইতে উঠিলেই—যেমন গদি তেমনি হয় অর্থাৎ পূর্ব্বের মত হয় সেইরূপ বিষয়ী লোকেরা—যখন ধর্ম্মকথা শোনেন তখন বেশ নরম হইয়া যান, বেশ সরল হন, কিন্তু ধর্ম্মকথা শুনিবার পর যখন সেখান হইতে চলিয়া যান—"আবার যেমন তেমনই" অর্থাৎ আবার বিষয় বুদ্ধি আসিয়া জোটে ও সেই লইয়া থাকেন (যেমন—পায়রারা মটর খাইবার সময় কতক খায়, আবার কতক মটর গলার মধ্যে রাখিয়া দেয়, তাহা দেখিয়া অনেকে মনে করে বুঝি সমস্ত মটর খাইয়া ফেলিল কিন্তু তাহা নহে, কিছুক্ষণ পরে আবার ঐ মটরগুলি বাহির করিয়া আপনার বাচ্ছাগুলিকে খাওয়ায়) সেইরূপ বিষয়ী লোকেরা যখন ধর্ম্মকথা শোনেন, তখন বিষয়ের কথা—কামিনী ও কাঞ্চনের কথা—সমস্ত লুকাইয়া রাখেন ও চুপ করিয়া ধর্ম্মকথা শোনেন—(তাহার পর যে-কে

সেই,) "আবার" বিষয় লইয়া উন্মত্ত হন। (অর্থাৎ সংসারে পুনরায় কামিনী ও কাঞ্চনে আসক্ত হন, ভগবানের বিষয় সমস্ত ভুলিয়া যান। সংসারমায়ায় আর ভগবানকে মনে থাকে না।) সংসারে ছোট ছোট ছেলেদের, "যেমন রমন সুখ বোঝান যায় না—বা তাহারা যেমন বুঝিতে পারে না", সেইরূপ যাঁহারা "ঘোর সংসারী" বা "বিষয়াসক্ত জীব", বিষয় লইয়া উন্মত্ত, পাগল, কামিনী ও কাঞ্চনে আসক্ত এমন লোক, তাঁহাদের নিকট ভগবানের প্রেম যে কি। তাহা বুঝান যায় না—বা উঁহারা বুঝিতে পারেন না। কারণ "তাঁহাদের" বাসনা লইয়া জন্ম অতএব তাঁহারা ভগবানের বিষয়ে কি বুঝিবে? বা কি জানিবে

"ভগবান যাহা করেন—সমস্তই মঙ্গলের জন্য।"

একদা এক রাজার ঘটনাক্রমে একটী আঙ্গুল কাটিয়া যাওয়াতে তিনি তাহার মন্ত্রীকে বলিলেন, দেখ মন্ত্রী,—আমার আঙ্গুলটী হঠাৎ কাটিয়া গেল। তাহাতে মন্ত্রী বলিলেন,—মহারাজ! ঈশ্বর যাহা করেন—সমস্তই আমাদের মঙ্গলের জন্য রাজা ইহা শুনিয়া মন্ত্রীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ না করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টায় রহিলেন। যাহা হউক, কিছুদিন পরে রাজা, মন্ত্রীকে লইয়া মৃগয়া করিতে যাইয়া, বনের মধ্যে একস্থানে একটী কূপের নিকট দাঁড়াইয়া রাজা, মন্ত্রীকে বলিলেন, মন্ত্রী, দেখ দেখি—ইহার ভিতর জল আছে কি না? আমার জল তৃষ্ণা পাইয়াছে। রাজার এই কথায়—মন্ত্রী যেমন কূপের নিকট যাইয়া ঝুঁকিয়া ভিতরে জল আছে কি—না দেখিতেছেন, অমনি রাজা তাঁহাকে এক ধাক্কায় কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "মন্ত্রী"—ঈশ্বর যাহা করেন সমস্তই আমাদের মঙ্গলের জন্য। এই বলিয়া—রাজা অতি অল্পদূর গিয়াছে মাত্র,এমন সময়

(ভগবানের কি লীলা খেলা) হঠাৎ—একদল ডাকাত কোথা হইতে আসিয়া—রাজাকে ধরিল এবং মা কালীর নিকট নরবলি দিবার জন্য লইয়া যাইতে লাগিল। (কারণ—তাহারা পূর্ব্ব হইতে নরবলি দিবার জন্য একটী মানুষ খুঁজিতেছিল, তাহার পর ঘটনাক্রমে রাজাকে দেখিতে পায়) যাহাহউক, ডাকাতেরা রাজাকে বরাবর বনের মধ্যে একটী কালী মন্দিরে লইয়া গেল,—এবং ডাকাতের সর্দ্দার একজনকে বলিল ইহাকে স্নান করাইয়া লইয়া আয় স্নান করাইতে যাইয়া লোকটী দেখে,"রাজার একটী আঙ্গুল কাটা রহিয়াছে" তাহাতে সে ফিরিয়া আসে ও সর্দ্দারকে বলে, সর্দ্দার—ইহাকে বলি দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ ইহার খুঁত আছে "নিখুঁত লোক না হইলে মায়ের নিকট বলি হয় না", অতএব ইহাকে শীঘ্র ছাড়িয়া দাও; তাহার পর সর্দ্দার ক্ষত স্থান দেখিয়া রাজাকে ছাড়িয়া দেয় রাজা—ডাকাতের নিকট হইতে মুক্তি পাইয়া—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া রাজত্বে ফিরিয়া আসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীকে কূপ হইতে তুলিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং পরে ঐ শূন্য কূপ হইতে মন্ত্রীকে তুলিয়া আনাইলেন এবং তাহার পর মন্ত্রীকে বলিলেন দেখ, মন্ত্রী—তুমি যাহা বলিয়াছিলে তাহা সকলই সত্য "ঈশ্বর যাহা করেন—সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য।" দেখ, ডাকাতেরা আমাকে মা কালীর নিকট নরবলি দিবার জন্য ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু—আমার আঙ্গুলটী কাটা যদি না থাকিত (অর্থাৎ সে সময়ে যদি না কাটিত) তাহা হইলে ডাকাতেরা,নিশ্চয় আমায় মা কালীর নিকট বলি দিত মন্ত্রী—বলিলেন মহারাজ! আরও দেখুন! ঈশ্বরের ইচ্ছায়—কূপটী শূন্য ছিল বলিয়া আমার মৃত্যু হয় নাই। আর আমায় যদি আপনি ঐ কূপে ফেলিয়া না দিতেন, তাহা হইলে ডাকাতেরা আমাকেই ধরিয়া লইয়া যাইত এবং মা কালীর নিকট আমাকেই বলি দিত;

কারণ আমার কোন খুঁত ছিল না। ঈশ্বরের ইচ্ছায়—আপনি আমার সম্মুখে এলে। মনো মোহিনী দিয়াছিলেন বলিয়া—ডাকাতদের হাত হইতে আমি সেই সময় রক্ষা পাইলাম না পাইয়াছিলাম অতএব সব হয়—'ঈশ্বর' (যাহা করেন—সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য।) ("যাহা" প্রথমে আরো মন্দ বলে—পুনরুক্তে পাপীর যেন মন্দ ভাবে না ; ভগবানের উপর আর যে দোষারোপ করেন না।)

গুরু।

গু শব্দ অর্থে অন্ধকার। এবং রু শব্দ অর্থে জ্যোতিঃ (অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হইতে, জ্ঞানরূপ আলোকে লইয়া যান, তিনিই গুরু

* "গুকারশ্চান্ধকারস্তু রুকারস্তেজ উচ্যতে।"

যাঁহারা আমাদের এ জগতে আনিয়াছেন, সেই পিতা ও মাতা পরম গুরু।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ,
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ।"

পিতা ও মাতা তাঁহারা কখনও মন্দ উপদেশ দেন না। (যে পিতা মাতা মন্দ উপদেশ দেন, তাঁহারা পিতা মাতা হইয়াও পিতামাতা নহেন।)

"সদ্‌গুরু পাওয়ে—ভেদ্ বাতাওয়ে—জ্ঞান করে উপদেশ্,
তব্ কোয়লা (কি) ময়লা ছুটে—যব্ আগ্ করে পরবেশ্।"

অর্থাৎ যেমন কয়লার মলিনত্ব যায় না, যতক্ষণ না তাহাতে আগুন প্রবেশ করে সেইরূপ সদ্‌গুরু পাইয়া তাঁহার নিকট জ্ঞান শিক্ষা যতক্ষণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ মানুষের মনের অন্ধকার দূর হয় না।

গুরু কে ? যিনি আমায় "সংসাররূপ মায়া জাল" হইতে—"মায়া বন্ধন" হইতে—অন্ধকার হইতে—আমায় সৎপরামর্শ—সৎশিক্ষা দিয়া সেই পরম ধর্ম্মের যে পথ—সেই পথে তুলিয়া দেন ; অন্ধকার হইতে আঁলোয় লইয়া যান—তিনিই গুরু। যিনি জ্ঞান উপদেশ ও প্রেমভক্তি শিক্ষা দেন ও কোন বিষয়টা ভাল বা কোন বিষয়টা মন্দ—বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেখাইয়া ও শিখাইয়া দেন তিনিই গুরু এমন কি ? দশবৎসরের বালক—যদি কাহাকেও জ্ঞান উপেদেশ ও প্রেম—ভক্তি, শিক্ষা দেন বা দিতে পারেন, তবে—তিনিই গুরু। কিন্তু শত বৎসরের বৃদ্ধ—যদি অজ্ঞানের ন্যায় অসঙ্গত কথা ও কার্য্য করিতে বলেন, মন্দ উপদেশ দেন, অসৎ পরামর্শ দেন, তাহা হইলে সে কথা গ্রাহ্যনীয় নহে এবং তিনি গুরু নহেন গুরু অনেকেই হইতে পারেন, ও হইতে চান, কিন্তু সৎ গুরু হওয়া চাই (অর্থাৎ কাঁচা গুরু হইলে হয় না) "পাকা গুরু" চাই, নতুবা উভয়েরই কষ্টের সীমা থাকে না। সৎগুরু হইলে শিষ্যের অহঙ্কার* তিন ডাকে ঘুচাইতে পারেন, (কিন্তু কাঁচা গুরু হইলে আবার কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকে না)

মহাত্মা কবীরদাস বলিয়াছেন :—

" যাকো গুরু হ্যায় আঁধার , চেলা কাহা করায়,
অন্ধে অন্ধে ঠেলিয়া, দোউ কুপে পরায় "

অর্থাৎ যাঁহাদের গুরুই অন্ধ, তাঁহাদের শিষ্যেরা কি করিবে ? অন্ধ—অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া—যেমন কূপে পতিত হয়, সেইরূপ উভয়েরই হইয়া থাকে

* যেমন ঢোঁড়া সাপে বেঙ্ ধরিলে শীঘ্র খাইতে পারে না, উভয়েরই কষ্ট হয়। কিন্তু জাত সাপে (অর্থাৎ কেউটে বা গোখুরা সাপে) ধরিলে তিন ডাকে আমিরূপ অহংকারকে ঘুচাইয়া দেয়।

(আবার) "গুরু মিলে লাখ্ লাখ্,
চেলা না মিলে এক"

অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ গুরু পাওয়া যায়, কিন্তু (চেলা) অর্থাৎ শিষ্য একজনও মনের মতন পাওয়া যায় না। তাহার কারণ—শিষ্য গুরুর কথানুযায়ী কার্য্য করেন না। অতএব লক্ষ লক্ষ গুরু থাকিলেও হয় না।

আবার—সংসারে উপদেশ দিতে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন কিন্তু সেই উপদেশগুলি নেয় কে? সেইরূপ অনুসারে কার্য্য করে কে? সৎগুরু অবশ্য অনেক জ্ঞানের কথা, ধর্ম্মের কথা, সত্যকথা ও সৎকার্য্য করিতে বলেন ও সৎশিক্ষা দেন—যাহাতে শিষ্যের ভাল হয়। কিন্তু—শিষ্য যদি সেই সৎ উপদেশগুলি পালন না করেন, সেইরূপ কার্য্য না করেন, তাহা হইলে গুরু কি করিবেন? অতএব লক্ষ লক্ষ গুরু পাওয়া যাইলেও শিষ্য একজনও পাওয়া যায় না (অতএব সেটা গুরুর দোষ নহে, বা গুরু তাহার জন্য দায়ী নহেন)।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :—

"ঈশ্বরই" সকলের গুরু, যেমন "চাঁদা মামা" সকলেরই মামা। চাঁদ আমার—কি তোমার স্বতন্ত্র নহে। "পৃথিবী শুদ্ধ" সকলেরই চাঁদা মামা সেইরূপ (ঈশ্বরই সকলের গুরু) জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া দেওয়া, কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করিয়া দেওয়া, তাঁহারই কার্য্য, নতুবা অন্য কাহারও ক্ষমতা বা শক্তি নাই যে, মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয় উদ্ধার করেন। অতএব "তিনি" যদি দয়া করিয়া শিষ্যের মন সৎকার্য্যের প্রতি ফিরাইয়া দেন। তিনি যদি দয়া করিয়া—এই মনকে আবার তাঁহার

ভিতরে—পূর্ব্ব জন্মের বিশেষ কিছু শক্তি না থাকিলে; গুরুর উপদেশানুযায়ী কার্য্য করা—যাহার তাহার হয় না।

আবার—সৎগুরু যাঁহারা—তাঁহারা দয়া দিয়াও দয়া দেন না।

প্রতি ফিরাইয়া লন,—তবেই হইতে পারে, নচেৎ নহে "তিনি" এই মনকে—ইসারা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন "মন" তুই সংসার করিতে যা—বা—কোরগে—যা—(অতএব "মনের কি দোষ" ? মনের কোন দোষ নাই) "তাঁর ইচ্ছা" (আর একটী কথা "পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল" ভোগ করিবার জন্য এ সংসারে "জন্ম গ্রহণ' ও এ দেহ ধারণ এবং সুখ দুঃখ ভোগ।)

গুরু উপলক্ষ মাত্র হাকিমের নিকট যেমন নাজীর থাকে, খেই ধরাইয়া দেয়, (অর্থাৎ কোন্ মকদ্দমাটার পর কোন্ মকদ্দমাটা হইবে যেমন বলিয়া দেয়) সেইরূপ "গুরু" উপলক্ষ মাত্র—যেমন "ঘটক" জোটা-জোট করিয়া দেন (অর্থাৎ মিলন করাইয়া দেন।) সেইরূপ গুরু এক প্রকার "ঘটক" ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া সরিয়া যান।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

যেমন—গাছ কাটিবার সময় গাছের নিকটে থাকিতে হয়। তাহার পর গাছটী পড় পড় হইলে, কিছু দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। সেইরূপ সময় হইলে "গুরু" ভগবানকে দেখাইয়া দিয়া সরিয়া যান। তান্ত্রিক মতে—শব সাধনার সময়—ঠিক সময় হইলে গুরু ইষ্টকে দেখাইয়া দিয়া বলেন, দেখ—ঐ "তোর ইষ্ট" এবং এই কথা বলিয়া গুরু সেই ইষ্টেতে লীন হইয়া যান, অর্থাৎ ভগবানের সহিত মিশাইয়া যান। (আবার মনের জোর—থাকা দরকার।) কর্ত্তাভজারা মন্ত্র দিবার সময় বলিয়া থাকেন—এখন "মন-তোর" (অর্থাৎ শিষ্যকে মন্ত্র দিয়া বলেন এখন "তোমার-মন" তুমি নিজে—এই মন্ত্র লইয়া যদি জপ কর এবং সৎকার্য্য কর তবেই হইবে ; নচেৎ হইবে না)

"মহাত্মা গুরুনানকের" যখন উপনয়ন হয়, তখন তিনি বলিয়া-ছিলেন তোমরা আমায় পৈতা দিতেছ কেন ? কারণ "আমি

যদি" "গো হত্যা," "ব্রহ্ম-হত্যা," "স্ত্রী-হত্যা, "ভ্রূণ-হত্যা," এই সমস্ত মহাপাপ করে, তাহা হইলে পৈতা কি ? আমায় উদ্ধার করিবে ? কারণ ; "পৈতা থাকা, আর না থাকা দুই সমান।" সংসারে "সৎ কার্য্য করা চাই।" আমি সৎকার্য্য না করিলে পৈতা কি ? আমায় ভগবানের কৃপালাভের পথ হইতে পারিবে ? অতএব পৈতায় আমার দরকার নাই (অতএব তিনি পৈতা লন নাই) সেইরূপ শিষ্য যদি কার্য্য না করেন (অর্থাৎ শিষ্য যদি গুরুর সৎউপদেশগুলি, এক কাণ দিয়া শুনিয়া—অপর কাণ দিয়া বাহির করিয়া দেন—না শোনেন) তাহা হইলে গুরু কি করিবেন ? গুরু খাওয়াইয়া দিতে পারেন না, আর খাওয়াইয়া দিতে গাইলে যদি না খায়, মুখের ভিতর না যায়, কশ বাহিয়া বাহিরে পড়িয়া যায়, ভিতরে না যায়, তাহা হইলে গুরু কি করিবেন। আবার গুরুকে অনেকে বিশ্বাসই করেন না। কিন্তু :—

"যদ্যপি আমার গুরু, শুঁড়ি বাড়ী যায়,
তথাপি আমার গুরু, নিত্যানন্দ রায়।"

অর্থাৎ "গুরু"—যদি পাপকার্য্য করেন এমন কি ? শুঁড়ির বাড়ী যান (তাহা হইলে তিনি সেই পাপ গ্রহণ করিবেন ;) তাহাতে আমার কি ? তিনি মহাপাপ করিলেও তিনি আমার গুরু। গুরু যাহাই করুন বা যাহাই হউন না কেন ? সে সমস্ত বিষয়ে আমার দেখিবার দরকার নাই। অতএব এ সংসারে গুরু করা শক্ত। (আবার সৎগুরু পাওয়া বড়ই দুর্লভ) ভাল গুরু হইলে বা পাইলে, অনেকের আবার বিশ্বাস হয় না কিন্তু কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি ? গুরু যে সৎউপদেশগুলি দিবেন, সেইগুলি সমস্ত হৃদয়ে গাঁথিয়া লইয়া—তাহার পর একটী একটী করিয়া ধীরে, ধীরে, শান্তভাবে, কার্য্য করা—কিন্তু অনেকেই গুরুর উপদেশা-

অনুযায়ী কার্য্য না করিয়া প্রথমে "গুরুর দোষ" (খুঁজিয়া—খুঁজিয়া) বাহির করিয়া—পরে গুরুকে হীন মনে করিয়া থাকেন—এবং অবশেষে গুরুর নিন্দা ও কুৎসা করেন বা করিয়া থাকেন কিন্তু—ইহাতে যে আরও কত পাপ হয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন গুরু করিয়া পরে অভক্তি করা, গুরুর প্রতি দোষারোপ করা, গুরু নিন্দা করা, মহাপাপ—এমন কি ? "গুরুকে" যিনি "সাক্ষাৎ ভগবান"—না ভাবিয়া সামান্য মানুষ ভাবিবেন, তাঁহার কিছুই হইবে না।

"ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

সংসারে—"ঝাড়ু" অস্পৃশ্য বটে, কিন্তু—"ঝাড়ু স্থানকে পরিষ্কার করে" ("ঝাড়ু"—না হইলে আবার পরিষ্কার হয় না) অতএব যদিও গুরু মন্দ হন, তাঁহার কার্য্যের প্রতি আমার দেখিবার দরকার নাই। গুরুর দোষ দেখিবার জন্য সংসারে গুরু করা হয় না। সংসারে লোকের উচিত—"গুরুবাক্যগুলি" বিশ্বাস করিয়া একমনে ও প্রাণে কার্য্য করা। কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিয়া এবং মনের মধ্যে অহঙ্কার আনিয়া, গুরুর নিকট ধর্ম্মকথা শুনিয়াও বিশ্বাস না করিলে, গুরুর মনে কষ্ট দেওয়া হয় এবং ইহাতে পাপ হয়। "গুরুবাক্য" বিশ্বাসই জগতে প্রধান বস্তু। (আবার ঈশ্বরই গুরু) "তাঁর ইচ্ছায় সৎগুরু পাওয়া যায়" মতি গতি ফিরাইবার কর্ত্তাই "তিনি"। তিনিই যন্ত্রী। আবার শিক্ষা গুরু ও দীক্ষাগুরু। যিনি সৎউপদেশ, সৎশিক্ষা দেন ও সৎকার্য্য করিতে বলেন,—তিনিই "শিক্ষাগুরু"। আর—যিনি কার্য্য করিয়া, বিশেষরূপে দেখাইয়া দেন—তিনিই "দীক্ষাগুরু"।

"গুরু ও শিষ্য।"

"সব্ হি ঘটমে হরি বৈসে, যেঁ ও গিরি সুত্‌মে জ্যোতিঃ,
জ্ঞান গুরু চক্‌মক্ বিনা, কৈসে প্রকট্ হোতি।"

অর্থাৎ যেমন—পাথর মাত্রেই আগুন থাকে, কিন্তু বিনা আঘাতে—আগুন প্রকাশ পায় না। সেইরূপ সকলেরই হৃদয়ে হরি আছেন, কিন্তু গুরুর নিকট জ্ঞান উপদেশ, জ্ঞান শিক্ষা না পাইলে—কি করিয়া মনের অন্ধকার দূর হয়

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—গুরদেব! ভগবান লাভ হয় কি করিয়া—তাহা আমাকে বলুন। গুরুদেব বলিলেন—বৎস! এস—তোমায় দেখাইয়া দিই এই বলিয়া—শিষ্যকে একটী পুষ্করিণীতে লইয়া গিয়া,—জলের মধ্যে (চুবাইয়া) ডুবাইয়া ধরিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে জল হইতে তুলিয়া উপরে ছাড়িয়া দিয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস, তোমার প্রাণটার ভিতর কিরূপ হইতেছিল বা করিতেছিল, তাহা আমাকে বল দেখি? আমি শুনি শিষ্য কিছুক্ষণ হাঁপাইবার পর বলিল—গুরুদেব! আমার প্রাণ—যায় যায় হইয়াছিল, প্রাণটার ভিতর যেন আঁকু-পাঁকু করিতেছিল আপনাকে—আমি কি করিয়া এখন, তাহা বলি বা বুঝাই তখন গুরুদেব বলিলেন, শোন বৎস! যখন তোমার "প্রাণটা ভগবানের জন্য ঐরূপ আঁকু-পাঁকু করিবে,"—"ধড়ফড়" করিবে,—তখনই তুমি জানিতে বা বুঝিতে পারিবে, তোমার ভগবান লাভ হইতে আর বেশী দেরি নাই তোমাকে আমি আর কি করিয়া বুঝাইব যে, কিরূপে ভগবান লাভ হয়।

"পুস্তক ও শাস্ত্র"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :—

সংসারে—অনেকে অনেক প্রকার বই ও শাস্ত্র পড়েন এবং পুস্তকও

লেখেন, আবার কেহ কেহ বা সংস্কৃতে অনেক শ্লোকও ঝাড়েন ? আবার ব্যাকরণ ?—এবং কি ধাতু হইতে উৎপত্তি ? এই সমস্ত লইয়া মহাতর্কবিতর্কও করেন বা করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাহাতে কি ভগবান লাভ হয় ? কারণ "ঈশ্বর" ব্যাকরণ, শাস্ত্র কিংবা সংস্কৃত শ্লোকের ভিতর বসিয়া নাই ? বা ঐ সমস্ত লইয়া থাকিলে, তাঁহাকে খোঁজা হয় না, ডাকা হয় না, "ভগবানের" সাক্ষাৎ হয় না আবার বলিয়াছেন—পুস্তক এবং শাস্ত্রে কেবল—"আভাস" মাত্র পাওয়া যায় ভগবানের নিকট যাইবার পথ বলিয়া দেয়, কিন্তু—নিজে ডুব না দিলে, তাঁতে তন্ময় না হইলে "কিছুই কিছু হয় না" আবার—উপর উপর ভাসিয়া বেড়াইলে হয় না একটু "কষ্ট করিয়া"- "পরিশ্রম করিয়া" সাধন ভজন ও স্মরণ মনন করিতে হয়—"তবে হয়।" সিদ্ধি ; সিদ্ধি ; সিদ্ধি মুখে বলিলে কি নেশা হয় ? সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখিলেও নেশা হয় না, পেটের ভিতর কোনরূপে দিতে হয় ; তবে নেশা হয়। সেইরূপ—কেবলমাত্র গোচ্ছার শাস্ত্র পড়িলে হয় না, যাহা পড়িবে সেইগুলি পড়িয়া, মনের ভিতর আবার ধারণ করা, আয়ত্ত করা চাই। "ধর্ম্ম মানে ধারণ" ধৃ-ধাতু মন—অর্থাৎ (মনেধারণা করা) আবার—প্রথমে শাস্ত্রের "সারার্থ"* টুকু—মনের মধ্যে বুঝিয়া—জানিয়া লইয়া ভগবানের নামে ডুব দিতে হয়, বিভোর হইতে হয় শাস্ত্র অনন্ত, কত পড়িবে বা পড়িবে ? "শঙ্করাচার্য্যের" পাণিনি ব্যাকরণখানি ও

* কোন লোকের একখানি তত্ত্বের ফর্দ্দ হারাইয়া যাওয়াতে, লোকটী খুঁজিতে থাকেন, যাহা হউক অনেকক্ষণ পরে ফর্দ্দখানি খুঁজিয়া পান এবং মহা আনন্দিত হইয়া দেখেন যে, তাহাতে লেখা আছে দুই সের সন্দেশ, কাপড়, এসেন্স ইত্যাদি। তখন লোকটী জিনিষগুলি আনিয়া লইয়া ফর্দ্দখানি ফেলিয়া দিলেন। সেইরূপ শাস্ত্রের "সার—টুকু" জানিয়া লইলে, আর শাস্ত্রের দরকার হয় না তখন পুস্তক ফেলিয়া কার্য্য করিতে হয়

অন্যান্য পুস্তকগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া, শুদ্ধভাবে পড়িতে, হয় বোধ কেহ জীবনে শেষ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। "লেখাপড়া শিখিলে জ্ঞানী হয় না" "সচ্চিদানন্দকে" জানিবার নাম "জ্ঞান"-না-জানিবার নাম অজ্ঞান।

গীত

ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন ঃ—

ডুব দে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না মেলে
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝারে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়াযে পাবে, শিবযুক্তি মতন চাইলে
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, তারা আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হলুদি গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।
রতন মাণিক্য কত—পড়ে আছে সেই জলে
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে—মিলবে রতন ফলে ফলে

(আবার পড়া শুনাতে বড় কিছু হয় না) যেমন—লোকে বাজনার বোল বেশ মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারে,—"তেরে কেটে তাক্‌,"—"তেরে কেটে তাক্‌,"—"তেরে কেটে তাক্‌" কিন্তু হাতে আনাই বড় শক্ত কথা সেইরূপ নানান্ শাস্ত্র বা গোচ্ছার সংস্কৃত শ্লোক জানিলে হয় না (ভবনদী পার হইতে জানাই দরকার) গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধার্য্য করা দরকার —

কোন সময়ে কতকগুলি লোক নৌকাতে করিয়া গঙ্গা পার হইতে ছিলেন। সেই নৌকার মধ্যে একজন পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি সকলের নিকট আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছিলেন। তিনি একজনকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়, আপনি গীতা পড়িয়াছেন কি ? সে লোকটী বলিল, না মহাশয়, আমি গীতা পড়ি নাই। আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়, আপনি ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত এ সব পড়িয়াছেন কি ? সে লোকটী বলিল, না মহাশয়। তাহার পর আর একটী লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়, আপনি সাংখ্য, পাতঞ্জল, দর্শন, বসুবংশ, এ সমস্ত পড়িয়াছেন কি ? সে লোকটী বলিল, না মহাশয় এ সমস্ত আমি কিছুই জানি না বা পড়ি নাই। তখন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, তোমরা কেহই কিছু জান না দেখিতেছি ? কেহ কিছু শাস্ত্রও পড় নাই ! এই বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় (গর্ব্বে)—অহঙ্কারে মস্তক উন্নত করিয়া বসিয়া রহিলেন। এমন সময় হঠাৎ—ভয়ানক ঝড় ও তুফান ওঠাতে নৌকাখানি যায় যায় হইল, মাঝিরা সকলে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "বাবু সাবধান" প্রাণ বাঁচান। তখন লোকগুলি সকলে মিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—পণ্ডিত মহাশয়,—আপনি সাঁতার জানেন কি ? পণ্ডিত মহাশয়ের ভয়ে তখন মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, কারণ—তিনি সাঁতার জানেন না। বলিলেন—না বাপু, আমি সাঁতার জানিনা, কি হবে ? তখন সেই লোকগুলি বলিল—পণ্ডিত মহাশয়, আমরা গীতা, বেদ, বেদান্ত ও শাস্ত্রটাস্ত্র কিছুই জানিনা বটে, কিন্তু আমরা সাঁতার জানি, নদী পার হইতে পারি, এই দেখুন ? এই বলিয়া সকলে সেই মুহূর্ত্তে, জলে লাফাইয়া পড়িল ও সাঁতার দিতে দিতে গঙ্গা পার হইয়া গেল। অতএব নানা শাস্ত্র জানিলে কি হবে, ভবনদী* পার হইতে জানাই দরকার (অর্থাৎ ভগবানকে দরকার) সেই অকূলের কাণ্ডারীকে দরকার, যাঁর

* যে নদী পার হইলে আর ভয় থাকে না।

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন :—

পাঁজিতে লিখ্‌ছে বিশ আড়া জল হবে কিন্তু পাঁজি নিংড়াইলে এক ফোঁটাও জল পড়ে না (এক ফোঁটা পড়ে—তবুও পড়ে না ?)

কৃপায়"এ ভব সংসার"পার হইব—তাঁকে দরকার। ভগবানে শুদ্ধা ভক্তি "অহেতুকী ভক্তি" থাকা দরকার। কারণ ভক্তিতেই মুক্তি, এবং ভক্তিই মূলাধার মুক্তি হইল ভক্তির দাসী "নিত্যে পৌঁছে লীলায়"—"ও লীলা† হইতে নিত্যে"* (থাকাই প্রয়োজন) গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা বা থাকা দরকার।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

শকুনি অনেক উঁচুতে উঠে বটে—কিন্তু তাহাদের "নজর" ভাগাড়ের দিকে থাকে। সেইরূপ পণ্ডিত হইলে—কি হবে, মন—কামিনী ও কাঞ্চনের দিকে থাকিলে—পণ্ডিত হইলে কিংবা নানা শাস্ত্র জানিলে সবই বৃথা। ভিতরে ভিতরে—কামিনী ও কাঞ্চনে লিপ্ত থাকিলে কিছুই হয় না ("নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে হয়") সেই জন্য—তিনি আবার বলিয়াছেন—যে পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তি নাই—সে "পণ্ডিত" পণ্ডিতই নহেন আবার মুখে পণ্ডিত হইলে কি হবে, সত্য কথা—মাতৃজ্ঞান, সৎচিন্তা, সৎবাক্য ও সৎকার্য্যেতে পণ্ডিত হওয়া চাই। বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেমভক্তি থাকা দরকার "অন্তর্দৃষ্টি"—"ঊর্দ্ধদৃষ্টি" থাকিলে তবেই পণ্ডিত নতুবা নামে পণ্ডিত হইলে—পণ্ডিত হয় না আবার "গোপিনীরা পণ্ডিত বা বিদ্বান ছিলেন না" তাঁহারা ভগবানকে "প্রেমরূপ রজ্জুদ্বারা" বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। (আবার—"ভগবান লাভ হইলে তখন বেদ, বেদান্ত, পুরাণ ও তন্ত্র কত নীচে পড়ে থাকে")

---

† যেমন ওপারে গিয়া—আবার এপারে আসা

*সত্যযুগে সত্তমুনি, ত্রেতাযুগে দত্তাত্রেয়—দ্বাপরে শুকব্যাস, কলিযুগে—শঙ্কর জ্ঞানদাতা। ইনি—এক বৎসর বয়সে—বর্ণমালা শেষ করিয়াছিলেন, দুই বৎসর বয়সে পুরাণ পাঠ শেষ করিয়াছিলেন, এবং পরে লুপ্ত বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই জন্য জগৎ গুরু শঙ্করাচার্য্য স্বামী।

মহাত্মা কবীর দাস বলিয়াছেন ঃ—

"কাম্ ক্রোধ্ মদ লোভ্ কী জব্ লক্ মনমে খান্
হে—কবীর, পণ্ডিত মুরখো—দোনো এক্ সমান"

অর্থাৎ (কাম, ক্রোধ, মদ "গর্ব্ব"—"অহঙ্কার") এবং লোভে, মানব যতক্ষণ বশীভূত থাকে—হে কবীর, ততক্ষণ এ সংসারে পণ্ডিত ও মূর্খ এ দুইটী এক সমান

"গীতা ও বেদান্ত।"

(গীতা—গীতা—গীতা বলিতে বলিতে তাগী—তাগী—তাগী হয়)অর্থাৎ ত্যগ্ ধাতু ঘ+ঞ=ত্যাগ; তাহা হইলেই সেই অর্থ ত্যাগী হইয়া যায় অতএব গীতা খানি সমস্ত না পড়িলেও হয় কারণ—গীতার সারার্থ হচ্ছে ত্যাগ। গীতায়—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন! যে সমস্ত ত্যাগ করিয়া, ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া,—আমার ভজনা করে এবং আমাতেই ফল অর্পণ করে—সে আমায় পায়। অতএব প্রথমে কামনা, বাসনা, ফলের আকাঙ্ক্ষা "ত্যাগ" করা দরকার বেদান্তের সার কি? না—ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা "অতোঽন্যদর্থ মিথ্যাদি" অর্থাৎ "এক ভগবানই সত্য ও জগৎ মিথ্যা"—যেহেতু—আর সমস্তই দুই দিনের জন্য, ক্ষণিক। যেমন—"ভোজবাজী হয় মুহূর্ত্তের জন্য।

চার্ব্বাকের মতে এই স্থূল দেহই আত্মা এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কোন আত্মতত্ত্ব নাই। সুতরাং যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল সুখে থাকিতে চেষ্টা করিবে এবং ঋণ করিয়াও ঘৃত খাইবে। কারণ—পরলোক বা জন্মান্তর বলিয়া কিছুই নাই। বেদধূর্ত ভণ্ড এবং রাক্ষসদিগের রচিত। স্বর্গ, নরক, মুক্তি প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা। যজ্ঞাদি ও পিতৃ শ্রাদ্ধাদি কেবল অলস ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিক মাত্র কেন না—এখানে শ্রাদ্ধ করিলে, যদি স্বর্গস্থ পিতৃলোক তৃপ্ত হয়, তবে,—প্রাঙ্গনে খাদ্যাদি নিবেদন করিয়া দিলে—প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? এ জগতের কর্ত্তা কেহই নাই স্বভাবনুসারে সমস্তই হইতেছে। *

(অতএব এসংসারে আস্তিকও আছেন, আবার নাস্তিকও আছেন। ভগবান

"পূজা জপ ও তপ ।"

মহাত্মা তুলসী দাস বলিয়াছেন ঃ

"তুলসী পিঁদনে সে হরিমিলেতো, ম্যয় পিঁদে কু-দা-আউর ঝাড় ।
পাথর পুজনেসে হরিমিলেতো,—ম্যয় পূজে পাহাড় ॥"

অর্থাৎ তুলসীর মালা পরিলে—যদি হরিকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তুলসীর ঝাড়কে কুঁদিয়া মালা করিয়া গলায় পরিতাম। আর পাথর পূজা করিলে—যদি হরিকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমি পাহাড়কে পূজা করিতাম।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

সংসারে—বিষয়ী লোকেদের পূজা, জপ, তপ—যখনকার তখন, তাহার পর আর বড় মনে থাকে না। কিন্তু—যাঁহারা ভগবান ভিন্ন জানেন না, তাঁহারা ভগবানের নাম, প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে করেন তাঁহাদের অন্য চিন্তা ভাল লাগে না, এবং তাঁহারা লোক দেখান পূজা, জপ ও তপ এ সমস্ত কিছুই করেন না। কারণ লোকে দেখুক—আর নাই দেখুক,—তাহাদের সে দিকে লক্ষ থাকে না। তাঁহাদের—সেই এক "ভগবান।" অন্য কেহ জানুক—আর নাই জানুক—তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই বা থাকে না। কারণ—তাঁহারা লোকমান্য, অষ্টসিদ্ধি, শত সিদ্ধি এ সমস্ত কিছুই চান না। আর একটী কথা—তাঁরা জানেন হার বা জিত—তাঁর হাতে "মানুষের নিকট নহে'। (মানুষ উপলক্ষ মাত্র।) অতএব পূজা, জপ ও তপ এ সমস্ত সংসারী লোকের জন্য।

নাই এ কথা যাঁহারা বলেন, তাহারা নিজে এলেন কোথা হইতে বা ভিতরে যিনি—তিনি কে? এবং 'আমি অংশ না পূর্ণ? জীব পূর্ণ হইতে পারে না।)

* ঈশ্বর নাই, এমন নিষেধ বাক্য এবং ঈশ্বরের কর্মফল দাতৃত্ব নাই—ইহা শ্রুতিতে নাই,—আর এমন বাক্য বেদেও প্রাপ্তি হয় না যে, কর্ত্তা নাই।

"কাঁচা ভক্তি" ও পাকা ভক্তি।"

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন ঃ—

সাকারে পূজা করা অপেক্ষা জপ করা বড় জপ করা অপেক্ষা চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করা বড়। আবার চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করা অপেক্ষা চক্ষু চাহিয়া অর্থাৎ চেয়ে ভাব বড়। (চক্ষু চাহিয়া ভাবেতে ভগবানের রূপ চিন্তা বা দেখা বড়।) আবার—ভাব অপেক্ষা, মহাভাব বা প্রেম বড়। প্রেম হইলে—ঈশ্বরকে বাঁধিবার যেন দড়ি পাওয়া গেল ভগবানের প্রতি খুব ভালবাসা না হইলে "প্রেমভক্তি—রাগভক্তি" হয় না। প্রেম, ভালবাসা—হচ্ছে ভগবানকে বাঁধিবার রজ্জু * অতএব যতক্ষণ না ভগবানের উপর ভালবাসা হয়, ততক্ষণ "কাঁচা ভক্তি" তাঁর উপর ভালবাসা হইলে, সে ভক্তির নাম "পাকা ভক্তি"—রাগাত্মিকা ভক্তি—সে ভক্তি—একবার আসিলে আর যাইবার নহে আবার বলিয়াছেন ভক্তির মানে কি? জ্ঞান—"কায়মনবাক্যে" তাঁর ভজনা করা (অর্থাৎ "হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা করা") পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া; "কানে" তাঁর নাম গুণ গান শোনা, "চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। "মন"—অর্থাৎ সর্ব্বদা "তাঁর" ধ্যান, চিন্তা করা—তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা বাক্য—অর্থাৎ "তাঁর" "স্তব" "স্তুতি" তাঁর গুণকীর্ত্তন এই সব করা।

"ভগবান—চুম্বুক পাথর।"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

ভগবান—চুম্বুক পাথর। আর মানুষ যেন ছুঁচ—কিন্তু চুম্বুক পাথর

* বিশ্বজয়ী ভগবানকে কিছুতেই বাঁধা যায় না। এক প্রেম ও ভালবাসা ভিন্ন আর কিছুতেই হয় না সেইজন্য (গোপিনীরা এক প্রেমেতে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।)

ছুঁচ্‌কে আকর্ষণ করিতে পারেন না কেন ? ইহার কারণ কি ? কারণ "মনের ময়লারূপ" মাটীর দ্বার অর্থাৎ—(অহংরূপ মাটীর দ্বারা ছুঁচ্ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে,) অতএব—লোহা চুম্বককে টানিবে কি করিয়া, তবে সেই অহংরূপ মাটী (অর্থাৎ মনের ময়লা মাটী) যদি—চক্ষের জলের দ্বারা ধুইয়া ফেলিতে পারা যায়,—তাহা হইলে মাটী ধুইয়া আবার লোহা বাহির হইয়া পড়ে, তখন চুম্বক পাথর আবার ছুঁচকে আকর্ষণ করিতে পারে কিন্তু—সেইরূপটী হইতে গেলে, চিত্তশুদ্ধি থাকা চাই। অতএব "খুব সরলপ্রাণ" হওয়া চাই, নতুবা হয় না কিন্তু—বিষয় বুদ্ধি পাটোয়ারি বুদ্ধি, ছল, খল, কপটতা এ সমস্ত না যাইলে, আবার সরল হয় না। ভগবান বড় চুম্বক* পাথর। আর কামিনী ও কাঞ্চন ছোট চুম্বক পাথর "বড় চুম্বক পাথর"—যদি কোন লোহাকে আকর্ষণ করে, টানে, তাহা হইলে আর, "ছোট চুম্বক পাথর" সেই লোহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। (অর্থাৎ—ভগবানের কৃপা লাভ হইলে—আর কামিনী ও কাঞ্চনে আশক্তি থাকে না) "মনের" "ঊর্দ্ধদৃষ্টি" "অন্তর্দৃষ্টি" থাকিলে কামিনী ও কাঞ্চনে কিছুই করিতে পারে না

"সত্য বাক্য" ও "মাতৃজ্ঞান"

মহাত্মা তুলসী দাস বলিয়াছেন :—

"সত্য বচন পরস্ত্রী মাতৃ সমান।
এ্যায়সে হরি নেহিঁ মিলেতো তুলসী ঝুট্ জবান॥"

* প্রথমে ভগবান চুম্বক পাথর হন, আর ভক্ত ছুঁচ হয়,—কিন্তু, শেষে ভক্তের শুদ্ধা ভক্তিতে, ভগবানকে আবার ছুঁচ হইয়া ভক্তের নিকট ছুটিয়া আসিতে হয়। আর ভক্ত তখন, চুম্বক পাথরের ন্যায় বসিয়া থাকেন 'কারণ—ভক্তের নিকট ভগবান ভক্তিতে, ছোট ও হাল্কা হইয়া ছুটিয়া আসেন সেইজন্য তাঁর একটী নাম "ভক্ত-বৎসল"।

অর্থাৎ সত্যকথা এবং পরস্ত্রীকে মা জ্ঞান করিয়া—সেইরূপ কার্য্য করিতে—যদি হরিকে না পাওযা যায়, তাহা হইলে তুলসী দাস—বলিয়াছেন, জবান আমার ঝুট। (অর্থাৎ আমি মিথ্যাবাদী)

সত্যকথা—কলির তপস্যা—কলিতে এক সত্যকথা ব্যতীত, অন্য কোনরূপ তপস্যা নাই—এমন কি? ঠাট্টার ছলে—মিথ্যা বলিয়া কাহাকেও কষ্ট দিলে, সেটা মিথ্যা হয় আর ব্যবসায়ীদিগেরও—সত্যতে থাকা উচিত। কলিতে এক সত্যকথায় ভগবান লাভ হয় ও সত্য কথায—"বাক সিদ্ধ" হয়। সর্ব্বজীবেই ভগবান আছেন। কিন্তু বিশেষরূপে—মানুষেতে ভগবানের বেশী প্রকাশ ও ভগবান আছেন। অতএব—সকলের সহিত সত্যকথা বলা দরকার বা বলিতে হয়, তাহা হইলে—ভগবানের সহিত ও সত্যকথা বলা হয়। সকলকে কষ্ট দিলে—ভগবানকেও কষ্ট দেওযা হয় (আবার মিথ্যা কথা বলিলে "মনের শক্তি" বা মনের জোর থাকে না, এবং ভগবানেরও কৃপালাভ হয় না।)

"পরস্ত্রী মাতৃ সমান"—যিনি নির্জ্জন জনশূন্য স্থানে অর্থাৎ যেখানে মানুষের গমনাগমন বিরল—এমনস্থানে, বনে বা জঙ্গলে—কোন ষোড়শী সুন্দরীকে একলা দেখিয়া "মা, বলিয়া থাকেন" বা—'মা বলিতে পারেন'—"তিনিই প্রকৃত সাধু" (রমণীদিগের পক্ষেও ঐরূপ—"সত্যকথা" ও আপন স্বামী ব্যতীত—"আর সকলকেই" "পিতা, ভ্রাতা বা পুত্রের ন্যায" জ্ঞান—ও সেইরূপ কার্য্য করিলে—তবেই তিনি প্রকৃত "সতী স্ত্রী"*) শক্তিকে 'মা—না বলিলে—"মা" শক্তি দেন না।

* রমণীর স্বামী—যদি সৎচরিত্র হয়, তাহা হইলে, সেই স্ত্রীলোকেরা—হীরা, মুক্তা দিয়া অলঙ্কার পরায় যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষা বহু সৌভাগ্যশালী হন। কারণ—স্বামী সুখই তাঁহার সুখ ও রমণীর ধর্ম্ম—অতএব তাঁহার সুখের সীমা থাকে না আর—তাঁহারা সময় পাইলে (পরচর্চ্চা না করিয়া) রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন।

আবার—("মা—কথা" একটী কথা বটে,—কিন্তু এত শ্রুতি মধুর—"এরূপ হৃদয় স্পর্শী"—একপ মধুমাখান কথা এবং এত বড় কথা—বোধ হয় আর কোন কথা নাই মা বলিয়া ডাকিলে—প্রাণ শীতল হয়)

শক্তিরূপী সনাতনী তিনি, সমস্ত শক্তিতে প্রকাশমান—সুতরাং, যদি কেহ শক্তি হরণ করেন, তাহা হইলে শক্তি থাকিবে কোথায় ? শক্তি থাকে না। সেইজন্য শক্তিকে মাতৃজ্ঞান করিতে হয় নচেৎ শক্তি হরণ করিলে, নিজেরই শক্তির হ্রাস হয়—এবং পরে মহাকষ্ট ও দুঃখ হয়। জগতে শক্তিই মূলাধার শক্তি ছাড়া এক মুহূর্ত্ত আমরা থাকিতে পারি না। এক শক্তিতে—আমাদের ইন্দ্রিয়গণের যাহা কিছু কার্য্য সমস্তই হইতেছে বা চলিতেছে,—শক্তি না থাকিলে, সমস্তই নিস্তেজ বা জড়ের ন্যায় বোধ হইত এত বড় যে দেহ,সেই দেহ—এক শক্তি না থাকিলে "শব মাত্র" শক্তি ছাড়া জগৎ নাই—সেইজন্য "মহাদেব নিষ্ক্রিয়" (অর্থাৎ শব হইয়া শক্তির পদতলে পড়িয়া আছেন।) আর এক শক্তিতে সমস্ত কার্য্য করিতেছে যিনি—"দেবাদিদেব মহাদেব" তিনিও আদ্যাশক্তির পদতলে পড়িয়া আছেন "পূর্ণব্রহ্ম" ভগবান—নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ তিনিও মস্তকে যে চূড়া পরিধান করিয়া আছেন, সেই চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছে যোনী চিহ্ন আছে। ইহার কারণ শক্তিকে বড় করিয়াছেন। "জগতে শক্তি* মূলাধার"। স্ত্রীর সহিত ও পাঁচ ভাবের ভালবাসা শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্ত ভাব যেমন—আমার পতি কন্দর্প (যাঁহারা সতী স্ত্রী, উঁহাদের স্বামী মহাকুৎসিত হইলেও তাঁহারা জানেন বা মনে মনে ভাবিয়া থাকেন যে, আমার স্বামী পরম রূপবান ও গুণবান এবং

* ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :—(যেমন—"কাটামোর খুঁটী) না হইলে বা, না থাকিলে যেমন সুন্দর প্রতিমা হয় না ; সেইরূপ শক্তি না মানিলে জগৎ মিথ্যা হইয়া যায়; এবং জগৎ মিথ্যা হইলে, আমিও মিথ্যা এবং আমার কথাও মিথ্যা। অতএব শক্তি মানিতে হয়।

আমার স্বামীর ন্যায় রূপ, জগতে আর কাহারও নাই) সখ্য ভাব। স্ত্রী,ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসা দেখাইবে। দাস্যভাব আপনি প্রভু, আমি আপনার দাসী। দাসীর ন্যায় সেবা ; শুশ্রূষা ও যত্ন করিবে। বাৎসল্য ভাব স্ত্রীও স্নেহে জননীর ন্যায় (কতকটা ভাব হয়) মা—যেমন নিজে না খাইয়া, ছেলেকে যত্ন করিয়া, প্রাণ ভরিয়া, তৃপ্তির সহিত খাওয়ায় ; সেইরূপ যাঁহারা "সতী স্ত্রী" তাঁহারা নিজে না খাইয়া আপন স্বামীকে খাওয়ান। (তাঁহারা নিজে পেট ভরিয়া আগে খায় না। "স্বামী আমার থাক আর,না থাক") তাঁহারা লজ্জা শীলা, শান্ত স্বভাব, ধীর এবং সময়ানুসারে—আবার বীর রমণীও হন বা হইয়া থাকেন মধুর ভাব। যেমন—বাড়ীর বউ সকলকেই ভাত দেয়, জল দেয়, ভালবাসে যত্নকরে, সেবা করে ও খাওয়ায়—কিন্তু, স্বামীর সহিতই এক স্বতন্ত্র ভালবাসা—"সেরূপ ভালবাসা" সংসারে কাহারও সহিত নাই বা হয় না।

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন :—

লোকের ভগবান লাভ হইলে, পাঁচ বৎসরের বালকের ন্যায় স্বভাব হয় বালক কোন গুণের বশ নহে।—'ত্রিগুণাতীত" অথচ তিন গুণই আছে এই খেলাঘর করিবে, তাহার পরই আবার ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। পাঁচ টাকার কাপড়, হয়ত একটা বাঁশী পাইয়া, তৎক্ষণাৎ দিয়া দিবে। এই কাপড় পরিবে, তাহার পরই হয়ত খুলিয়া বগলে করিবে। "লজ্জা" "ঘৃণা বা ভয় নাই।" ঝগড়া করিবে, আবার তখনই ভাব করিবে,কোন গুণের বশ নহে, এবং মনে কোন খল, কপট, ছল বা

সংসারে—স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী বা কেবলমাত্র বিলাসের জন্য হয় নাই।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :—"শক্তি সাধনা" উৎকট সাধনা, চালাকি নয় ? ঠাট্টা হয়

১.৺ আবার এ সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছি, সমস্তই আদ্যা শক্তিরই খেলা। এক একটি তাঁরই রূপ বা অরূপ (স্ত্রী ও পুরুষ শিব ও শক্তি)

পাটোয়ারি বুদ্ধি এ সমস্ত তাহাদের নাই। আবার—বালকদের স্ত্রীও পুরুষ বলিয়া কোন ভেদাভেদ নাই। বালকের 'আমি' আমির—রেখা মাত্র যেমন—জলে দাগ কাটিলে দাগ থাকে না। সোণার তলোয়ারে মারা কিংবা কাটা যায় না আবার যেমন—"আশীর মুখ" লোককে গালাগালি দেয় না। সেইরূপ ভগবান লাভ হইলে, আর তাঁহার দ্বারা কাহারও কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না তখন তাঁহাদের মন বালকদের ন্যায় সরল হয়। সরল ও সত্যবাদী না হইলে, সেই "সরলকে" পাওয়া যায় না—ও শক্তিকে,মা—না বলিলে,মা শক্তি দেন না সংসারে অনেকে মনে করেন বা অনেকের ধারণা আছে যে বনে জঙ্গলে সাধু থাকে। সংসারে একেবারেই সাধু থাকে না বা নাই; (কিন্তু সেটী তাঁহাদের ভুল ধারণা, তাঁহারা চিনিয়াও চিনিতে পারেন না, কারণ—তাঁহাদের "অন্তর্দৃষ্টি" "ঊর্দ্ধদৃষ্টি" নাই আবার—সংসারে থাকিলে, বেদ, পুরাণ শুনিতে হয় কিন্তু—তান্ত্রিক মতে কার্য্য করিতে হয়

মহাত্ম কবীর দাস বলিয়াছেন ঃ—

"সাচ্ বরাবর তপনেহি—ঝুট্ বরাবর পাপ্
যাকো ভিতর সাচ হায়—তাকো ভিতর আপ্॥"

অর্থাৎ—সত্যের সমান আর পূণ্য নাই এবং মিথ্যার সমান আর পাপ নাই। যাঁহার ভিতর সত্য আছে, তাঁহার ভিতর ভগবানও আছেন।

"বিশ্বাস"

"বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর"

সংসারে কেহ কেহ বলেন—আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু—কি বলিয়া বা কি করিয়া, আমরা পূর্ব্ব পুরুষদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছি; কারণ—আমরা তাঁহাদিগকে চক্ষে দেখি নাই। অথচ তাঁহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা আমি আসিলাম

কোথা হইতে আবার পৃথিবী শুদ্ধ লোক জগতের লোক, বাপকে বাপ বলিতেছেন ও মাকে,মা বলিতেছেন কেন? কারণ,কেহ জন্মমাত্রই বাপ কিম্বা মাকে দেখেন নাই, আর দেখিলেও তখন কি করিয়া জানিবে যে, কে বাপ, বা কে মা, যেহেতু—সে সময়ে সে অজ্ঞান তখন তাহার জ্ঞান হয় নাই; সেইজন্ত জানিতে পাবে না কিন্তু, পরে যখন ক্রমে ক্রমে বড় হয় ও জ্ঞান হয় বা হইতে থাকে, তখন বাপ মায়েব এবং লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া, শুনিয়া, বাপকে বাপ ও মাকে মা বলে ও বলিতে থাকে বা সকলেই এপর্য্যন্ত বলিযা আসিতেছেন। সেইরূপ লোকের কথায় ও মা বাপের কথায় বিশ্বাস করিয়া যেমন—বাপ ও মাকে—বাবা ও মা—বলিয়া থাকি বা বলিয়া আসিতেছি সেইরূপ—সাধু মহাত্মাদিগের কথায়ও বিশ্বাস* করিতে হয়। কারণ—তাঁহারা ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন অতএব তাঁহারা যাহা বলেন, সকলই সত্য। সমস্তই "ধ্রুব সত্য" আবার—সংসারে থাকিতে হইলে বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা না হইলে সংসারে থাকা চলে না "মিথ্যা তর্ক করিলে জ্ঞান হয় না"

"শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা†।"

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন:—

সংসারে ভক্তি লাভ করিতে হইলে, প্রথমে সাধুসঙ্গ করিতে হয়। পরে—কিছুদিন সাধুসঙ্গ করিতে করিতে, (অর্থাৎ সাধুর নিকট ধর্ম্ম কথা শুনিতে শুনিতে) ভগবানের বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়, ভগবানের নাম

* জগতে বিশ্বাসই মূলাধার সাধুসঙ্গ যদিও হয়, কিন্তু বিশ্বাস না থাকিলে বা না হইলে তাহার, শ্রদ্ধা নিষ্ঠা বা ভক্তি কিছুই হবে না। "সমস্তই বৃথা"

† ভগবানের বিষয়ও ঐরূপ সকল দেবতাকে, ঠাকুরকে ভালবাসিতে হয়, বড় বা ছোট কোন ভেদাভেদ করিতে নাই তবে তাঁহাদিগের মধ্যে একজনকে একাগ্রচিত্তে, মনে ও প্রাণে ভালবাসিতে হয়। যেমন স্ত্রীর—স্বামীর উপর নিষ্ঠা, ভালবাসা।

করিতে ইচ্ছা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা (অর্থাৎ ভগবানের কথা ভিন্ন, অন্য কিছু বলিতে বা শুনিতে তখন তাঁহার ভাল লাগে না) তাঁহারই যে কিছু কার্য্য, সেই সমস্ত করিতে ইচ্ছা হয়, প্রবৃত্তি হয়, আর কিছুই ভাল লাগে না। (মনের একাগ্রতা হয় ভালবাসা আসে) নিষ্ঠার পর ভাব হয়। ভাবটা কি? অর্থাৎ ভগবানকে চিন্তা করিয়া "মনবৃত্তিগুলি" কোমল হবার নাম, ভাব তাহার পর, মহাভাব বা প্রেম, বস্তু লাভ হয় (অর্থাৎ "সচ্চিদানন্দের" কৃপা লাভ হয়।)

"মন ও চিত্ত।"

মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামী বলিয়াছেন ঃ—

সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়া, বনে চলিয়া গিয়া যোগসাধন করিলে যে, ভগবানকে লাভ করা যায়—আর সংসারে থাকিলে পাওয়া যাইবে না—এমন কিছু নিয়ম বা কথা নাই সংসারী এবং উদাসীন উভয়েই যোগী। যদি—চিত্ত ও মনকে, তাঁর চরণে স্থির রাখিতে পারেন, তবেই—তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ পান; নচেৎ হয় না। (যেমন কেহ কেহ, কোন কিছু নাই হঠাৎ, সংসারে আপনার লোকের মনে কষ্ট দিয়া, দুই দিনের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন কিন্তু তাঁহার মন সংসারে থাকায়, পরে পুনর্বার আবার ফিরিয়া আসিলেন) অতএব—দুই দিনের জন্য, সন্ন্যাসী সাজিলে হয় না "সংসার ত্যাগ করা ধর্ম্ম নহে" সংসারে থাকিয়া—"চিত্ত ও মনকে" দমন করিতে পারিলে—সন্ন্যাসী হয় বাহ্যিক—সন্ন্যাসী সাজিলে কি হবে? মনে সন্ন্যাসী (এই মনকে—তাঁর নামে সন্ন্যাসী করিতে হয়।)

সাধু ও সন্ন্যাসী।

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন ঃ—

সংসারে—যাঁহারা স্ত্রীলোক ও টাকা লইয়া, উন্মত্ত হইয়া আছেন বা

থাকেন।—তাঁহারা কামিনী ও কাঞ্চনের নেশায়, সংসারের বিষয়ে কিছুই বুঝিতে পারেন না যেমন যাঁহারা সতরঞ্চ (অর্থাৎ দাবাবোড়ে খেলেন) তাঁহারা অনেক সময়ে জানেন না যে, 'কি চাল ঠিক"? (অর্থাৎ কোন স্থানে দিলে বা বসাইলে ঠিক চাল হয়) কিন্তু যাঁহারা খেলা খেলেন না, তাঁহারা অনেকটা তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী বুঝিতে বা জানিতে পারেন সেইরূপ—"সাধুর" সংসার করেন না, আর যদিও করেন—সংসারে তাঁহারা লিপ্ত নহেন বলিয়া, সংসারী লোক অপেক্ষা, সংসারের বিষয়ে অনেক বেশী, বোঝেন বা জানেন।

"কর্ম্মফল"

অনেকে বলিয়া থাকেন ঃ—

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি।"

সত্যকথা—ভগবান ভিতরে আছেন এবং সমস্তই আমাদের করাচ্ছেন বটে, তিনিই কর্ত্তা মানুষ যন্ত্রের স্বরূপ "আবার এও ঠিক যে, কর্ম্মফল আছেই "লঙ্কা বা মরিচ খেলেই—পেট ও গুহ্যদেশ জ্বালা করিবে আবার তিনিই একথা বলিয়াছেন (অর্থাৎ পাপ করিলে, তাহার ফল টী পাইতে হবেই হবে) কারণ—"পাপ ও পারা" কেহ হজম করিতে পারে না।

ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

"আমি সাপ হয়ে কামড়াই, রোজা হয়ে ঝাড়ি।
হাকিম হয়ে হুকুম দিই পিয়াদা হয়ে ধরি বা মারি"

[1] (যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—আমার ভাইদের সহিত আমি নরকে যাইতেও প্রস্তুত বা স্বীকার, তথাপি আমি একলা স্বর্গভোগ করিতে চাইনা)

"প্রেম"।

প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেব বলিয়াছেন ঃ—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই সে সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ
হরের্নাম হরের্নামহরেরনামৈব কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথ

কলিতে হরিনাম সংকীর্ত্তনই একমাত্র উপায়। কারণ—হরিনাম ভিন্ন—(কলিতে) আর অন্য গতি নাই। ("জীবে দয়া এবং হরিনাম সংকীর্ত্তনই কলির ধর্ম্ম।")

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

কলিতে "ভক্তিযোগ" যুগধর্ম্ম এই কলিযুগের ধর্ম্ম কলিতে "জ্ঞান যোগ" ঠিক নহে কারণ—কলিতে অন্নগত প্রাণ, আবার এদিকে আয়ু কম

"অন্ন চিন্তা, চমৎকারা।
কালিদাস হয় দিশেহারা।" (বুদ্ধিহারা)

(অন্ন চিন্তা এমন—যে, "কালিদাস পণ্ডিত" পর্য্যন্ত—দিশেহারা হইয়া যান, বুদ্ধিহারা হইয়া যান।)

আবার—কলিতে কুম্ভক যোগ* ঠিক নহে, বড়ই কঠিন। বহু

"ত্রৈলঙ্গ স্বামী "(কুম্ভক যোগে*) সিদ্ধ ছিলেন। কোন সময়ে ভগবান রামকৃষ্ণদেব মথুর বাবুর সহিত কাশীতে গিয়াছিলেন এবং ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দেখিয়া আসিয়া, পরে মথুর বাবুকে বলিয়াছিলেন,মথুর ? আজ কাশীতে"সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ"দেখিয়া আসিলাম। (কাশীতে—লোকে স্বামীজীর লিঙ্গ—গঙ্গাজল ও বিল্ব পত্র দিয়াপূজা করিতেন।)

বৎসরের বীর্য্য। এমন কি ? একদিন বাহির হইয়া গেলে, তবে— তাহার "কুম্ভক যোগ' সকলই নষ্ট হইয়া গেল।

(আবার বীর্য্য নষ্ট করা মূর্খতামাত্র। বীর্য্য নষ্ট করিলে, নিজেরই শক্তি নষ্ট করা হয়।)

বীর্য্য না থাকিলে—না রাখিলে, "স্মরণ শক্তি' মেধাশক্তি জন্মায় না। (যেমন—কাঁচে পারা লাগান না থাকিলে,—মুখ দেখা যায় না।) সেইরূপ, "বীর্য্য—ধারণ" না করিলে, ব্রহ্ম দর্শন হয় না। (বার বৎসর বীর্য্য ধারণ করিলে, মেধা নামে একটি নাড়ী জন্মায় সেই সময়ে একটি ক্ষমতা হয়, এমন কি ? মনে করিলে, মনের কথা (ভাব) বলিয়া দিতে পারা যায়)

কলিতে কর্ম্মযোগও ঠিক নহে কোথা হইতে, আপনা—আপনি লোকমান্য হবার ইচ্ছা, হয়ত হয়ে গেল, দেখতে দিলে না। আবার নয়তো অহঙ্কার এসে গেল। অহঙ্কার যাওয়া বড়ই কঠিন যেমন— অশ্বথগাছ আজ কেটে দাও,—কাল তাহার ফেঁকড়ি বাহির হবে। সেইরূপ অহঙ্কার যাই যাই করিয়াও যায় না। তবে "নিষ্কাম কর্ম্ম।" (ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কার্য্য করা) "কর্ত্তব্যকর্ম্ম" করিতেছি বলিয়া করা, ইহা একটি উপায় বটে, কিন্তু—জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি ? যাহাতে-বা-যে, কোন উপায়েই হউক না কেন ? ভগবানে ভালবাসা হয়। ভগবানের জন্য, কাঁদিতে পারে, ভগবানে "প্রেম" হয় (কর্ম্মতো আদিকাণ্ড) দেহ থাকিতে, কর্ম্মত্যাগ হয় না (যেমন—পাঁক থাকিলে—ভুড়ভুড়ি হবেই) আমি—চিন্তা করিতেছি ; এও একটি "মনকর্ম্ম"। অতএব "দেহ থাকিতে কর্ম্মত্যাগ হয় না।" আবার "কর্ম্মযোগ ও জ্ঞান যোগ" এ সব যুক্তির দ্বারা, ভগবানকে লাভ করা, মুক্তি পাওয়া ; কিন্তু—

ভক্তি স্রোতে মুক্তি ভেসে যায় (অর্থাৎ ভক্তির নিকট, মুক্তি তুচ্ছ বা মুক্তি চলে না) "ভক্তির দাসী মুক্তি ' ভক্তে কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান হয় না—আবার জ্ঞান না হইলে ভক্তি হয় না এও সত্য ; কিন্তু- "প্রেম ভক্তি" বড়—এবং একজন্মে হয় না। যেমন জলের ধর্ম্ম—শীতলতা অগ্নির ধর্ম্ম—উত্তাপ। পশুর ধর্ম্ম হিংসা—সেইরূপ মানুষের ধর্ম্ম—ভগবানে "শুদ্ধ প্রেম।"

"প্রেম বরাবর যোগ নেহি—প্রেম বরাবর জ্ঞান।
প্রেমভক্তি বীন—সাধনা—সবহি থোতা ধ্যান॥"

অর্থাৎ "প্রেমের সমান"—যোগবল, জ্ঞানবল আর কিছুই নাই। প্রেমভক্তি ছাড়া, সাধনা ও ধ্যান এ সমস্তই থোতা ধ্যান (ভোঁতা কোন ধার নাই।)

ভগবানের সহিত যে প্রেম হয়, সে প্রেম এ সংসারে—কয়টী লোকের হয় বা দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে—প্রেমের ভান করেন মাত্র, কিন্তু—"প্রকৃত প্রেম" "বিশুদ্ধ প্রেম"—যে—কি। তাহা অনেকেই জানেন না। অনেকে মুখে বলেন হরি—হরি—কিন্তু তাঁহার মন ও প্রাণ হয়ত পড়িয়া আছে বা থাকে; সংসারের বিষয়ে কিম্বা অন্য কোন বিষয়ে নিজের স্বার্থের জন্য অতএব—মন এবং মুখ এক করাই, প্রকৃত সাধন ভজন। তবে ধর্ম্মের ভানও ভাল পরে ভাল হইতে পারে। প্রেমের—এক নাম রতি রতি দুই প্রকার জড়রতি ও ভাবরতি। কামিনী ও কাঞ্চনে ভালবাসার নাম জড়রতি—আর ভগবানের সহিত ভালবাসার নাম ভাব রতি।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

প্রেম হইলে—জগৎ তো ভুল হবেই। নিজের দেহ,—এমন যে প্রিয়, ভালবাসার জিনিস, তাহা পর্য্যন্ত ভুল হইয়া যায় ; তখন মনে

থাকে না। ভগবান লাভ করিতে হইলে,—প্রথমে পাগলের ন্যায় হইতে হয়, তবে হয়। কারণ—পাগল না হইলে, সেই পাগলকে, পাওয়া যায় না আবার—এ সংসারে পাগল নয় কে? কেহ রমণীর জন্য পাগল। কেহ—টাকার জন্য পাগল। কেহ—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ইত্যাদি বিষয়ের জন্য পাগল। রকম রকমের সকলেই পাগল দুঃখের বিষয়, অনেকেই তুচ্ছ জিনিসের জন্য পাগল—যাহা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু—"যাহা স্থায়ী"—"অবিনশ্বর"—সেই দুর্লভ জিনিসটীর জন্য পাগল বড় দেখিতে পাওয়া যায় না; বা বড় কেহ হয়ও না (আবার হয় না কেন? তাহার কারণ আছে)

"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়,
এ তিন থাকিতে
ভগবানের নাম নয়"

*লজ্জা—অনেকে মনে করেন—হরিনাম করিতে গিয়া আমি যদি নাচি, লোকে আমায় কি বলিবে—হয়ত পাগল বলিবে, নয়ত আমায় ঠাট্টা করিবে, লজ্জা দিবে—বলিবে নাচ্চে দেখ—ইত্যাদি। অতএব দূর হোক্—আমি হরিনামে নাচিব না কিন্তু—কি, পরিতাপের বিষয়—যত লজ্জা হরিনাম করিতে, আর কিছুতে তত লজ্জা হয় না যেমন—বিবাহের কনে স্বামীকে দেখিয়া, স্বামীর সহিত প্রথম কথা কহিতে হইলে, লজ্জায়—মুখ ফোটে,—ফোটে,—ফোটে না। সেইরূপ—যিনি "জগতের স্বামী" তাঁর নাম লওয় অভ্যাস না থাকায়, লজ্জা হয়। (যেমন—"নূতন স্বামী") অতএব লজ্জার জন্য—যাহা কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও যেটি

(যে* হরিনামে—দুরন্ত "প্লেগ" পালাইয়াছিল, সেই হরিনাম—করিতে লজ্জা। প্লেগের সময়, "যেরূপ—হরিনাম হইয়াছিল," সেইরূপ হরিনাম যদি আবার সকলে মিলিয়া করেন; তাহা হইলে আর দুঃখ থাকে না)

ধর্ম্ম—তাহ করিব না কেন ? কারণ—কর্ত্তব্যকর্ম্ম না করিলে পাপ হয়। সেইজন্য—লজ্জা থাকিলে, ভগবানের নাম হয় না (অর্থাৎ মন প্রাণ খুলিয়া ডাকা,যাহা দরকার সেটী হয় না।)হরি—তিনি কে ? যিনি ত্রিতাপ হরণ করেন—যিনি দেহের সমস্ত পাপ হরণ করেন—যাঁর নাম করিলে, দিন ভাল যায়। দেহ, মন পবিত্র হয়। যাঁর নাম করিলে শরীরে কোন ব্যাধি হয় না—*মনের ভয় থাকে না—(অ বার যেমন গাছে পাখী বসিয়া থাকিলে, হাততালি দিলে উড়িয়া যায়) সেইরূপ এই "দেহরূপ বৃক্ষে"—পাপপক্ষী আছে, (অর্থাৎ মনে কত পাপ চিন্তা আসে) কিন্তু—হাততালি দিয়া হরিনাম করিলে, পাপপক্ষী উড়িয়া পালায়। অর্থাৎ ভক্তিভাবে হরিনাম করিলে, পাপকার্য্য করিতে ইচ্ছা যায় না, যদিও পাপ ইচ্ছা থাকে, পালাইয়া যায়। হরিনামের এতগুণ আবার "হরি অপেক্ষা হরির নাম বড়।"

কোন সময়ে—সত্যভামা, নারদের নিকট পারিজাত ফুল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পারিজাত ফুল লইয়া আসিতে বলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া স্বর্গে যাইয়া, ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পারিজাত ফুল লইয়া আসেন ও সত্যভামাকে দেন। সত্যভামা—সেই ফুল লইয়া পূজা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে দক্ষিণা স্বরূপ নারদকে দান করেন। নারদ, সত্যভামার নিকট হইতে, সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যায়,—এই দেখিয়া সত্যভামা কাঁদাকাঁটি করিতে লাগিলেন। তখন নারদ বলিলেন ? সত্যভাম—আর কাঁদিবার দরকার নাই, তবে শ্রীকৃষ্ণের ওজনে যদি স্বর্ণ, রৌপ্য মণি, মুক্তা ইত্যাদি দিতে পার, তাহা হইলে—আমি তোমার শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইয়া দিতে পারি, নচেৎ আমি লইয়া যাই। কারণ—তুমি দান করিয়াছ,ইহাতে তোমার অধিকার নাই এই কথা শুনিয়া, তখন সত্যভামা আনন্দে দাঁড়ি-পাল্লায় একদিকে শ্রীকৃষ্ণকে বসাইয়া ও অন্যদিকে

স্বর্ণ,মণি,মুক্তা ইত্যাদি সব দিতে লাগিলেন। (কিন্তু "ভগবানের কি লীলা!") কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের সমান আর হয় না। শ্রীকৃষ্ণ যেন—সেইস্থানে শিকড়ের ন্যায় বসিয়া গিয়াছেন, নড়েন না, যেন পর্ব্বত। অবশেষে মাটী হইতে কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণ উপরে উঠেন না দেখিয়া, সত্যভামা লজ্জায় ও বিস্ময়ে, অবাক্ হইয়া গেলেন সত্যভামাকে—নারদের নিকট অপমানিত হইতে দেখিয়া, তখন উদ্ধব বলিলেন ? সত্যভামা—ঐ সমস্ত স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা ইত্যাদিসব তুলিয়া লইয়া উহার পরিবর্ত্তে, একটী তুলসী পত্রে হরিনাম লিখিয়া উহাতে দাও, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সমান হইবে, এমন কি ? তদপেক্ষা ভারি হইতে পারে সত্যভামা—এই কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ ঐ সমস্ত দ্রব্য তুলিয়া লইয়া, উহার পরিবর্ত্তে তুলসী পত্রে হরিনাম লিখিয়, পাল্লায় দিতে দেখেন—যেদিকে, শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছিলেন, সেইদিক অনেক উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে,এবং যেদিকে "হরিনাম লেখা"তুলসী পত্র ছিল,সেইদিক ভারি হইয়া মাটিতে ঠেকিয়াছে। অতএব হরি অপেক্ষা—"হরির নাম বড় " (ভক্তের মান—বাড়াইবার জন্য।) আবার নামেতেই মুক্তি, জ্ঞান ও ভক্তি নাম জপই মূল মন্ত্র

ঘৃণা (অর্থাৎ ভগবানের নামে অভক্তি করা।) ভগবানের ভক্তকে অভক্তি করা। ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—ভারত* ভক্ত ও ভগবান এ তিনই এক সমান

ভয় ঃ—(কোথায় আছে) "যাকে তুমি—ভয় কর মনে
(ভয় বিনা) ভক্তি তারে করিবে কেমনে ॥"

* ভারত (অর্থাৎ—মহাভারত)—পূর্ব্ব কালে মহর্ষিগণ এক সময়ে তুলাদণ্ডে একদিকে চারিবেদ ও অন্যদিকে ভারত পুস্তক স্থাপন করেন, তাহাতে ভারত, বেদ চতুষ্টয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। সেইজন্য—মহাভারত নাম হইয়াছে।

অর্থাৎ যাহাকে তুমি মনে মনে ভয় কর, তাহাকে তুমি কেমন করিয়া ভাল বাসিবে, ভক্তি করিবে কারণ-ভয় করিলে, ভালবাসা বা ভক্তি আসে না। কথায় বলে—"ভয়ে ভক্তি।" আর একটী আছে সঙ্কোচ—জড় ভাবাপন্ন হওয়া অতএব লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও সঙ্কোচ এই কয়টির একটী থাকিলে, তাহার ভগবানের নাম ঠিক হইবে না। কারণ এ সমস্তই পাশ বা বন্ধন সেইজন্য প্রথমে বিশ্বাস এবং পরে ভাল বাসা ও ভক্তি হয়। (যাঁহারা প্রথম ভগবানের নাম আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের "প্রবর্ত্তক" বলে)

কোন সময়ে একটি লোকের মেয়ে ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অতি অল্প বয়সেই মেয়েটি বিধবা হইয়াছিল। পাড়ার সমবয়সী মেয়েদের অনেকেরই স্বামী আছে, তাহা দেখিয়া একদিন মেয়েটি তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিল—বাবা, আমার বর কোথায়? হঠাৎ মেয়েটীর মুখে এই কথা শুনিয়া, তাহার পিতা স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন মা. তোমার বর আর কে? "গোবিন্দই তোমার বর" পিতার মুখে এই নিদারুন কথা শুনিয়া, মেয়েটি তখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার স্বামী নাই। মেয়েটি তখন ঘরে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল, হে গোবিন্দ! হে প্রভু! হে দীননাথ! আমার স্বামী নাই—আমি অনাথিনী, কাঙ্গালিনী—এ সংসারে আর আমার কেহই নাই, এবং স্বামীকেও মনে নাই—তুমি আমায় দেখা দাও। গোবিন্দ! গোবিন্দ! বাবা আমায় ঠিক কথাই বলিয়াছেন। "তুমিই আমার বর"। এই বলিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল—এবং তাহার হৃদপিণ্ড যেন ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। তখন ভক্তবৎসল-ভগবান—মেয়েটির "সরল বিশ্বাস" ও কাতর ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—ভক্তের কাঁন্না শুনিয়া চঞ্চল হইলেন, অস্থির হইলেন।

তাঁর প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠিল, হৃদয় তন্ত্রী-বীনার ঝঙ্কারেরন্যায় যেন বাজিয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন বা হইয়াছিলেন ও তাহার ভবসংসারের দুঃখ দূর করিয়াছিলেন অতএব—সেইরূপ মেয়েটির মত, সরল ভাবে ব্যাকুল হইয়া, ভগবানের জন্য কাঁদিতে* পারিলে, ভগবান স্থির থাকিতে পারেন না ভক্তবৎসলকে সেই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া আসিতে হইবে,নচেৎ তাঁর নামে কলঙ্ক হইবে, এবং কেহ কাঁদিতে কাঁদিতে আর ডাকিবে না। কিংবা নিষ্ঠুর ভাবিয়া, ভাল বাসিবে না এবং দয়াময় ও বলিবে না প্রকৃত-কথা, ভগবানকে কাঁদিয়া ডাকিতে পারিলে—ভগবান আপনি ছুটিয়া আসিয়া থাকেন।

ভক্তি যোগই ঠিক কাঁদিলে কুম্ভক আপনি হয় অর্থাৎ মন একাগ্র হয়, মন একাগ্র হইলেই বায়ু স্থির হইয় যায়। আর বায়ু স্থির হইলে, বুদ্ধি স্থির হয় যাহার হয়, তিনি নিজে জানিতে পারেন না কোন স্ত্রীলোক যদি অন্যমনস্কে কাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে, এবং অন্য কোন স্ত্রীলোক, যদি তাহা দেখিতে পায়, তাহা হইলে যেমন বলে, ("ওলো—তোর ভাব লেগেছে নাকি লো") "একদৃষ্টে" কি দেখিতেছিস ? সেইরূপ কুম্ভক হইলে,ভাব হয় ও ভাবেতে অবাক হইয়া যায়। "বীর্য্য" রাখিলে কুম্ভক হয় ও ভাবেতে কুম্ভক আপনি হয়, কুম্ভক হইলে, সমাধি হয় সমাধি—দুই প্রকার। ভাবসমাধি ও জড় বা নির্ব্বিকল্প সমাধি কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে, একুশদিনে মৃত্যু হইবে

*মহাত্মা বামা ক্ষেপা বলিয়াছেন :—(ছেলে মাকে দেখ্‌বে, তার আর শক্ত কথাটা কি ? সরল ছেলেটি হয়ে, মাকে কেঁদে ডাকলেই সে বেটী দেখা দেয়। আর ভক্তি বিশ্বাস থাক্‌লে, মাকে পেতে আর কিছুই বা কোন শক্ত নাই। আমি বাপু—অত যোগ যাগ বুঝি না ? কেবল সময় নষ্ট কর। যখন কেঁদে ডাকিলেই পাওয়া যায়, তখন অত করা কেন ?)

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

সেই সময়ে তাঁহার মুখে দুধ দিলে দুধ গড়াইয়া পড়িবে। এমন কি ? দুধ পর্য্যন্তও খাইতে পারিবে না জীবকোটী নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরকোটী মনে করিলে, নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে ফিরিয়া আসিতে পারেন জীবকোটীর অপরাধ হয়—কিন্তু ঈশ্বর কোটীর অপরাধ হয় না জীবকোটীর ভাব পর্য্যন্ত, প্রেম হয় না। কিন্তু—ঈশ্বর কোটীর প্রেম হয়

ভাবসমাধি—যেমন কাঠ পোড়াইলে ছাই বাকি থাকে, কিন্তু কর্পূর পোড়াইলে, কিছুই বাকি থাকে না। সেইরূপ ভাবসমাধিতে আমি করিতেছি (এই সামান্য অহংটুকু—ছায়েরন্যায়বাকি থাকে) কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে কিছুই বাকি থাকে না। যেমন—কর্পূর পোড়াইলে কিছুই বাকি থাকে না।

(গীত।)

রামপ্রসাদী সুর।

জয় কালী—জয় কালী বল
লোকে বলে বলবে—পাগল হল
লোকে মন্দ বলে বলবে, তায় কিবে তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল ॥

যোগ। চিত্তবৃত্তি নিরোধ। বাহ্য বিষয় হইতে মনকে প্রতি নিবৃত্তি করা। ধ্যান, ধারণা, সমাধি ধ্যান—ব্রহ্মাত্ম চিন্তা। ধারণা—ব্রহ্ম বস্তুতে মনের স্থিতি। সমাধি—"অহং ব্রহ্মাস্মি" (অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম—এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিতি। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ ইন্দ্রিয় নিরোধ—সমাধান

"গুরু বাক্যে বিশ্বাস" .

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেনঃ—

"গুরুবাক্যে" বিশ্বাস করিয়া অনবরত সৎকার্য্য করিয়া গেলে,সেইরূপ অনুসারে কার্য্য করিতে পারিলে, তবে তাঁহার ঈশ্বর দর্শন হয় লোহার শিকল দিয়া একটী কড়িকাঠকে বাঁধিয়া, জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে যেমন,—উপর হইতে কড়িকাঠকে দেখা যায় না। তবে দেখা যাইতেছে যে, শিকলটি জলের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছে, কিন্তু জলের মধ্যে শিকলিতে কিছু বাঁধা আছে কি না—উপর হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু, আবার লোহার শিকলটী ধরিয়া বরাবর যদি জলের মধ্যে যাওয়া যায়, তাহা হইলে আবার কড়িকাঠটিকে ধরিয়া জল হইতে তুলিয়া আনিতে পারা যায় ও আনিতে পারা যায়। সেইরূপ ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু "গুরুবাক্যে" বিশ্বাস করিয়া, যদি ক্রমান্বয়ে সৎকার্য্য করিয়া যাওয় যায়, তাহা হইলে আবার ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গুরুবাক্যে—বিশ্বাস করিয়া সৎকার্য্য করিয়া গেলে, ভগবানের কৃপা লাভ হইয়া থাকে। "গুরুবাক্য" বিশ্বাসই একমাত্র প্রধান উপায় (অতএব—"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু" —তর্কে বহুদূর)

"শক্তি—প্রভেদ।"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

সংসারে অনেকে বলেন পুত্র না হইলে—পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার হয় না। কিন্তু সেটা—বিষয়াসক্ত সংসারী জীবের পক্ষে, "সকলের পক্ষে নহে" কারণ—ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, পুত্র উৎপাদন করিবার শক্তি, আর ভাগবান লাভ করিবার শক্তি, এ (দুটী শক্তি) এক নহে। যেমন গঙ্গার উপর দিয়া হাঁটিয়া গঙ্গা পার হওয়া—এ একশক্তি,

আর কলিকাত হইতে বলিয়া দেওয়া, কাশীতে কি হইতেছে—এ একশক্তি ও দুটী শক্তি এক নহে। অনেক প্রভেদ। আর একটী কথা—"মানব জীবনের উদ্দেশ্য' কেবলমাত্র পুত্র উৎপাদন নহে। ঈশ্বর লাভই "জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য' কথায় বলে—"পুত্রার্থে ক্রিয়াতে ভার্য্যা।" (অর্থাৎ পুত্রের জন্য বিবাহ করা, কারণ পুত্র পুৎ-নামক নরক হইতে উদ্ধার করিবে।) কিন্তু—ভগবানের কৃপা লাভ হইলে, তাঁর আবার নরকের ভয় কি? কথায় বলে—"কীর্ত্তিযস্য সঃ জীবতি"। কারণ জগতে কীর্ত্তি থাকা, আর বাঁচিয়া থাকা এ দুই সমান জগতে কীর্ত্তিই থাকে, পরে সময়ানুসারে তাহাও লোপ পায়। আবার পুত্র বাপের নাম রাখিবে কি? নাম ডুবাইবে—তাহার ঠিক কি? তবে সাধু পুত্র হওয়া, অনেক সৌভাগ্যে হয়। অতএব পুত্র লাভ ও ঈশ্বর লাভ, এক নহে অনেক প্রভেদ।

"জ্ঞান লাভ।"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :—

সংসারে লোকের জ্ঞান হইয়াছে—(চৈতন্য হইয়াছে) বলিলে বুঝিতে বা জানিতে হইবে যে, তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ এইটী হবে, হরিনাম করিতে করিতে চক্ষে জল আসিবে ও তাঁর "মধুর" নাম শুনিলেই শরীর রোমাঞ্চ ও পুলকিত হইবে। এরূপ যদি কাহারও হয় বা হইয়া থাকে, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, তাহার ভগবান লাভ হইয়াছে ভগবানের প্রতি প্রেম আসিয়াছে, অনুরাগ আসিয়াছে, ভালবাসা আসিয়াছে। অতএব "চৈতন্য" না হইলে—সেই চৈতন্যকে চিনিতে পারা যায় না। আবার "চৈতন্য' যিনি—তিনি চৈতন্য না দিলে—চৈতন্য হয় না, জ্ঞান হয় না।

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

"তুলসী সংসারমে আইয়ে—সব্‌সে মিলিয়ে ধায়,
নাজানে, কোন্ ভেক্‌সে—নারায়ণ মিল্ যায়।"

(অর্থাৎ হে তুলসী) সংসারে আসিয়া সকলের সহিত মিলিয় মিশিয়া চল জানি না—ভগবান আমায় কিরূপে ও কি ভাবে দর্শন দেন

"আন্তরিক—ভালবাসা।"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :

প্রকৃত ভালবাসা, অর্থাৎ আন্তরিক ভালবাসা থাকিলে, (যাহাকে বলে প্রাণের টান) সেইরূপ ভগবানকে পাইবার জন্ত প্রাণের টান থাকিলে, ব্যাকুলতা, অনুরাগ, ভালবাসা থাকিলে, সমস্ত ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তাহার কোন ভুল নাই বৈষ্ণবেরা, শাক্তেরা, শৈবেরা, বেদান্তবাদীর আবার এমন কি? মুসলমান, খৃষ্টান এরাও পান বা পাইয়া থাকে

গীত।

জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজী,
"যে ভাবে" যে তোমায় ডাকে—"তাতে তুমি হও মা রাজী'
মগে বলে ফরতাবা, গড্ বলে ফিরিঙ্গী যারা,
খোদা বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শৈব তুমি শিবের উক্তি,
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি, গানপত্য বলে গনেশজী
শিল্পি বলে বিশ্বকর্ম্মা; বদর বলে নায়ের মাঝি

"এক রাম,তাঁর হাজার নাম—"লক্ষ নাম'—"কোটী নাম"—আবার —তেত্রিশকোটী দেবতা। অতএব কেহ বলিতেছেন রাম,—কেহ

বলিতেছেন হরি,—কেহ বলিতেছেন কালী,—কেহ বলিতেছেন শিব,—কেহ বলিতেছেন সূর্য্য—কেহ বলিতেছেন ব্রহ্ম ইত্যাদি আবার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা,কেহ কেহ আল্লা গড্‌ও বলিতেছেন। নামের ইয়ত্তা নাই। যেমন একই জল, কেহ বলিতেছেন জল, কেহ বলিতেছেন পানি, কেহ বলিতেছেন ওয়াটার, আবার কেহ কেহ বলিতেছেন একোয়া, আব্‌ ইত্যাদি। কেবলমাত্র রুচি ভেদে, আর অধিকারী ভেদে, পৃথক পৃথক দেখাইতেছে, কিন্তু একই জিনিষ, নানারূপ ও নাম হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর কেহ কেহ মনে করে,তাহাদের ধর্ম্মটাই ঠিক, আর সকলের মিথ্যা এইরূপে ভেদাভেদ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা ভাল নহে। কারণ তাহাতে অহং আসে ও তাহাতে নিজেরই ক্ষতি ও পতন হয়। অতএব কাহারও দেবতাকে নিন্দা না করিয়, যাঁহার যে মূর্ত্তি ভাল লাগে, তিনি সেই মূর্ত্তি লইয়, তাঁহাকে ইষ্ট ভাবিয়া, তাঁর পূজা ও নাম জপ করা কর্ত্তব্য। কারণ একই বস্তু যেমন এক দুগ্ধ হইতে, নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে বা হয় সেইরূপ একই ভগবান,ভক্তের নিকট নানারূপ হইয়াছেন কাহারও ধর্ম্মে ঘৃণা প্রকাশ বা মনে অহঙ্কার করিলে,পাপ হয় সমস্তই ঠিক সামান্য মানুষে কি জানিবে? (চিনির পাহাড় আর পিঁপড়ে) রুচি ভেদে ও অধিকারী ভেদে,পৃথক বোধ হয় সেইজন্য নানা মূর্ত্তি আবার অসংখ্য পথ অসংখ্য মত ও অসংখ্য রূপ (অর্থাৎ যার যেটা ভাল লাগে) যেমন বাড়ীতে মাছ আসিলে,যাহার যেমন পেটে সয়, মা তাকে সেইরূপ রান্না করিয়া দেন অর্থাৎ কাহাকেও মাছের ঝোল,কাহাকেও মাছ চচ্চড়ী,কাহাকেও মাছের অম্বল ইত্যাদি—(যাহার যেটা ভাল লাগে বা পেটে সয়)সেইরূপ এক ভগবানকে নানাভাবে, নানা লোকে, অনেক প্রকার নাম দিয়াছে ও নাম করিয়া ডাকিতেছে। আবার. ("নানা মুনির নানা মত") (As many men as many

minds.) কিন্তু ভগবান যে কি কত বড়। তাঁহার কত নাম। এ পর্য্যন্ত কেহ জানে না—বা কেহ সমস্তটী বলিতেও পারেন নাই সেইজন্য সমস্তই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ভগবান উচ্ছিষ্ট হন নাই কারণ "তাঁর সীমা নাই"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

তিনি চিনির পাহাড় আর মানুষ—একটী ছোট খুঁদে পিঁপড়ে। "শুকদেব গোস্বামী" ও "নারদ" তাঁহারা বড় জোর (বড়) ডেঁও পিঁপড়ে ছিলেন তাঁর ইতি নাই, "শেষ নাই" তবে আন্তরিক ভাবে, "ডাকার মত"—"ডাকিতে পারিলে," তবে তাঁর রূপ হয় (আবার নিজেকে নিজে—চিনিতে না পারিলে কিছুই হয় না)

ভক্ত রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছেন ঃ—

ডাক্‌র মতন ডাক দেখি মন, কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে।
মন যদি একান্ত হও—জবা বিল্বদল লও
ভক্তি চন্দন মিশাইয়ে মার পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও

(কামনা শূন্য না হইলে ঠিক ঠিক ডাকা যায় না)

রাধিকা একজন সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি? আমি কৃষ্ণকে এত ডাকিতেছি, কিন্তু কই আমি ত তাঁকে দেখিতে পাইতেছি না। ইহার কারণ কি? তাহাতে সখি বলিল—সখি! "অনুরাগ অঞ্জন" চক্ষে দিয়া দেখ, তবে তুমি তাঁকে দেখিতে পাইবে সেইরূপ অনুরাগ রূপ "অঞ্জন" চক্ষে দিয়া দেখিলে, তবে ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁর জন্য কাঁদিতে হয় ভগবান রামকৃষ্ণদেব, সর্ব্বধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। তাঁর নিকট, সকল ধর্ম্মের লোকই আনন্দ পাইয়াছিলেন আবার তিনি বলিতেন দেখ? কখন বলি কালী, কখন বলি হরি, কখন বলি রাম, এ সমস্ত বলি

কেন ? তার মানে, যেমন বাড়ীর দাসী বাজারের পয়সা লইবার সময় হিসাব করিয়া করিয়া বলে, এট আলুর পয়সা, এটা বেগুণের পয়স, এটা পানের পয়সা ইত্যাদি তাহার পর সে মিশিয়ে অর্থাৎ সমস্ত পয়সা এক করিয়া মিশাইয় লয় সেইরূপ মধুর ভাবে (ভাল বাসিলে) ভালবাসা হইলে,তাঁহার নিকট সমস্তই এক বলিয়া বোধ হয় তখন কিছুই ভেদাভেদ থাকে না তথন "হৃদে কালী" "বহিঃ শিব" এবং "মুখে হরি বোল।"

"সোহহং"।

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন ঃ—

যাঁহারা সংসারে আছেন ও যাঁহাদের দেহাত্মবুদ্ধি আছে, তাঁহাদের সোহহং এভাবটী ভাল নহে কারণ আমি যাইবার নহে আমিরূপ কুম্ভ (অর্থাৎ আমিরূপ ঘট থাকিতে, সোহহং হয় না) যেমন একটা কিছু জিনিষ দেখিতে গেলে,তিনটী জিনিষের দরকার হয়। মন, চক্ষু ও আলো। তাহা ন হইলে কোন বস্তু দেখিতে পাওয় যায় না অতএব যতক্ষণ মনের এই সকল কার্য্য চলিতেছে,ততক্ষণ আমি রহিয়াছে, যতক্ষণ আমি রহিয়াছে, ততক্ষণ কেমন করিয়া বলিতে পারি আমি নাই, কিংবা জগৎ নাই আমি ন থাকিলে,আমার দেহ না থাকিলে,সে স্বতন্ত্র কথ। অতএব ভক্তের ন্যায় থাকাই দরকার ও থাকিলেই ভাল নতুবা সমস্তই করা যাইতেছে, আর "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমি ভগবান ইহা পাগলামী বা লোকে পাগল বলিবে তবে ভগবানের অংশবটে যেমন গঙ্গারই ঢেউ ঢেউয়ের গঙ্গা হয় না মণির জ্যোতিঃ, জ্যোতির মণি হয় না সূর্য্যের রশ্মি, রশ্মির সূর্য্য হয় না। সেইরূপ ভগবান হইতে আমি "আমা হইতে ভগবান নয় বা হয় না, বা আমি ভগবান, একথা কেহ বলিতে পারেন না। আমি (না থাকিলে) সমাধিতে থাকিলে, সে স্বতন্ত্র কথা। আর সে সময় কেহ বলিতে পারেন না যে, আমি কি। তখন (আমি টামি থাকে না।)

"ভোগ বাসন ও ব্যাকুলতা"।

মানুষের ভোগবাসনা না যাইলে অর্থাৎ (যাহা কিছু সংসারে ভোগ করিবার জিনিষ তাহা ভোগ হইয় ন গেলে) মন, প্রাণ, অন্তঃকরণ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয় ন অতএব মন যখন, ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইবে ও প্রাণ যখন তাঁব জন্য কাঁদিয় উঠিবে, তখনই জানিতে হইবে যে, ভোগবাসনা চলিয়াগিয়াছে এবং ভগবান লাভ হইতে আর তাঁহার দেরি নাই ভোগান্ত ন হইলে—ভগবানের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় না সংসারে মা ছোট ছোট ছেলেদেব লাল চুষীকাটি দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া সংসারের কাজকর্ম্ম করেন, কিন্তু ছেলেদের যখন আর লাল চুষী কাটী ভাল লাগে না, তখন লাল চুষীকাটি ফেলিয়া দিয়া, মা মা বলিয়া মার নিকট যাইবার জন্য কান্না আরম্ভ করে বা কবিয থাকে কিন্তু মা যেখানেই থাকুন, ভাতই চড়ান, আর চুলই বাধুক, তৎক্ষণাৎ ছেলের কান্না শুনিয়া মা যেমন ছুটিয় আসিয়া কোলে তুলিয় লন, ছেলেকে সান্ত্বনা করে সেইরূপ, সংসারে লাল চুষীকাটি (অর্থাৎ কামিনী ও কাঞ্চন) "সংসার ভোগেচ্ছা" যখন সংসারে লোকের আর ভাল লাগে না। ভোগ করিবার বাসনা যখন মিটিয়া যায়, সেই সময়ে যদি কেহ মা মা বলিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিয়া ডাকিতে পারেন, তাহা হইলে মা যেখানেই থাকুন, ছুটিয় আসিয়া কোলে তুলিয়া লন। ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে পারিলে, তবে তাঁর দয়া হয় ও মা ব্রহ্মময়ী ছুটিয়া আসিয়া কোলে তুলিয়া লন। ভগবানের প্রতি ভালবাসা করিতে হইলে, প্রাণে ব্যাকুলতা ও অনুরাগ থাকা চাই—এবং গুরুবাক্যে বিশ্বাস থাকা—বা করা দরকার। কিন্তু, সেরূপ ব্যাকুলতা, সাধারণতঃ লোকের সংসারের প্রতি হইয়া থাকে, ভগবানেতে বড় হয় না।

("ভক্তিই প্রধান বস্তু, আর সব অবস্তু")

ঠাকুরকে জড় পদার্থ মনে করিলে, ঠাকুরের সহিত "ভালবাসা" হয় না বা তাহাকে ভালবাসা বলে না "কালী মাটী"; কিম্বা "মাটী কালী", কোনটা প্রকৃত—এ দুটীর কোনটাই প্রকৃত বা ঠিক নহে কারণ কালী মাটী (মৃত্তিকা নহে। কিম্বা (মৃত্তিকা) বা মাটী মা কালী নহে "মূর্ত্তি একটি উপলক্ষ মাত্র" কারণ শূন্যে ভালবাসা হয় না। আমার বিশ্বাসই কালী, বা আমার ভক্তিই কালী—আমার যাহাকে বিশ্বাস ও ভক্তি হইবে তিনিই 'মা কালী' 'হরি' 'শিব' 'আল্লা'·'গড্' 'যিশু' কিন্তু বিশ্বাস, করিতে হইবে। কারণ—প্রথমে বিশ্বাস, পরে ভক্তি—আবার বিশ্বাস না হইলে, ভক্তি আসিবে-না কিন্তু ভয়ে ভক্তি করিতে হইবে সূর্য্য উপাসক যাঁরা তাঁহারা বলেন আমরা মাটী,* কাঠ কিম্বা পাথর এ সমস্ত কিছুই মানি না। আমরা প্রত্যক্ষ দেবতাকে মানি (সূর্য্যদেবা যিনি প্রত্যক্ষ দেবতা এবং যাহা আমরা চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি।) (যাঁহার আলোয় এ জগতের বিকাশ এবং আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছি তাঁহাকে আমরা মানি) এবং পঞ্চভূত মানি। যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি বা উৎপত্তি।

---

* মাটীর প্রতিমা বটে, কিন্তু তিন্ জনের ভক্তি হইলে তবে প্রতিমায় মা অবির্ভাব হন। প্রথমে যে ঠাকুর তৈয়ারি করিবে, তাহার ভক্তি থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ যাহার বাটীতে পূজা হইবে, তাঁহার ভক্তি থাকা চাই তৃতীয়তঃ যিনি পূজা করিবেন তাঁহার ভক্তি থাকা চাই, তবেই মা আবির্ভাব হন।

† আবার সূর্য্যদেব (চন্দ্রদেব, গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি সমস্ত) আছেন বলিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি আলো পাইতেছি। ইহাদের আকর্ষণে পৃথিবী প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ শত ক্রোশ ঘুরিতেছে ইহারা না থাকিলে পৃথিবী রসাতলে যাইত। আবার একই সময়ে, পৃথিবীর অদ্ধাংশ অর্থাৎ নর্থ ও সাউথ আমেরিকায় যখন সকাল—তখন এখানে সন্ধ্যা,—যখন এখানে রাত্রি সেখানে দিন। ঠিক বিপরীত।

যঁ হারা নাস্তিকতা দেখান, কিছুই মানেন না, তাঁহাদের নিকট "সূর্য্যদেব" একটী প্রত্যক্ষের বিষয় বটে

কারণ সূর্য্যদেবের প্রতি চাহিলেই, দেবতা প্রত্যক্ষ আছেন কি না ? তখন বুঝিতে বা জানিতে পারা যায় আবার পাপ কার্য্য করিলে, চক্ষের "জ্যোতিঃ—শক্তি" থাকে না। যাহারা অজ্ঞান, তাহার কেহ কেহ বলে (বলিয়া থাকেন) অভ্যাস করিলে হয় ; কিন্তু, তাহা নহে। জ্ঞান সূর্য্য প্রস্ফুটিত—কুল-কুণ্ডলিনী জাগ্রত না হইলে, জ্ঞান চক্ষু লাভ হয় না ও সেইজন্য সকলের চাহিবার ক্ষমতা হয় না। বেদে আছে (যখন মনের বাস "চতুর্থ ভূমি' তখন জ্যোতিঃ দর্শন হয়।) ঐ "সূর্য্যদেবই" প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃরূপে দর্শন হয় সংসারে স্বভাবতঃ লোকের নিম্ন দৃষ্টি (অর্থাৎ ভোগবাসনা, কামনা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি।) সেই জন্য ভগবানের জন্য "মন প্রাণ" কাঁদে না। কিন্তু ভক্তি পথই সহজ পথ। শুদ্ধা ভক্তি থাকিলে, তাহার আর অন্য কিছু যোগ যাগ তপস্যার দরকার হয় না। কিন্তু সবল প্রাণ, সরল মন, সরল চিত্ত ও বিশ্বাস না থাকিলে আবার হয় না।

কোন সময়ে এক ব্রাহ্মণ, তাহার একটি ছোট পুত্রকে একদিন পূজা করিবার ভার দিয়া, কোন স্থানে যাইবার পূর্ব্বে, পুত্রকে বলিলেন বাবা ! বাড়ীতে ঠাকুর আছেন তুমি জান ? যেমন আমি প্রত্যহ পূজা করি ও ঠাকুরকে ভোগ খাওয়াই ; সেইরূপে ঠাকুরকে ভোগ খাওয়াইও। আমার অন্য স্থানে আবশ্যক আছে—এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে পুত্র ভোগের সময়, ঠাকুরকে ভোগ সাজাইয়া দিয়া বলিল ঠাকুর খাও।' ঠাকুর খাও। কিন্তু ঠাকুর আর খাননা নড়েনওনা, চড়েনওনা। ছেলেটী মনে করিয়াছিল, ঠাকুর বোধ হয় ভোগ খান। তাহা না হইলে, বাবা চলিয়া যাইবার সময় ঠাকুরকে ভোগ

খাওয়াইতে বলিলেন কেন? যাহা হউক—ঠাকুরকে অনেক সাধাসাধী, অনেক খোসামোদ করিয়া ডাকিবার পর, ঠাকুর যখন কিছুতেই ভোগ খেলেন না এমন কি? ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্য্যন্তও একটু নড়িল না কাঠের পুতুলের ন্যায় ঠাকুর যেমন বসিয়াছিলেন, সেইরূপই রহিলেন। তখন ছেলেটী মনে মনে ভাবিল, বোধ হয় ঠাকুর দুষ্টামি করিতেছে, কিম্বা রাগ করিয়া খাইতেছে না। অতএব বলিল—ঠাকুর খাবে তো খাও? নয়তো লাঠী নিয়ে আসছি, দাঁড়াও—তোমার মাথা ভাঙ্গবো। 'বাব্যর কাছে খাও'—আমার কাছে খাবে না চালাকি? রোস দেখি—এই বলিয়া রাগে অভিমানে মনের দুঃখে (কি ঠাকুর আমার কথা শুনিল না।) একগাছি লাঠী লইয়া আসিল এবং কাঁদ কাঁদ ভাবে ঠাকুরকে মারিতে উদ্যত হইল। সেই সময়ে ঠাকুরের প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠিল। ঠাকুর ছেলেটীর বিশ্বাস "সরল প্রাণ" ও ছেলেটীকে কাতর ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সরলতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন, ঠাকুরের হৃদয় তন্ত্রী যেন বাজিয়া উঠিল, যেন ঠাকুরের প্রাণে গিয়া আঘাত করিল—অমনি সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া, হাসিতে হাসিতে লাঠিটী ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন,—এই যে আমি ভোগ খাচ্চি বৎস। মারিবার দরকার নাই। ছি ছি তুমি কাঁদিও না এই বলিয়া ঠাকুর ভোগ খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন ঠাকুরের ভোগ

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান সর্ব্বপ্রকার বাসনা ত্যাগের নাম শম জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত রাখাকে দম বলা যায়। বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্তি করিয়া নিশ্চল ভাবে রাখাকে উপরতি বলে চিন্তা বিলাপ রহিত হইয়া সকল প্রকার দুঃখকে সহ্যকরার নাম তিতিক্ষা শাস্ত্র বাক্য ও গুরুবাক্য সত্য বুদ্ধিতে অবধারণ করাকে শ্রদ্ধা বলা যায় লক্ষ ব্রহ্ম বস্তুতে চিত্তের একাগ্রতাকে সমাধান বলে।

খাওয় হইয়া গেলে, ছেলেটী বাটীর ভিতর যাইয়া সকলকে বলিল—ঠাকুর ভোগ খেয়েছে এই কথায় সকলে অবাক হইয়া গেল। অতএব এ সংসারে বালকের স্থায় বিশ্বাস ও সরল প্রাণ না হইলে, ভগবানের কৃপা লাভ হয় না। আবার পূর্ব্ব জন্মের কিছু সৎকার্য্য কথা না থাকিলে, একেবারে "ভোগবাসনাও যায় না" মন সবলও হয় না, আর বিশ্বাসও হঠাৎ হয় না (সরলতা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি)।

"নিম্ন দৃষ্টি ও ঊর্দ্ধ দৃষ্টি"।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

সংসারে লোকের মন—স্বভাবতঃ "নিম্ন দৃষ্টি" অর্থাৎ অধিকাংশ লোকেরই পেটের চিন্তা (মন-কামিনী ও কাঞ্চনে) তবে খুব কম লোক এমন আছেন, যাঁহাদের "ঊর্দ্ধদৃষ্টি" আছে। (অর্থাৎ সময়ে সময়ে, তাঁহাদের দৃষ্টি ঊর্দ্ধে থাকে) তাঁহারাই "সংসারী—জ্ঞানী"। মনুমেণ্ট কিংবা কাশীতে বেণীমাধবের ধ্বজায় অথবা খুব উঁচু স্থানে উঠিলে যেমন, নীচের জিনিস ছোট ছোট দেখায়, আর গাড়ি ঘোড়ার শব্দ, মানুষের চীৎকার শব্দ শোনা যায় না; সেইরূপ মনের "ঊর্দ্ধদৃষ্টি" হইলে বা থাকিলে, মন উপরে উঠিয়া গেলে, আর "সংসারের বিষয়ে" তত খবর থাকে না (তত মন যায় না, ভাল লাগে না)

"মায়া বা অহং"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

সংসারে লোকের অহঙ্কারের জন্য বিশ্বাস কম। সেইজন্য ভগবানকে সকলে দেখিয়াও দেখিতে পান না ও চিনিয়াও চিনিতে পারেন না। (কারণ অহঙ্কারের জন্য বিশ্বাস কম)—কাজেই জ্ঞান চক্ষু লাভ হয় না; দিব্য চক্ষু পান না। পুষ্করিণীতে পানায় ঢাকা থাকিলে, যেমন জল

দেখা যায় না কিন্তু পানা সরাইলে, যেমন জলকে আবার দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ মায়া বা অহঙ্কার ত্যাগ না করিলে (না সরাইলে) ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায় না। মেঘ হইতে যেমন, সূর্য্য বা চন্দ্র দেবকে ঢাকিয়া ফেলে, দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু তাহা বলিয়া কি ? সূর্য্য বা চন্দ্রদেব নাই তাহা নহে—মেঘ সরিয়া গেলে সূর্য্য বা চন্দ্রকে আবার দেখিতে পাওয়া যায় দিনের বেলায় যেমন আকাশে *নক্ষত্রকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই বলিয়া কি ? নক্ষত্র নাই। নক্ষত্র ঠিক আছেন। সূর্য্যের জ্যোতিতে (তেজেতে) নক্ষত্রকে দেখা যাইতেছে না, বা—দেখা যায় না। আবার—যেমন সম্মুখে কোন বস্তু থাকিলে, তাহার পশ্চাতের বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না, কিম্বা কাপড় দিয়া আড়াল করিলে, যেমন আপনি আমায় দেখিতে পান না। সেইরূপ পরমাত্মা ও জীবাত্মা এ দুইয়ের মধ্যে মায়া বা অহং ব্যবধান আছে বলিয়া, ভগবানকে সকলে দেখিতে পায় না। পরমাত্মা ও জীবাত্মা এ দুইয়ের পরস্পর মিলন হইলে, আবার স্বস্বরূপ দর্শন হয় (সংসারে কামিনী ও কাঞ্চনরূপ মায়া ব্যবধান আছে বলিয়া, যিনি পরমাত্মা তাঁহাকে দেখিতে পান না।) সংসারে "কামিনী ও কাঞ্চনই মেঘ" (অর্থাৎ ভগবান লাভের প্রতিবন্ধক।) (যেমন সূর্য্য, চন্দ্রদেবকে এই দেখা যাইতেছিল ; কিন্তু কোথা হইতে আবার একখানি মেঘ আসিয়া ঢাকা দেওয়াতে, সব অন্ধকার হইয়া গেল ; আর দেখা গেল না।) সেইরূপ কামিনী ও কাঞ্চনই মায়া বা অহং (পরমাত্মা মণি ও জীবাত্মা লাল গোলাপ ফুলের ন্যায়)

কোন সময়ে, কাকভুষণ্ডী অহংকারেতে রামচন্দ্রকে অবতার বলিয়া মান্য না করাতে, রামচন্দ্র রাগেতে কাকভূষণ্ডীকে মারিতে তাড়া করেন।

* অনেকদিনের কথা একবার এরূপ সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল যে, সমস্ত অন্ধকার হইয়া যাওয়াতে আকাশে নক্ষত্র বাহির হইয়া ছিল।

তখন—কাকভূষণ্ডী একবার ব্রহ্মলোক, একবার বিষ্ণুলোক ও একবার কৈলাস, এইরূপে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল সমস্ত স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে না পালাইতে পারিয়া, যখন রামচন্দ্রের হাতে ধরা পড়িল, তখন রামচন্দ্র কাকভূষণ্ডীকে মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন তাহার পর কাকভূষণ্ডী দেখে যে, সে তাহার গাছে বসিয়া আছে তখন কাকভূষণ্ডী মনে মনে ভাবিল, "রামচন্দ্র" মানুষের ন্যায় আকৃতি বটে, কিন্তু তাহার উদরে এই "ব্রহ্মাণ্ড" আছে। অতএব অহংকার শূন্য না হইলে তাঁর হস্তে নিস্তার নাই, আর তাঁর কৃপা লাভ হয় না আবার "ভগবানকে একবার ডাকিলেই যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে কেহ আর ডাকিত না। (আর ভগবান এত মধুর ও হইতেন না)

"বৈধি ভক্তি ও রাগ ভক্তি।"

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

"তুলসী জপ্ তপ্ পূজিয়ে,
সব্ গোড়িয়াকি খেল্
যব্ প্রিয়সে সর্‌বর হোই
তব্ রাখ পেটারি মেল।"

হে তুলসী :—জপ, তপ, পূজা এ সমস্ত পুতুল খেলার ন্যায় যেমন ছোট ছোট মেয়েরা, পুতুল খেলা করে, কতদিন—(যতদিন না—স্বামীর ঘর করে, স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, ভালবাসা হয়) কিন্তু—"স্বামীর সহিত ভালবাসা হইলে, আর পুতুল খেলা করে না।" পেঁটরায় তখন পুতুল তুলিয়া রাখে সেইরূপ মানুষের যতদিন না ভগবানের সহিত ভালবাসা হয়, ততদিন পূজা, জপ, তপ এই সমস্ত করেন।

কিন্তু ভালবাসা হইলে আর পূজা, জপ, তপ এ সমস্ত কিছুই থাকে না, সমস্তই উঠিয়া যায়

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেনঃ—

বৈধিভক্তি ও রাগভক্তি (যেমন ভয়ে—ভক্তি ও ভাবে-ভক্তি") প্রথম মানুষ জন্ম যাহাদের তাহাদের ভয়েভক্তি। আর যাঁহাদের পূর্ব্বজন্ম হইতে কার্য্য করা আছে, তাঁহাদের ভাবেভক্তি তাঁহাদের সাধ্য সাধনা করিয়া ভক্তি নহে, তাঁর ইচ্ছায় আপনি হয় বা আসে।

বৈধিভক্তি—শাস্ত্রে যে সমস্ত কার্য্য করিতে বলিয়াছে পূজা, জপ, তপ, লোক খাওয়ান, কিংবা তীর্থ ভ্রমণ সন্ধ্যাদি কর্ম্ম ইত্যাদি এই সমস্ত কার্য্য করাকে, বৈধিভক্তি বলে। বৈধিভক্তি আসিতে যতক্ষণ, অ'ব'র য'ইতেও ততক্ষণ

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কতদিন? যতদিন না ভগবানের পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়,—তাঁর নাম করিতে করিতে, যতদিন না চক্ষে জল আসে, (জলপড়ে) আর শরীর রোমাঞ্চ ও পুলকিত হয়—ততদিন সন্ধ্যাদি কর্ম্ম করিতে হয়। যেমন ফল হইলে, ফুল আপনি পড়িয়া বা ঝরিয়া যায় সেইরূপ—ভক্তি ফল এবং কর্ম্ম ফুল। শুদ্ধাভক্তি লাভ করিতে পারিলে, তখন সন্ধ্যাদি কর্ম্ম আর করিতে হয় না, আপনা—আপনি উঠে যায়। যেমন—যতক্ষণ না হাওয়া পাওয়া যায়—ততক্ষণই পাখার দরকার করে। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া (বাতাস) আপনি বহিতে থাকে, তাহা হইলে আর পাখার দরকার করে না তখন পাখা ফেলিয়া দিতে হয়। সেইরূপ রাগভক্তি আসিলে বা হইলে, বৈধিভক্তি উঠিয়া যায়।

"রাগ" ভক্তি ঃ—ঈশ্বরে অনুরাগ, প্রেম, ভালবাসা, ('ভগবানকে

আত্মীয়ের অন্য ভালবাসা”—যদি কাহার হয় তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, তাহা আর যাইবার নহে) যেমন সয়ম্ভু লিঙ্গের জড় কাশী পর্য্যন্ত—সেইরূপ রাগভক্তি—ইহার শেষ নাই, অন্ত নাই যেমন প্রহ্লাদের ছেলেবেলা হইতে ভগবানের প্রতি ভালবাসা। “ক” লিখিতে কৃষ্ণকে মনে পড়িয়াছে একেবারে কান্না, কাঁদিয়া আকুল। কোথায় হরি? কোথায় কৃষ্ণ? ব্যাকুলভাবে ভালবাসার নামই অনুরাগ বা প্রেম পূর্ব্ব—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকিলে একজন্মে রাগভক্তি বা প্রেমভক্তি হয় না—আর রাগভক্তি কিরূপ তাহা মুখে প্রকাশ করা যায় না। লেখনীর দ্বারাও বুঝান যায় না—বুঝাইবার নহে

একটী গানে আছে ঃ—

সে যে—“ভাবের বিষয়” ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে, হলে ভাবের উদয় লয়, সে যেমন “লোহাকে চুম্বুকে ধরে ”

(কোন সময়ে দুইজন সমবয়সী, পরস্পরে সাক্ষাৎ হইয়া কথা হইতেছে।) একজন জিজ্ঞাসা করিল—ভাই? কাল তোর স্বামী এসেছিল কিন্তু, কি আনন্দ হল—তাহা আমায় বল ভাই? যাহার স্বামী আসিয়াছিল—সে বলিল, ভাই? যখন তোমার বিবাহ হইবে ও পরে যখন তুমি স্বামী সহবাস করিবে, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে কি আনন্দ। বা—কি হয় এখন আমি কি করিয়া তোমায় বুঝাইব যে কি আনন্দ! হর্ষ। সেইরূপ প্রেম যে কি! তাহা কাহাকেও বুঝাইবার নহে। যেমন যাহারা সমুদ্র দেখিয়াছেন। তাহাদের কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, মহাশয় সমুদ্র কি রকম দেখিলেন? বা দেখিয়া আসিলেন? তিনি তখন কি বলিবেন? এই পর্য্যন্ত হয়ত বলিলেন কি হিল্লোল! কি কল্লোল! কি মৃদু মধুর শব্দ! কি মধুর দৃশ্য!

আহা! অতি সুন্দর স্থান! আবার যাইতে ইচ্ছা হয়! এমনই মজা! বেশী কিছু বুঝাইতে পারিবেন না এমনই ভগবানের আশ্চর্য্য কৌশল যে, নিজে দেখিলেও অন্য কাহাকেও বুঝাইতে পারিবে না বা বুঝান যায় না। সেইরূপ প্রেমভক্তি বা রাগভক্তি যে—কি? (ভাবুক ভিন্ন অন্য কাহাকে বুঝান যায় না বা বুঝিতে পারিবে না) ভগবানের সহিত আনন্দ ও সম্ভোগ যে কি! বা সমাধি যে কি! যাঁহার হইয়াছে, তিনিই জানেন! যেমন কাহাকেও যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ভাই? ঘী কেমন বা কিরূপ তাহার আস্বাদ তাহা হইলে, তিনি কি বলিলেন—হয়ত এই পর্য্যন্ত বলিলেন যে, ভাই তুমি আগে খ ও, তবে বুঝিবে—কেমন বা কিরূপ। সেইরূপ রাগভক্তি যে কি! তাহা বুঝাইবার নহে) যেমন হাবার কথা "হাবভাব" হাবাই বোঝে, অন্যে বোঝে না।) আবার কর্ম্মযোগ ও মনোযোগ। "কর্ম্মযোগ" (অর্থাৎ বৈধি কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে মনে রাখা) "মনোযোগ"—মনের দ্বারা ভগবানের সহিত এক হওয়া (অর্থাৎ ধ্যান, ধারণা, স্মরণ, মনন, এবং অনুধ্যান বাহ্যিক কিছুই থাকে না) সমস্তই মনের দ্বারায় যোগ।

"বিষয়ীলোক ও সাধুসঙ্গ।"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

ঘোর বিষয়ী লোকেদের যদি বলা যায়, মহাশয়—সমস্ত বাজে চিন্তা ত্যাগ করিয়া, (অর্থাৎ মনে অন্য ঐহিক চিন্তা, সংসারের চিন্তা না আনিয়া) কেবলমাত্র ভগবানের চিন্তা করুন। তাহা হইলে, কথনই তাহারা আপনার কথা শুনিবে না তাহাদের বিরক্ত বোধ হইবে। (যেমন পাথরের দেওয়ালে পেরেক মারা যায় না, পেরেক বাঁকিয়া যায় অথচ পাথরের কিছুই হয় না) আবার কুমীরের গায়ে

তলোয়ারের চোপ বা কোপ যতই মার না কেন? কিছুই হবে না সেইরূপ তাহাদের হাজার বারং কর কিছুই শুনিবে না কিছুই হইবে না। আবার "বিষ্ঠার পোকা"—"বিষ্ঠাতেই বেশী আনন্দ হয়" যদি বিষ্ঠার পোকাকে ভাতের হাঁড়ীতে রাখা যায় তাহা হইলে, তাহারা হেদিয়ে হেদিয়ে "দম্ আটকে মর যাবে" সেইজন্য গৌর নিতাই—হরিনাম কেহ করে না দেখিয়া, দুভাই পরামর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

"মাগুর মাছের ঝোল,
যুবতী মেয়ের কোল।
বল হরি বোল"

(ঐ দুটীর প্রকৃত অর্থ) বুঝিতে না পারিয়া, লোভে পড়িয়া, প্রথম প্রথম অনেকে হরিনাম করিতে যাইত (এখনও এরূপ মূর্খের দল এমন অনেক আছে, যাহারা কেবল ধর্ম্মের ভাণ করে মাত্র; কিন্তু কার্য্যে কিছুই নহে আর কত যে মহাপাপ করে—প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেবের দোঁহাই দিয়া তাহার সীমা পরিসীমা নাই কিন্তু যাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, তাঁহারাই জানিতেন যে ঐ, দুটীর অর্থ কি? মাগুর মাছের ঝোল কি? না (চক্ষের জল) যুবতী মেয়ের কোল কি? না বসুমতী। অর্থাৎ (ধুলায় হরি প্রেমে গড়াগড়ি) মধুর হরিনাম করিতে করিতে উন্মত্ত ও বিভোর হইয়া, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া যাইবে, প্রেমাশ্রু ঝরিবে, এবং বসুমতীতে পড়িয়া ভাব সমাধি হইবে। সেই সময়ে তাহার প্রাণে যে, কি! আনন্দ হইবে, তাহা অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না বা অন্য কাহাকেও বুঝান যায় না (যেমন—হাঁড়ির মাছ পুকুরে ছাড়িয়া দিলে, তাহাদের আনন্দ হইয়া থাকে।)

দয়াল নিতাই কোনরূপে হরিনাম করাইয়া লইতেন, এবং

শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, হরিনামের এমনই গুণ (যে ইহার সুফল আছেই, হবেই হবে) কোন সময়ে একটী বীজ, ঘটনাক্রমে একটী বাটীর ছাদে পড়িয়াছিল। এবং অনেক বৎসর পরে দেখা গিয়াছিল যে, সেই বীজ হইতে একটী বড় গাছ বাহির হইয়াছে। সেইরূপ ("হরি"—"এই নাম রূপ বীজ" ভক্তিভাবে হৃদয়ে পুতিলে) "ভগবানের নাম অনবরত জপ করিলে" প্রাণের সহিত ব্যাকুলভাবে ভগবানকে ডাকিলে, ডাকিতে পারিলে, ভালবাসিতে পারিলে, তাহার সুফল আছেই। আজ না হউক, কাল না হউক, —এক সময়ে, না—এক সময়ে, ইহার সুফল হবেই হবে। কারণ প্রথমে অঙ্কুর হয়, তবে গাছ বাহির হয় তাহার পর গাছ বড় হয়, ফুল হয়, ফল হয় ও ফল পাকে তবে লোকে খাইতে পায় যেমন— ছেলে জন্মগ্রহণ করিলেই, তাহার দাড়ি ও গোঁফ একেবারে বাহির হয় না—কিংবা জন্মগ্রহণ করিলেই, পণ্ডিত বা বিদ্বান হয় না। আবার যেমন বাছুর, জন্মগ্রহণ করিবামাত্র একেবারে দাঁড়াইতে পারে না। শুনা যায় যে, বাছুর একুশবার আছাড় খাইয়া, তবে ক্রমে ক্রমে দাঁড়াইতে পারে। (একেবারে এক মহুর্ত্তেই কার্য্যের ফল হয় না।) যেমন মাতালদের চাবনী ধোয়া জল খাওয়াইতে খাওয়াইতে, ক্রমে ক্রমে মদের নেশা কাটে। সেইরূপ বিষয়ী লোকেরা যদি ভগবানের নাম ও ধর্ম্মকথা সাধুমুখে শোনে, তাহা হইলে বিষয়ের নেশা ক্রমে ক্রমে কাটে ও জ্ঞান হয়। অতএব বিষয়ী লোকের উচিত, যাহাতে সদাসর্ব্বদা "সাধুসঙ্গ" হয়।

কোন সময়ে গিরিরাজ পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মা—কি কার্য্য করিলে, কোন পথ অবলম্বন করিলে, কিংবা কি সাধনা করিলে ভগবান দর্শন হয় তাহা আমাকে বল? এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী

বলিয়াছিলেন বাবা—ভগবান দর্শন যদি করিতে চান, তবে— সংসারাশ্রমে থাকিয়া, "সাধুসঙ্গ" "সৎসঙ্গ করুন" তাহা হইলে ব্রহ্মদর্শন হইবে। (নচেৎ—ভগবান দর্শন দুর্লভ) লোকে কথায় বলিয়া থাকেন ঃ—

"সৎসঙ্গে স্বর্গবাস (কাসীবাস)
অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।" (নরকবাস)

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন ঃ—

"এক ঘড়ি, আধি ঘড়ি—আধি ছমে আধ
তুলসী সৎসঙ্গতকী সন্তকী হবে কোটী অপরধ"।

হে তুলসী ঃ—সংসারে আসিয়া একমুহূর্ত্ত, অর্দ্ধমুহূর্ত্ত বা অর্দ্ধা মুহূর্ত্তের জন্য, যিনি সাধুসঙ্গ করেন, তিনি কোটী কোটী অপরা করিলেও তাহার মার্জ্জনা হয়।

জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য স্বামী বলিয়াছেন ঃ—

তত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে
পরিহর চিন্তাং নশ্বর বিত্তে
ক্ষণ মিহি সজ্জন সঙ্গতি রেকা,
ভবতি ভবার্ণব—তরণে নৌকা।

(অর্থাৎ) পরমার্থ তত্ত্ব সদা করহ চিন্তন,
অনিত্য ধনের চিন্তা করহ বর্জ্জন
ক্ষণকাল সাধুসঙ্গ কেবল সংসারে,
একমাত্র তরি ভবসিন্ধু তরিবারে

"জীব চারি প্রকার"।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :—

ভগবান জেলে, সংসার জাল আর জীবগুলি যেন মাছ। আবার— জীব চারি প্রকার। নিত্য জীব, মুক্ত জীব, মুমুক্ষু জীব ও বদ্ধজীব। পুষ্করিণীতে জাল ফেলা হইলে, কতকগুলি মাছ এমন সেয়ানা আছে যে, তাহারা একেবারেই জালে পড়িবে না। তাহারা নিত্য জীবের উপমাস্থল। যেমন—"নারদ" "শুকদেব গোস্বামী"। "তাঁহারা সংসার জালে একেবারেই পড়েন নাই"।

আবার কতকগুলি মাছ আছে, তাহারা জালে পড়িলেই তড়াক্ তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া যায়। সেই সময় জেলেরা বলে ঐ একটা বড় মাছ পালিয়ে গেল (যেমন—যাঁহারা সংসারে কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ নয়) যেমন—সাধু মহাত্মারা (যাঁহাদের বিষয় বুদ্ধি নাই ; এবং যাঁহারা সদা সর্ব্বদা "হরিপাদপদ্ম' চিন্তা করেন।) আবার কেহ কেহ বা সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান যেমন—"লালাবাবু" "স্বামী বিবেকানন্দ" (কিন্তু,—যাঁহারা—দুঃখে ও কষ্টে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহাদের শক্তি কম বা তাহারা হীন থাকের লোক।) (সংসারে থাকিয়া যিনি নির্লিপ্ত ভাবে, সংসার ধর্ম্ম করিতে পারেন তিনিই "বীর" সাধক* ও বীর পুরুষ') যেমন—"ভক্ত রামপ্রসাদ সেন"। "জনকরাজা"। তাঁহারা মুক্তজীবের উপমাস্থল

আবার কতকগুলি মাছ এমন আছে যে, তাহারা জালের ধারে

* বর যাইতেছে, কেহ বা দুজন বে বা লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বর দেখিতেছে। কেহ বা শুধু দাঁড়াইয়া দেখিবে, তাহাও পারিতেছে না শক্তি নাই। সেইরূপ সংসার ও করিবে ও ভগবানকেও ডাকিবে (শক্তি বেশী না থাকিলে হয় না) "বীর সাধক বা বীর পুরুষ'।

আসিয়া মাথা দিয়া ঢু মারে। (অর্থাৎ পালাইবার চেষ্টা করে) কিন্তু পারে না, জালে বাধা পড়ে যেমন কতক লোক আছে তাহারা মনে করে,এ মায়ার সংসারে আর থাকিব না পালাইব কিন্তু আবার মায়ার বন্ধনে আর যাইতে পারে না

(যেমন) "গুটিপোকা গুটিকরে,

আপনার নালে আপনি মরে"

গুটিপোকা (আপনার নালে) গুটি তৈয়ারি করে। কোন কোন পোকা, গুটি তৈয়ারি করিয়া গুটি কাটিয়া বাহির হইয়া পালাইয়া যায়। সে অতি অল্প কিন্তু বেশীর ভাগ পোকা মনে করে, এমন সাধের ঘর তৈয়ারি করিয়া কি করিয়া এখন ভাঙ্গি, অতএব মায়ায় আর কাটিতে পারে না। সেই গুটির ভিতরে থাকে এবং পরে মরিয়া যায়। সেইরূপ সংসারে অনেকে মনে করেন পালাই। এ সংসার মায়ায় আর থাকিব না আবার ভাবে, আমার ছেলের ও মেয়ের কি হবে—কি খাবে, আমি কি করেই বা যাই, আর কোথাই বা যাই, আর—কি করি—ইত্যাদি ইহারাই মুমুক্ষু জীবের উপমাস্থল

"ঘুনি পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে,

পালাবার পথ আছে ; তবু মীন পালাতে নারে।"

আবার কতকগুলি মছ আছে, তাহারা এমন চালাক—পাঁকের নীচে পালায়। মনে করে আমরা খুব (বড়) পালাইলাম। কিন্তু—জানে না যে, জেলে যখন হড় হড় করিয়া জাল টানিয়া উপরে তুলিবে, তখন কি দশা বা কি অবস্থা হবে সেইরূপ সংসারে এমন অনেকে আছেন, তাঁহাদের হরিনাম করিতে বলিলে, বলেন—মরবার সময় হরিনাম করা যাবে—এখন ওসব কেন—এখন অনেক বয়েস বাকি আছে—আগে বুড়ো হই এস—এখন তাস খেলি, পাশা খেলি,

কিংবা গল্প করি বা একটু ঘুরে আসি ইত্যাদি, ইত্যাদি। (অর্থাৎ ওহে এস এখন আনন্দ করি, মরবার সময় তখন, ওনাম করা যাবে, এখন কোথাও চ০ কিংবা অন্য কিছু কর বা করা যাক।) কিন্তু তাঁহারাই আবার মরবার সময়—মাথায় বসে বা বলিয়া থাকেন, এদের কি হবে? অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র বন্ধু ইত্যাদি দিগের কি হবে প্রদীপে বেশী তেল পুড়িলে বলেন, সলতে কমাইয়া দাও, বেশী তেল পোড়েনা যেন। ছেলে হয়ত বলিতেছে, বাবা—একবার হরিবল! অন্তিম সময়ে—হরিনাম শুনিয়া বাপ বলিতেছেন, অত কথা—বল—তে—পা—রি—নে—রে—বা—বা—ইহাই বলিতে বলিতে হয়ত প্রাণ বাহির হইয়া গেল। অথচ "ভগবানের নাম" হইল না। (কারণ—পূর্ব্বে 'অসৎ কার্য্য" করিবার দরুণ, অন্তিম সময়ে ভগবানের নাম করিতে পারিল না) ইহারাই "বদ্ধ জীব"। "বদ্ধ জীবেরা" নিজের পেটের জন্য ও স্ত্রীলোকের জন্য দাসত্ব করে"—ভুলেও ভগবানের নাম একবার মুখে আনেন না—বা করেন না। (আবার পূর্ব্ব হইতে ভগবানের নাম লওয়া অভ্যাস না থাকায়, শেষ দশায়ও করিতে পারেন না ইহাদের কোন পদার্থ নাই।) যেমন কাকে ঠোকরান আম, ঠাকুর সেবা চলে না কিংবা কাহাকেও দেওয়া চলে না, ভয় হয় যদি কাহারও অনিষ্ট হয়। সংসারে সেইরূপ "বদ্ধ জীবেরা" না—এদিক—না—ওদিক।

"বেদে—আছে"।

বেদে—আছে ঃ—মনের সচরাচর বাস, এই তিন ভূমিতে। লিঙ্গে গুহ্যে ও নাভিস্থলে মন—যখন লিঙ্গে, গুহ্যে ও নাভিস্থলে থাকে। (অর্থাৎ মূলাধার স্বাধিষ্ঠান ও মনিপুর এই সমস্ত পদ্মে থাকে) তখন "মন" সংসারে থাকে। অর্থাৎ স্ত্রীলোকের চিন্তা, বাহ্যের

চিন্তা এবং খাইবার চিন্তা। যখন মনের বাস হৃদয় "চতুর্থ ভূমি" অনাহতপদ্ম—দ্বাদশ দল তখন—মন বক্ষস্থলে থাকে এবং ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা এই বোধে বোধ হয় সেই সময় চৈতন্য হয়, বিবেক আইসে জ্যোতিঃ দর্শন হয় ও কি দেখিলাম! কি দেখিলাম। এই মনে হয় এবং তখন সংসার মিথ্যা বলিয়া বোধহয়।* কিন্তু মিথ্যা কিছুই নহে। জগৎ মিথ্যা নহে। যেমন বেল বলিলে বুঝিতে হইবে, বিচি খোলা শাঁস লইয়া তবে বেলটী হইয়াছে কিছু বাদ দিলে হবে না কারণ ওজনে কম পড়িবে সেইরূপ জীব জগৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম। আবার যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ সমস্তই সত্য, তিনিও সত্য এবং তাঁর লীলাও সত্য। মিথ্যা কিছুই নহে।

যখন মনের বাস "পঞ্চমভূমি"। বিশুদ্ধ চক্র—ষোড়শ দল পদ্ম। তখন মন কণ্ঠে থাকে, তখন ভগবানের নাম ভিন্ন অন্য কিছুই ভাল লাগে না (অন্য কথা যদি হয় তাহা হইলে, তাঁহার মনে কষ্ট বোধ

* যখন মনের বাস 'চতুর্থ ভূমি' তখন—সংসার যেন ভাল লাগে না। সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় যাঁহার হইয়াছে তিনিই জানেন, অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না। (তখন তিনিই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা এই বোধ হয়—সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, এবং তখন আপনি সমস্তই ত্যাগ হইয়া যায়) যেমন ছাতে উঠিতে হইলে প্রথমে মনে হয় সিঁড়ি যে জিনিষের তৈয়ারি, বোধ হয় ছাত সে জিনিষের তৈয়ারি নহে। কিন্তু ছাতে উঠিলে সে ভ্রম দূর হয় ও তখন বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, একই জিনিষের সমস্তই তৈয়ারি, কিছুই ভিন্ন নহে—সেইরূপ ভগবান পৃথক এবং তাঁহার সৃষ্টি পৃথক ইহাই তখন বোধ হয়—কিন্তু কিছুই পৃথক নহে। পরে সমস্তই এক বোধ হয়। (তিনিই আবার জীবজন্তু গাছ পালা ইত্যাদি সমস্তই হইয়াছেন।) যেমন মাকড়সা জাল বোনে, আবার সেই জালেরই একপার্শে থাকে। সেইরূপ ভগবান্ জীব, জগৎ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সৃজন করিয়াছেন, আবার ইহাতেই আছেন।

হইবে, এবং তিনি সেস্থান হইতে উঠিয়া যাইবেন) যখন মনের বাস "ষষ্ঠ ভূমি", আজ্ঞাচক্র—দ্বিদল পদ্ম। তখন মন—"ভ্রূ যুগলের মধ্যে থাকে।" তখন ভগবানের রূপ দর্শন হয় বটে, কিন্তু ছুঁইতে পারা যায় না (যেমন লণ্ঠনে কাঁচ ব্যবধান আছে বলিয়া, আলোক ছুঁইতে পারা যায় না) সেইরূপ ভগবানকে ছুঁইতে পারা যায় না। যখন মনের বাস "সপ্তম ভূমি"—সহস্রার পদ্ম—তখন মন মস্তকে থাকে। তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে কেহ ফেরেন, কেহ আর ফেরেন না 'ঈশ্বর কোটী ভিন্ন" নির্ব্বিকল্প বা জড় সমাধি হইতে কেহ ফিরিয়া আসিতে পারেন না।

নিত্যেতে পৌঁছে লীলায় এবং লীলা হইতে নিত্যেতে থাকা ভাল। 'পঞ্চম ও ষষ্ঠের মধ্যে"—বাচ১ খেলান ভাল আবার ষষ্ঠভূমি ও সপ্তম ভূমির মধ্যে থাকা আরো ভাল। (ষষ্ঠভূমি পার হয়ে সপ্তম ভূমিতে অনেকক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা যায় না) ভক্ত বলে মা, আমি চিনি খাইতে ভালবাসি; কিন্তু চিনি হইতে চাহি না (অর্থাৎ তাঁর নাম গুণগান করিবার ইচ্ছা যায়)

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন:—

আমার এমন ইচ্ছা হয় না যে, আমি বলি—আমি ভগবান আর

---

১ বাচ খেলা কাশীতে বাচ খেলা হইয়া থাকে অর্থাৎ কতকগুলি পানসী এক সঙ্গে ছাড়া হয় যে ওপারে প্রথমে যাইতে পারিবে সেই বাজী জিতিবে কিন্তু সকল পানসী গুলি সমান ভাবে যাইতে পারে না কেহ এদিকে, কেহ ওদিকে তীরের মতন ছুটিয়া যায় আবার কেহ ঠিক সমান যায়। আবার কেহ বা অন্য ধারে যাইয়া পড়ে। সেইরূপ "অন্তর্দৃষ্টি" লাভ করিলে বা হইলে বাচ খেলার ন্যায় চারিদিকে অর্থাৎ যে দিকেই দেখুক না কেন; সেই এক ভগবানের রূপই দেখিয়া থাকেন। (চতুর্দ্দিকে তাঁর রূপ দর্শন করাকে বাচ খেলান বলে।)

একটী কথা—আমি—তুমি—রসাস্বাদন করিবার জন্যই, এ দেহ ধারণ করা হইয়াছে। আমি—তুমি—না থাকিলে, আনন্দ হয় না। সম্ভোগ হয় না (আবার ভগবান আমাদের যদি সৃজন না করিতেন, তাহা হইলে কে জানিত, ভগবান আছেন কি? না—) "নিত্যে পৌঁছে লীলায় থাকা"। যেমন—ওপারে গিয়া আবার এপারে আসা। (আবার ভক্তের সংসারে থাকা—"লোক শিক্ষার জন্য" আর "বিলাসের জন্য", "আমোদের জন্য"।) আবার যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। লীলা দুই কিম্বা বহু নয়।

"লীলা"।

ভীষ্মদেব মৃত্যু শয্যায় শুইয়া আছেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিশ্রাম জল পড়িতেছে। অর্জ্জুন তাহা দেখিতে পাইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, দেখ, দেখ, সখা—"যিনি সত্যবাদী", জিতেন্দ্রিয়, অষ্টবসুর এক বসু, পিতামহ ভীষ্মদেব! তিনি আজ—সংসার মায়ায় পড়িয়া কি না—কাঁদিতেছেন ভীষ্মদেব—অর্জ্জুনের কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন—অর্জ্জুন! শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিয়াছেন, তুমি বুঝিতে পার নাই। আমি সংসার মায়ায় পড়িয়া কাঁদিতেছি না। আমি কাঁদিতেছি যে, পাণ্ডবদের হোয় শ্রীহরি। এমন কি! তোমার রথের সারথী। কিন্তু তথাচ তোমাদের দুঃখ ও কষ্ট ঘুচিল না। (পদে পদে পাণ্ডবদের দুঃখ ও কষ্ট) ভীমকে বীষ খাওয়ান—জতুগৃহ দাহ—দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণও রহিয়াছেন। অতএব—"আমি ভগবানের লীলা বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া কাঁদিতেছি" অর্জ্জুন আমি সংসার মায়ায় পড়িয়া কাঁদিতেছি না। (আবার লোকে কেবলমাত্র দুঃখেই কাঁদে না—আনন্দেতেও অনেক সময় কাঁদিয়া থাকে।)

"সন্ন্যাস ধর্ম্ম ও কামিনী"।

যাঁহারা সংসার ত্যাগী (অর্থাৎ সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।) তাঁহাদের—স্ত্রীলোক হইতে অনেক দূরে দূরে, থাকিতে হয়, তবে আপনার সৎচরিত্র বজায় থাকে। এমন কি, স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত তাঁহাদের দেখিতে নাই কারণ—তাঁহারা "সন্ন্যাসী" তাঁহাদের দেখিয়া তবে আর আর সকলে শিক্ষা করিবে। (আবার নিজের পতনও হইতে পারে) সন্ন্যাসী জগৎ গুরু। (কোন সময়ে মহাপ্রভুর বারং সত্ত্বেও ছোট হরিদাস শিখিমাইতির হাতে ভিক্ষা লইয়াছিলেন। সেইজন্য চৈতন্যদেব ছোট হরিদাসকে ত্যাগ করেন। পরে বৃন্দাবনে যাইয়া ছোট হরিদাস মনের দুঃখে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।) অতএব অনেক সন্তর্পণে থাকিলে তবে নিজের চরিত্র নির্ম্মল থাকে

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

"মেয়ে—ত্রিভুবন দিলে খেয়ে"।

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন ঃ—

"দিন্‌কা মোহিনী, রাত্‌কা বাঘিনী, পলক্ পলক্ লহু চোষে।
দুনিয় লোক—বওরা হোকে, ঘর্ ঘর্ বাঘিনী পোষে।"

অর্থাৎ দিনের বেলায় রমণী মোহিনী মূর্ত্তি এবং রাত্রিতে বাঘিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া (সাজিয়া) পলকে পলকে রক্ত শোষণ করে। আর পৃথিবী শুদ্ধ লোক, পাগল হইয়া ঘরে ঘরে বাঘিনী পুষিয়া থাকে।

ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন ঃ—

"রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে—বিষের বাটী,
আগে ইচ্ছা সুখে পান করে, এখনবিষের জ্বালায় ছট্‌ফটী"।

কোন সময়ে সাধু তুকারাম এক বোঝা আক্ মাথায় করিয়া বাটীতে আসিতেছিলেন। কিন্তু বাটীর নিকট আসিবামাত্র, পাড়ার ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েরা আসিয়া সকলে এক এক গাছি করিয়া চাহিয়া লওয়াতে, শেষে এক গাছি মাত্র আক্ থাকে, এবং সেই আক্ গাছটী লইয়া স্ত্রীকে আনিয়া দেন (কিন্তু—স্ত্রী বাটী হইতে দেখিয়াছিল যে তাহার স্বামী এক বোঝা আক্ লইয়া আসিতেছেন।) অতএব এক বোঝার পরিবর্ত্তে, একগাছি আক্ দেখিয়া, রাগে—সেই আক্ গাছটী লইয়া, সাধু তুকারামের পৃষ্ঠে এমন প্রহার করেন যে, আক্ গাছটী দুই টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া যায় তখন সাধু তুকারাম স্ত্রীকে এই কথা বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন,—হে সহধর্ম্মিণী।—এইতো কলির ধর্ম্ম। আমি তোমায় একগাছি আক্ আনিয়া খাইতে দিলাম— কিন্তু তুমি সেই আক গাছটী আমার পৃষ্ঠে ভাঙ্গিয়া,আধখানা করিয়া আমায় খাইতে দিলে—যাহা হউক ইহাই কি কলির ধর্ম্ম। (এই বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন।)

"ঐশ্বর্য্য"।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

সংসারে লোকের অহঙ্কার করা বৃথা—কারণ এ শরীর, এ ঐশ্বর্য্য যাহা কিছু এ চক্ষে দেখিতেছি, এ সমস্ত কিছুই থাকিবে না—সমস্তই ২দিনের জন্য—পরে সমস্তই পঞ্চভূতে মিশিবে কোন সময়ে, একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখিতে গিয়া—প্রতিমার সাজগোজ আর বেশভূষা দেখিয়া বলিয়াছিল, "মা—গো" যতই সাজো আর বেশভূষা কর না কেন? তিনদিন বাদে তোমায় গঙ্গার জলে টেনে ফেলে দিবে। সেইরূপ জজই হউন, ব্যারিষ্টারই হউন, আর রাজা বাদসাই হউন—সমস্তই ২দিনের জন্য। পাখী উড়িয়া গেলে কোথায় কামিনী—কাঞ্চন—ঐশ্বর্য্য

—আর কোথায় দেহ থাকিবে তাহ র ঠিক নাই। (সমস্তই—বাজীকরের ভেল্কি—এবং ছেলে খেলার ন্যায় টক্কা ও ফক্কা।) আর একটী কথা কাহার ঐশ্বর্য্য, কে ভোগ করে, আর কোথায় বা যায়—আর কি বা হয় বেশীর মধ্যে কেবলমাত্র কামনা, বাসনা—প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়। আর এইরূপে অহঙ্কার আসিয়া দেহেরও পতন হয় অতএব সংসারে দু'দিনের জন্য টাকার অহঙ্কার করা বৃথা

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন ঃ—

"তুলসী সংসারমে আইয়ে—করলে দুনো কাম।
দেনেকা টুকরা ভালা—লেনেকা হরিনাম॥"

হে তুলসী! সংসারে আসিয়া দুটি কাজ করিয়া যাও। হরিনাম কর—এবং গরীব দুঃখী দিগকে এক টুকরা দান কর (একলা খাইও না) [যেমন পিপীলিকারা দল বাঁধিয়া একসঙ্গে খায়, একলা খায় না—সেইরূপ সকলকে দিয়া খাইবে]

ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন ঃ—

গীত।

মন হাবালি কাজের গোড়া,
তুমি দিবা নিশি ভাব বসি মন—কোথায় পাবে টাকার তোড়া।
কর্ম্ম সূত্রে যাহা আছে মন—কেব পাবে তার বাড়া।
মিছে এদেশ সেদেশ করে বেড়াও মন, বিধির লিপি কপাল জোড়া।
কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শস্যের কেঁড়'।
সেই কালের কর বিনাশ "ন্যাস" করে মন্ত্র সোড়া।

সংসারে—লোকে টাকা টাকা, মান মান, ঐশ্বর্য্য ঐশ্বর্য্য করিয়া ভগবানকে ভুলিয়া থাকে, চিনিতে পারে না (যেমন বড় বড় চালের আড়তে দোকানদারেরা কুলোয় করিয়া "খই ও মুড়কি" রাখিয়া দেয়,

যদি বড় ইন্দুর আসে, তাহা হইলে বড় বড় চালের ঠেকের সন্ধান পাবে না ' খই মুড়কি খাবে—আর সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাবে—এবং তাহাতেই ভুলিয়া থাকিবে।) সেইরূপ সংসারে লোকে কামিনী ও কাঞ্চন লইয়া—ঐশ্বর্য্য ঐশ্বর্য্য, টাকা টাকা করিয়া ভগবানকে ভুলিয়া থাকে এবং ভগবানও তাঁহাদের কামিনী ও ঐশ্বর্য্যাভিমান দিয়া ভুলাইয়া রাখেন। "খই ও মুড়কি" (অর্থাৎ কামিনী ও কাঞ্চন)

"তান্ত্রিক মতে পঞ্চমকার সাধন"।

মহাত্মা বামাক্ষেপা বলিয়াছেন ঃ—

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন—তন্ত্রে এই পাঁচটিকে পঞ্চমকার কহে

মদ্য। আগমসার গ্রন্থে ভগবান পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

"সোম ধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্ম রন্ধ্রাৎ বরাননে।

পীত্বানন্দ ময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধক ঃ॥"

ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ সহস্রার হইতে যে অমৃত-ধারা ক্ষরণ হয়, তাহা পান করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দে বিভোর হন, তিনিই যথার্থ মদ্য সাধক।

মাংস। "ম শব্দাদ্রসনাজ্ঞেয়া তদংশান রসনা প্রিয়ান,

সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস সাধক।"

অর্থাৎ মা শব্দে রসনাকে বুঝায়, রসন'র অংশ যে বাক্য উহা রসনার বড়ই আদরের বস্তু, যে ব্যক্তি তাহাকে খাইয়া ফেলিতে পারে—অর্থাৎ বাক্যের সংযম করিতে পারে সেই যোগী পুরুষই মাংস সাধক। সপ্ত জননীর মধ্যে গাভী আমাদের জননী স্বরূপা এবং ইনিই গোমাতা গো অর্থে জিহ্বাকে বুঝায় ; শাস্ত্রে আছে ঃ—

"গো মাংসং ভোজয়েন্নিত্যং পিবেদমবারুণীম,
তমহং কুলীনং মন্যে ইতরে কুলঘাতকাঃ "

যিনি প্রত্যহ গো শব্দে যে জিহ্বা, সেই জিহ্বাকে তালুমূলে প্রবেশ করাইয়া তালুমূলস্থ চন্দ্রের ক্ষরিত সুধা পান করেন,তিনি কুলীন এইরূপ গো মাংস ভক্ষণ মহাপাতক নহে; মহাপাতক নাশ হয়। এইরূপ কর্ম্মী পুরুষই মাংস সাধক

মৎস্য। "গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা,
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধক "

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে যে দুই মৎস্য বিচরণ করিতেছে—অর্থাৎ মেরু দণ্ডের পার্শ্বে যে ঈড়া ও পিঙ্গলা—নাড়ীদ্বয় মধ্যে যে রজ ও তমরূপ শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে, যে ব্যক্তি তাহাকে ভক্ষণ করিতে পারেন অর্থাৎ প্রাণায়ম দ্বারা প্রাণকে স্বতঃ স্থির ও মনকে কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন—তিনিই প্রকৃত মৎস্য সাধক

মুদ্রা "সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ,
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্
সূর্য্য কোটী প্রতীকাশং চন্দ্রকোটী সুশীতলম্,
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনী যুতম্।
যস্য জ্ঞানোদয় স্তত্র মুদ্রা সাধক উচ্যতে "

শরীরস্থ সহস্রদল কমলান্তর্গত কর্ণিকা মধ্যস্থিত কুটস্থ মধ্যে পারদের ন্যায় পবিত্র নির্ম্মল, শ্বেতবর্ণ কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতিঃ হইতেও জ্যোতির্ম্ময় এবং অতিশয় কোমল—এবং মহা কুণ্ডলিনী-শক্তি সংযুক্ত যে আত্মা অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে যিনি ভালরূপে

অবগত হইয়াছেন তিনিই মুদ্রাসাধক এই কুণ্ডলিনী শক্তিই প্রাণ-বায়ুরূপে দেহের মধ্যে বিরাজমানা রহিয়াছেন

৭ মৈথুন। "মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টি স্থিত্যন্ত কারণম্।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধিঃ ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্
রেফাস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যেব্যবস্থিতঃ
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোগৌ-স্থিতঃ প্রিয়ে
আকার হংস মারুহ্য একতাচ সদা ভবেৎ।
তদাজাতং মহানন্দং ব্রহ্ম জ্ঞানং সুদুর্লভম্

এই শরীরের নাভি চক্রস্থিত কুণ্ডমধ্যে—কুঙ্কুমাভাস অারক্তবর্ণ রকারের সহিত আকার রূপ হংস অর্থাৎ অজপারূপ শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা জ্রদ্বয়ের মধ্যস্থ আজ্ঞা চক্রস্থিত মহাযোনীর মধ্যবর্ত্তী বিন্দুরূপ মকারের যখন মিলন হয়, তখনই জীবের আনন্দময় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধে এইরূপ স্থিতি লাভ করিয়া রমন করার নাম রাম এখন তান্ত্রিক ব কৌল বলিলেই পঞ্চ মকারের উপাসক একজন মদ্যপায়ী আচার ভ্রষ্ট জীবকে বুঝায় কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ উভয় প্রকারেই পঞ্চ মকার সাধনা হইতে পারে, ইহা সাধকের ইচ্ছাধীন। ষষ্ঠ চক্র ভেদ পরায়ণ সাধক না হইলে, এই নিবৃত্তি মার্গের অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাবের পঞ্চমকার সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না সামান্য অধিকারীর পক্ষে মহানির্ব্বান তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার প্রবৃত্তির পথে, আর আগম সারোক্ত পঞ্চ মকার নিবৃত্তির পথে। সধবা নারীর প্রেম আর বিধবানারীর প্রেম যেমন তফাৎ—সেইরূপ হইয়া থাকে। (আবার যেমন লুচী ছক্কা খাইয়া একাদশী ও নির্জ্জলা একাদশী)

"পঞ্চভূত—বীজ বা শক্তি।"

মহাত্মা বামাক্ষেপা বলিয়াছেন ঃ—

পঞ্চভূতেই এ জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, জগৎ ধ্বংস হইয়া পঞ্চভূতে মিলিত হইবে—আবার এই পঞ্চভূত হইতেই তৈয়ারি হইয়াছে, জগতের সব জিনিসই "পঞ্চভূতময়", ধ্বংসের পর ঐ পঞ্চভূতে লয় হইবে—আবার ঐ পঞ্চভূতের মধ্যে চারিটা ঐ শেষের ভূতে (অর্থাৎ ব্যোমে) মিশাইয়া গিয়া ঐ মহাব্যোমে পরিণত হইবে। ঐ মহাব্যোম অর্থাৎ মহাকাশের একটি সারভূত "বীজ" অর্থাৎ "শক্তি" আছে ; তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না—তবে কার্য্য প্রকাশমান হয়, ঐ বীজকে "প্রকৃতি" বা "আদ্যাশক্তি" বলে এবং ঐ হইতেই পুনরায় লুপ্ত ভূত সকলের উদয় বা সৃষ্টি হয় (অর্থাৎ সমস্তই মহাকাশে শেষে লয় হইবে) আবার ঐ মহাকাশ ঐ বীজে লয় হইয়া যাইবে। কিন্তু ঐ বীজটী কখন লয় হইবে না, ধ্বংস হইবে না। জগৎ কতবার ধ্বংস হইয়াছে, আবার কতবার এই রকমে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার ঠিক নাই ঐ বীজই মূল, এবং ঐ বীজ হইতে প্রথমে যখন মহাকাশ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তখন একটি ভীষণ শব্দে ঐ বীজটী দুইখানা হইয়া ফাটিয়া গিয়া ঐ প্রণব ওঁকার নাদ হইয়াছে ; এবং ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশের সৃষ্টি হইয়াছে। বীজটী দুই খণ্ড হইয়া ফাটিয়া যাওয়াতে একটির নাম "পুরুষ" এবং একটির নাম "প্রকৃতি"। পুরুষ প্রকৃতির দ্বারা আবার মহাকাশের সৃষ্টি হইয়াছে—এবং তাহা হইতে অন্য ভূত সকলের উৎপত্তি হইয়া পুনরায় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে সর্ব্ব জগতের আদি কারণ, "মহাকাশ"—তাহার আদি কারণ—"পুরুষ ও প্রকৃতি" এই পুরুষ ও প্রকৃতি আবার সর্ব্বশক্তি স্বরূপিনী মহাবীজ হইতে সমুদ্ভূত—সেই বীজ হইল

"ব্রহ্ম" এবং উহার শক্তি হইল আমার মা "আদ্যাশক্তি কালী"—যাঁহার ক্ষয় নাই—যাঁহার ধ্বংস নাই, যাঁহার বিনাশ নাই যাহার উৎপত্তি আছে, তাহারই ক্ষয় আছে যাহার উৎপত্তি নাই, সীমা নাই, ধ্বংস নাই—যিনি সদাসর্ব্বদা পূর্ণ—তিনিই "ভগবান"—"সর্ব্ব কারণের কারণ—স্বরূপ"।

*"আমি ও আমার।"

মহাত্মা কবীরদাস বলিয়াছেন ঃ—

"সবহি ঘট্‌মে হরি হ্যায়, পহছনতা নেহি কোই।
নাভিকা সুগন্ধ মৃগ নাহি জানত, ঢুড়ত ব্যাকুল হোই"

সকলেরি হৃদয়ে হরি আছেন ; কিন্তু কেহই চিনিয়াও চিনিতে পারেন না। নাভির সুগন্ধে মৃগ যেমন—ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে গন্ধ খুঁজিতে থাকে, জানিয়াও জানিতে পারে না। সেইরূপ সকলেরই হৃদয়ে হরি আছেন, কিন্তু জানিয়াও কেহ জানিতে বা চিনিতে পারে না। (কারণ "জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইটীতে মিল নাই"।)

এক প্রকার মৃগ আছে তাহাকে কস্তরী মৃগ বলে, ঐ মৃগের নাভি যখন পাকে, একটি সুগন্ধ বাহির হয়, তখন ঐ মৃগ মনে করে, গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে। কিন্তু নিজের নাভিস্থল হইতে গন্ধ বাহির হইতেছে, তাহা জানিয়াও জানিতে পারে না (এমন কি ঐ মৃগ যখন প্রস্রাব করে, তখন তাহার এরূপ একটী সুগন্ধ বাহির হয় যে, ঐ মৃগ সেই সময়ে তাহার গন্ধে মনের আনন্দেতে বিভোর হইয়া থাকে (পরে ঐ মৃগ মরিয়া যায়)

---

* যেমন পিঁয়াজের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে কিছুই থাকে না, সেইরূপ আমি কি। প্রথমে খুঁজিলে কিছুই পাওয়া যায় না। অথচ "আমি একজন মস্ত"—আমি

আমি—আমি—আমি "কোনটা আমি," "হাত আমি," না—"পা আমি," না "চক্ষু আমি," না—"দেহ আমি" কোনটা—"আমি" আর আমার—আমার—আমার (এইরূপে মনবে অহঙ্কার করে) কিন্তু কোনটা আমার একটু ভাল করিয়া স্থির হইয়া—মনকে স্থির করিয়া বুঝিয়া দেখিলে, বুঝিতে বা জানিতে পারা যায় যে, "আমি ও কিছু না," আর—আমার বলিয়াও এ জগতে কিছুই নাই" পঞ্চভূতের সমষ্টি মাত্র। "জীবাত্মা"—(অষ্ট পাশ জড়িত আত্মা) "পরমাত্মাকে"—চিনিতে না পারিয়া, ভিতর হইতে আমি—আমিরূপ অহঙ্কার করিতেছে। বাস্তবিক এক ভগবান ভিতরে আছেন এবং তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। তিনি ভিন্ন এ সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছি সমস্তই (দুই দিনের জন্য ক্ষণস্থায়ী) পঞ্চভূতের রূপান্তর মাত্র। আবার যে দেহের কত যত্ন ও গৌরব, সেই সাধের দেহও থাকিবে না—ও আপনার আপনার যাহাদিগকে বলিতেছি—কেহই আপনার নহে। কারণ সঙ্গে কেহই যাবে না আর মৃত্যুর পরে অনেকে ছুঁইবে না। (আবার সংসারে অমঙ্গল হবে বলে, "স্ত্রী পর্য্যন্ত ছোঁয়া দ্রব্য ফেলিয়া দিবে"—এবং গোবর ছড়া দিবে।)

গান।

ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে,
দিন দুই চার জন্য ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই মানে।
ভুলনা দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়া জালে,
যার জন্য মর ভেবে, সে কিবে তোর সঙ্গে যাবে,
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া অমঙ্গল হবে বলে।

(অতএব সংসারে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, কেহ কাহারও নহে যত কিছুই উপার্জ্জন কর না কেন? চক্ষু বুজালেই

কেহ কাহারও নয়। যতক্ষণ দেহস্থ আত্মা আছেন—ততক্ষণ সকলে আপনার। (আর সংসারে 'পয়সা' যদি থাকে—তবেই আপনার।) যেমন ছেলেরা খেলাঘর করে, মুহুর্ত্তের জন্য; সেইরূপ কিছু দিন বা বৎসরের জন্য, সুখ ও দুঃখ ভোগ করা মাত্র। (তবে আত্মা বা বীজ নষ্ট হয় না।) এ সংসারে সমস্তই মায়া (আমি মায়া—তুমি মায়া—বাপ, মা মায়া, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব ইত্যাদি সকলই—মায়া বা অহং এমন ভুবনমোহিনী মায়ায়—ভগবান বন্ধন করিয়াছেন যে, তাঁর কৃপা ব্যতীত, এ সংসার মায়া হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া বা মায়া কাটান কঠিন মানুষ যদি কিছুক্ষণ বেশ ভাল করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখে যে, আমি কে? কোথা হইতে, আসিলাম? কে পাঠাইল—এবং কোথায় বা যাইব? আমি কি কার্য্যের জন্য এ জগতে আসিয়াছি এবং আমি কি কার্য্য করিতেছি? কিম্বা পরে আমার কি হবে—আমার বাড়ীর লোক ও বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির সহিত আমার কতক্ষণ সম্বন্ধ? বা কতক্ষণ ভালবাসা—আমার জীবনের উদ্দেশ্যই বা কি কিন্তু সে চিন্তা—সে সমস্ত বিষয় সংসার মায়ায় পড়িয়া মনে আসিয়াও ভুলিয়া যান। কারণ পূর্ব্বে সৎকার্য্য করা নাই (বা,না থাকার জন্য) কিংবা হয়ত প্রথম "মানব জন্ম" বলিয়া মনে আসিয়াও আসে না। মায়ায় ভগবানকে ভুলিয়া সংসারে লিপ্ত হইয়া দুঃখ পাইয়া থাকেন। আবার সুখের সময় অনেকে মনে করেন, চিরকালই এমনই ভাবে বাঁচিয়া থাকিব ও এমনই ভাবেই আমার সুখে দিন যাইবে।

হায়! ("অন্ধ—মানব")যদি নিজেকে নিজে চিনিতে পারিতে—জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিল করাইতে পারিতে, তাহা হইলে সমস্তই গোল মিটিয়া যাইত। (জীবন্মুক্ত হইতে পারিতে) আর, আমি—আমি বেশী করিতে না। হায়! এমনই তাঁর "লীলা খেলা"—

চিনিযাও চিনিতে পারিলে না সংসার লইয়া উন্মত্ত রহিলে—যিনি কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, ভিতর হইতে বলিয়া দিতেছেন। অহঙ্কারে তাঁকে একবার দেখিযাও দেখিলে না, চিনিযাও চিনিলে না, ভাবিযাও ভাবিলে না যে, তিনি কে? যেমন লোকে বাগানে বেড়াইতে গিয়া বাবুর বাগান দেখিযাই অবাক্ হন আর বলিতে থাকেন বা বেশ বাগান! আর বাগানের জিনিষ লইয়া, আনন্দে বিভোর হইয়া যান। কিন্তু বাগানের মালিককে বড় কেহ খোঁজেন না সেইরূপ লোকে আমি ও আমার—আমার করিয়া, অহঙ্কারে, জ্ঞানশূন্য হইয়া, নিজেকে নিজে চিনিতে পারিল না (তখন ভগবানকে চিনিবে কি করিয়া?) আবার ছয়টী রিপু ছয় দিকে ছুটিতেছে, সেই মূল বিষয়টি অনুসন্ধান করেই বা কে? ঈশ্বর নাই কোন্ স্থানে—তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। (মনের ঊর্দ্ধদৃষ্টি নাই, চিনিবে কি করিয়া) আমি কে? "অয়মাত্মা—ব্রহ্ম"। (অর্থাৎ আত্মাই ব্রহ্ম) নেতি,—নেতি,—নেতি (আমি 'সেই' শুদ্ধ আত্মা)* ("দেহের মধ্যে যে ষট্‌চক্র আছে—সেই ষট্‌চক্র ভেদ করিতে, না পারিলে হয় না।")

আবার অনেকে ভগবানকে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়ান। যেমন অনেক সময়ে—অনেকে কাণে কলম রাখিয়া, চারিদিকে—কলম খুঁজিয়া থাকেন, কিংবা কাঁধে গামছা রাখিয়া—গামছা গামছা করিয়া চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়ান সেইরূপ লোকে ভগবানকে চারিদিকে খুঁজিয়া থাকেন।

---

* প্রথম প্রথম শঙ্করাচার্য্যের ভেদবুদ্ধি ছিল। চণ্ডাল মাংসের ভার লইয়া যাইতে যাইতে শঙ্করাচার্য্যকে ছুঁইয়া ফেলে, তাহাতে শঙ্করাচার্য্য বলিলেন ওরে চণ্ডাল! তুই আমায় ছুঁলি চণ্ডাল বলিল ঠাকুর! তুমিও আমায় ছোঁওনি, আমিও তোমায় ছুঁই—নির্লিপ্ত হইয়াছেন তিনি 'শুদ্ধ আত্মা।" তখন শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান হইয়া গেল।

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন ঃ—

"কোই কহে হরি দূর হ্যায়—হরি হ্যায় হৃদয়মে
অন্তস্‌টাটী কপটমে ভরা—তেইসে সুজেনে।"

অর্থাৎ কেহ বলেন হরি দূরে আছেন, কিন্তু তাহা নহে; হরি হৃদয়ে আছেন। অন্তঃকরণ কপটতায় পূর্ণ বলিয়া তাঁকে চিনিতে পারে না

এই দেহরূপ খাঁচার ভিতরে একটি পাখীর ন্যায় কথা কহিতেছেন। কিন্তু তিনি কে? সে—হংস—অনেকেরই নাই—বা (কয়টি লোকে চিনিতে পারে।) কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—এটা ভগবান নয়—সেটা ভগবান, ওটা মাটী—বইত নয়? ওটা কাঠের হচ্ছে—ভগবান আবার কি? কাকে বলে ভগবান? ভগবানকে কেহ কি দেখিয়াছে? না—ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায়? যাহা কিছু এ সংসারে হইতেছে, সমস্তই "স্বভাবে" হইতেছে। (অর্থাৎ আপনি হইয়াছে ও আপনি হইতেছে।) রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, বেদান্ত—সমস্তই মিথ্যা। (যেমন চার্ব্বাকের মত) কিন্তু নিজে কে? ও কোথা হইতে আসিয়াছেন, বা কে পাঠাইয়াছে, তাহা জানেন না—("ধন্য—অহং"।) ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি, যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল ভূতগণের হৃদয় দেশস্থিত আছেন এবং যন্ত্রারূঢ় সমস্ত ভূতগণকে মায়াতে ভ্রমণ করাইতেছেন।

মানুষ যদি তত্ত্বজ্ঞ হইত তাহা হইলে বোধ হয়, মনের বিশ্বাসও হইত আর অহঙ্কার ও মনের গোলমাল সমস্তই মিটিয়া যাইত। তাহা

হইলে বেশী তর্ক ও মিথ্যা ঝগড়া করিতেন না। প্রথমে চিনিতে পারিয়া—শেষ দশায় হা হুতাশ করিয়া থাকেন—(যেমন দাঁত থাকিতে—দাঁতের মর্য্যাদা জানে না) ("ইহাই মার লীলা,"—"ইহাই মার খেলা") মা! "তে মার লীলা"—মানুষে কি বুঝিবে মা! মা—মানুষ অজ্ঞান, জ্ঞানহীন, ভজনহীন, সাধনহীন, ভক্তিহীন, ক্রীয়াহীন, কর্ম্মহীন, তুমি যদি দয়া করিয়া, অন্ধকার হইতে, আলোয় লইয়া যাও, তুমি যদি অধম সন্তান বলিয়া, জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দাও—জ্ঞানের বাতী* তোমার মুখের উপর ধর—তাহা হইলে তোমায় চিনিতে পারিবে, নতুবা মানুষের সাধ্য কি চেনে? সার্জ্জন সাহেব, রাত্রিতে আঁধারে আলোর দ্বারা সকলের মুখ দেখিতে পায়। সার্জ্জন সাহেবকে কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু সার্জ্জন সাহেবকে যদি কেহ দেখিতে চায়—তাহা হইলে সার্জ্জন সাহেবকে বলিতে হয়, সাহেব দয়া করিয়া একবার আলোটী তোমার মুখের উপর ধর—আমি তোমায় একবার দেখি?

সেইরূপ মা ব্রহ্মময়ীকে বলিতে হয়, মা—জ্ঞানের আলো একবার তোমার মুখের উপর ধর—আমি তোমায় একবার প্রাণ ভরিয়া দেখি। (আমার অজ্ঞানরূপ চক্ষের আবরণ খুলিয়া দাও—আমার কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করিয়া দাও—আমি তোমায় প্রাণ খুলিয়া যেন ডাকিতে পারি আমি অজ্ঞান—আমি কিছুই জানি না—আমি কিছুই বুঝিনা—আমায় আর অন্ধের ন্যায় (কলুর বলদের মত) অবিরত সংসার সমুদ্রে হাবু ডুবু খাওয়াইও না কিম্বা ঘোড় দৌড়ের ঘোড়ার মত আমায়

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন:—

*রাত্রিকালে ঘর অন্ধকার করিয়া রাখিতে নাই, তাহা হইলে অমঙ্গল হয় সেইরূপ এই ("দেহঘর") অন্ধকার রাখিতে নাই। জ্ঞানদীপ জেলে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখিতে হয়।

মনকে ষড়রিপুর দাস করাইয়া দৌড় করাইওনা) মা দয়া করিয়া দিব্য চক্ষু দান কর "একবার আমি তোমার রাঙ্গা চরণ দুখানি দেখি " (শুধু মুখে বলা নয় কাঁদিয়া বলিতে হয়) আর বলিতে হয় মা আমি তোমার শরণাগত ! শরণাগত ! শরণাগত !

ভক্ত রাম প্রসাদের গীত

মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোক ঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত,
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছট কলুর অনুগত।
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো
দেখি এই ব্রহ্মাণ্ডের রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগৎ।
(ওমা) খুলে দে মা চোখের ঠুলি দেখি মা তোর অভয় পদ,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে তরে গেল পাপী কত।
প্রসাদ যে কুপুত্র তোমার অন্তে রেখ পদানত।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন

মা বুড়ী হইয়া বসিয়া আছেন এবং আমাদের লইয়া চোর চোর খেলা খেলিতেছেন—যিনি মাকে ছুঁইয়া (অর্থাৎ পরেশ মণিকে ছুঁইয়া) দিতে পারিবেন—তিনি সোনা হইয়া যাইবেন। (যেমন—অমৃতের কুণ্ডেতে পড়িলে, "অমর হয়।" সেইরূপ একবার—যো-সো করে (অর্থাৎ ধাক্কা খেয়েই হোক, আর পা পিছলেই হোক) অমৃতের কুণ্ডেতে পড়তে পারলেই হোল, একেবারে অমর) সোনা হইলে সোনাকে যেখানে রাখ সোনাই থাকিবে। সোনা মাটীতেই রাখ—নর্দ্দামাতেই রাখ—আর ব বাক্সেই রাখ—সোনা খারাপ হয় না। কিন্তু মান-অভিমান শূন্য না হইলে, সোনা হওয়া বড়ই শক্ত কথা। আবার অহংকার যাইয়াও যায় না কারণ মানব বাসনার দাস (আর যাহার

যেরূপ কার্য্য করা আছে সেইরূপ অনুসারে হয়) আমি করিতেছি, আমার বিষয়—আমার বাটী—আমার রাজত্ব (এই সমস্ত মনে মনে তোলা পাড়া করিয়া উন্মত্ত) এইরূপে সংসারে অনেকের মাথা খারাপ হইয়া যায় এবং পরে প্রাণও ওষ্ঠাগত হয়। কিন্তু কাহার বাড়ী, আর কাহার সংসার; কার টাকা; কে ভোগ করে—আর কোথায় বা যায় তাহার মীমাংসাই বা করে কে? আবার ধরাও বড়ই কঠিন—তবে এইটি জানিতে হয় যে তিনি যাহা করেন সমস্তই আমাদের মঙ্গলের জন্য। তাঁর উপর সমস্ত নির্ভর করিতে হয়। (যেমন নাবালকের অছি থাকে)—সেইরূপ ভগবান একজন যে আছেন এবং তিনিই যে যন্ত্রী, তাঁহারই ইচ্ছায় এ জগৎ সৃজন, পালন ও সংহার হইতেছে—তিনিই বাজীকর—এইটি মনে মনে ধারণা করিতে হয় কিন্তু সে সমস্ত "তত্ত্বজ্ঞানের' কথা অনেকেরই মনে হয় না কারণ, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি নাই, সৎকার্য্য করা নাই বলিয়া নিজেকে (কস্তুরী মৃগের ন্যায়) চিনিয়াও চিনিতে পারেন না; আমি করি—আমি করি—করিয়া মিথ্যা দেহের অহঙ্কারে উন্মত্ত হন। যেমন—বেদান্তের একটী উপমা আছে ঃ—

একটী হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে আলু, বেগুন, পটল ও উচ্ছে এই সমস্ত ভাতে দেওয়া হইয়াছে। কিছুক্ষণ বাদে চাল, বেগুন পটল ও উচ্ছে; ইহারা সমস্তই লাফাইতে থাকে। যেন অভিমান করিতেছে,—আমি নড়িতেছি; আমি লাফাইতেছি। আবার ছোট ছোট ছেলেরা দেখিলে বলে যে, চাল, বেগুন, পটল ও

জীবাত্মা—দেহস্থ আত্মা, জীব পুরুষ [বেদান্ত মতে, আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা—ঈশ্বর পরমাত্মা] শরীরের অভ্যন্তরে যে এক স্বচ্ছ অংশ আছে, তাহাতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই জীবাত্মা। শরীর স্বভাবতঃ অচেতন জড় পদার্থ। উক্ত বিম্বের অধিষ্ঠান বলে শরীরে চেতনা সঞ্চারাদি হইয়া থাকে।

উচ্ছে ইহারা কেমন লাফাইতেছে দেখ ? কিন্তু যাঁহাদের জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা তখন সেই ছোট ছেলেদের বুঝাইয়া দেন যে ঐ সকল চাল, বেগুন, পটল ও উচ্ছে, উহারা জীবিত নয় (অর্থাৎ উহারা আপনা আপনি লাফাইতেছে না) হাঁড়ির নীচে কাঠ জ্বলিতেছে, তবে উহারা লাফাইতেছে যদি কাঠ টানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আর লাফাইবে না। আবার পুতুল নাচ দেখিতে গিয়া, ছোট ছোট ছেলেরা যেমন বাপকে বলিয়া থাকে, বাবা—পুতুল কেমন নাচ্‌ছে দেখ। কিন্তু যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, যাঁহারা জানেন—তাঁহারা শুনিলে, তখন বুঝাইয়া দেন, কিংবা পিতা বলেন,—বাবা—পুতুল আপনি নাচ্‌ছে না, একজন পুতুলকে নীচে হইতে নাচাচ্ছে, তবে পুতুল নাচ্ছে তখন ঐ ছোট ছোট ছেলেরা বুঝিতে পারে। সেইরূপ সংসারে সকলে যদি মনে মনে বুঝিয়া দেখেন যে, তিনি আমাদের চালাইতেছেন, তবে আমরা চলিতেছি, বলিতেছি—যাহা কিছু সমস্তই তাঁর ইচ্ছায় হইতেছে —তাহা হইলে বুঝিতে পারেন যে, আমরা তাঁর হাতের পুতুল মাত্র। তিনি আমাদের কর্ত্তা, আমি বা আমরা করিতেছি না—তিনিই আমাদের যন্ত্রী—আমরা তাঁর হাতের যন্ত্রের স্বরূপ—পুতুলের ন্যায়। লোকে যখন বোঝেন তাঁর ইচ্ছায় সমস্তই হইতেছে ("ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা") তখনই জ্ঞান। আর যতক্ষণ অজ্ঞানের ন্যায়, আমি—আমি ও আমার—আমার করিয়া, ভগবানকে ভুলিয়া থাকেন, ততক্ষণই অজ্ঞান (অপরাপর সমস্ত উপলক্ষ মাত্র।

কুরু ও পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, সখা—যুদ্ধস্থলে একবার রথখানি লইয়া চল, আমি একবার দেখিব যে, কাহাদের সহিত আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি। শ্রীকৃষ্ণ তখন রথখানি দুইদলের মধ্যে লইয়া গেলেন। অর্জ্জুন দেখিয়া বলিলেন, একে—দেখি-

তেছি—সমস্তই আপনার লোক, পিতামহ, গুরু, গুরুপুত্র, ভ্রাতা জ্ঞাতি ও কুটুম্ব ইত্যাদি সব অতএব সখা—আমি যুদ্ধ করিব না। আমি বিনা দোষে জ্ঞাতি হত্যা করিব না তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু যখন অর্জ্জুন বুঝিলেন না, তখন শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অর্জ্জুন—তুমি যাঁহাদগকে যুদ্ধ করিয়া মারিবে দেখ তোমার মারিবার পূর্ব্বে আমি তাঁহাদিকে মারিয়া রাখিয়াছি। আমি তোমায় দিব্যচক্ষু দান করিলাম—ঐ দেখ অর্জ্জুন তখন দিব্য চক্ষু পাইয়া সেই সমস্ত আপনার লোকদিগকে মৃত অবস্থায় দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অর্জ্জুন তুমি কেবল মাত্র উপলক্ষ স্বরূপ খাড়া আছ—দাঁড়াইয়া আছ সেইরূপ মানুষ বা মানুষের দেহ উপলক্ষ মাত্র

আর আমি যাবার নয়—যতক্ষণ দেহ থাকিবে, ততক্ষণ আমি ও আমার কথা যাইবে না। ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন (পাঁক থাকিলেই—ভুড়ভুড়ি হবেই) তবে যদি একান্ত আমি না যায়—থাক শালা দাস আমি হয়ে—"ভক্তের আমি হয়ে" "পাতলা আমি হয়ে।"

শুক ব্যাসদেবে বলিয়াছেন,—এ সংসারে সহস্র সহস্র মাতা,পিতা, ■ শত শত দার, পুত্র, বন্ধু, স্বজন বারম্বার হইয়াছে তাঁহারা কোথায় এবং আমি কোথায়। (এক ব্রহ্মমাত্রসার) তিনিই সত্য (আর সমস্ত পদার্থই মায়া কার্য্য—ইহা শ্রুতিতে নির্ণীত হইয়াছে)

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :—

ভগবান দুই বার হাসেন। একবার হাসেন যখন দুই ভায়ে জমি লইয়া বিবাদ করে—এ বলে এদিকটা আমার, এবং ও বলে ঐদিকটা আমার। তখন ভগবান হাসেন এই বলে যে, আমার জগৎ—আমার সৃষ্টি, এরা বলে কিনা আমার। আর একবার হাসেন যখন ডাক্তার আসিয়া বলে,ভয় কি মা—আমি তোমার ছেলেকে ভাল করে দোব। তখন উপর হইতে, ভগবান হাসেন এই বলে,—ডাক্তার বলে কি না আমি ভালকরে দেব যদি আমি মারি কাহার ক্ষমতা রাখে অতএব ভগবান দুইবার হাসেন

"সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়"।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ
কস্য ত্বং বা কুত আযাতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।
মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং হরতি নিমেষাৎকালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময় মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।
নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥
যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননী—জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর—দোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥
দিন যামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ
সুরবর মন্দির তরুমূলবাসঃ শয্যাভূতল মজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহ ভোগত্যাগঃ কস্যসুখঃ ন করোতি বিরাগঃ॥
অষ্টকুলা চলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ ব্রহ্মপুরন্দর দিনকর রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমেব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

ভগবান তিনটি কাজ করিয়াছেন বা করিতেছেন, ভগবান এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন—পালন করিতেছেন—আবার সংহারও করিতেছেন বা করিবেন। জগতে অমর কেহই নহেন। (আবার প্রত্যেক জিনিসের প্রতি মূহুর্ত্তে ক্ষয় হইতেছে) সকলকেই মরিতে হবে, তবে কাহারও মৃত্যু আগে বা কাহারও মৃত্যু পরে, মৃত্যু আছেই।

পঞ্চভূতে—পঞ্চভূতমিশিবে কাহারও ক্ষমতা নাই যে, ইহা অন্যথা করেন অতএব ("অতে হৃদ্দর্থ মিথ্যাদি") এক ঈশ্বরই সত্য আর সমস্তই মিথ্যা—(যেমন বাজীকরের ভেল্কী) এই আছে আবার কিছুই নাই যে বাজীকর সে কত কি দেখায়—তাহার সীমা নাই এই আমের আটি পুতিবে, তাহার পরই গাছ হবে ও আম ফলিবে, আবার ঐ আম পাকবে ও সকলকেই খাইতে দিবে, কিন্তু কিছুই নহে সমস্তই মিথ্যা (বাজীকর যে—সেই সত্য) "বাজীকরের ভেল্কী অনিত্য " অতএব এক ভগবান সত্য আর যাহা কিছু এচক্ষে দেখিতেছি সমস্তই অনিত্য তবে জগতে আসিয়া যে সৎকার্য্যটুকু করিয়া যাওয়া যায়, সেই সৎকার্য্য বা সৎকীর্ত্তি সেটা কিছুকাল থাকে মাত্র তাহার পর লোপ পায়। আর এ এ সংসারে কর্ম্মানুসারে সেইরূপ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আসা ও যাওয়া ঐরূপ করিতে করিতে যাহার ভাগ্য হয় সেই বুড়ীকে ছুঁইতে পারে এ সংসারে সকলেই ভগবানকে পায় সত্য তবে আগে বা পরে—যাহার যেমন কার্য্য কর আছে তাহার সেইরূপ অনুসারে হয়। যেমন কেহ সকালে খাইতে পায়, কেহ বা দুটার সময়, কেহ বা সন্ধ্যায়, আবার কেহ কেহ বা রাত্রিতেও খাইতে পায়—সকলেই খাইতে পায় সেইরূপ এ জন্মেই হউক, পর জন্মেই হউক বা জন্ম জন্মান্তরেই হউক সকলেই ভগবানের কৃপালাভ—চরণ দর্শন করিতে পাইবে তাহার ভুল নাই। এখনই ভগবানকে পাইলাম না তবে দূর হোক আর ডাকিব না, এই ভাবিয়া ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না (আর একটী কথা, "যাহা কিছু দুঃখ পূর্ব্বজন্ম কিংবা এ জন্মের কর্ম্মফল ") মৃত্যুকে সদা সর্ব্বদা সকলের স্মরণ রাখা চাই (কারণ কোন দিন "এই দেহরূপ ডুব কি কাট যাগা" তাহার ঠিক নাই) এ যদি মনে থাকে, তাহা হইলে সৎকার্য্য করিতে ইচ্ছা যাইবে মন্দ কার্য্য করিতে ইচ্ছা যাইবে না,

ভয় হবে। কারণ এখানে দু দিনের জন্য আসা—সময় হইলেই প্রাণ পাখী উড়িয়া পালাইবে। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী অথচ কলিকাতায় চাকরি করিতে আসিয়া থাকেন আবার দেশে ফিরিয়া যান সেইরূপ আজই হউক, আর কালই হউক, কিছুদিন বা বৎসর পরেই হউক; আবার দেশে ফিরিয়া যাইতে হবে ভোগ শেষ হইলে সকলকেই যাইতে হইবে কিছুই চিরস্থায়ী নহে।

এই স্বর্গ—এই নরক। এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র এবং পরীক্ষার স্থান। "অধর্ম্ম কাজ করিলে," পাপ কাজ করিলে, মনেতে "ভয়" হবেই হবে। এতদ্ব্যতিরেকে যিনি যতই যাহাই বলুন না কেন? "প্রাণের ভিতর কখনই শান্তি থাকিবে না" অথচ মনে মনে মহাকষ্ট হইবে ও বুকের ভিতর "ধড়াস্ ধড়াস্" করিবে নিজের প্রাণের ভিতর, নিজে আঘাত পাইবে। কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আছেই এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিজের ভিতরে নিজে জানিতে পারিবে কেহ কেহ মনে করেন, এক জন্মেই কর্ম্মফল ভোগ হয়, কর্ম্মফল ভোগ হইয়া গেল—আর পরজন্মে পাপ লইতে হয় না (অর্থাৎ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় না।) কিন্তু তাহা নহে, যাহারও কাহারও একজন্মে কর্ম্মফল ভোগ হয় বটে, কিন্তু আবার কাহাকেও কাহাকেও পরজন্মে ভোগ করিতে হয়। সুখ ও দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই, এ সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ এবং এ দেহ ধারণ করা হইয়াছে আর কর্ম্মানুসারে সুখ ও দুঃখ মানবে পাইতেছেন বা পাইয়া থাকেন তাহা না হইলে, এ সংসারে সকলেই সুখী হয় না কেন? আবার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল সেইজন্য কেহ কালা, কেহ বোবা, কেহ অন্ধ, কেহ খোঁড়া, আবার কেহ কেহ বা নপুংসক ইত্যাদি সব হইয়া আসে কেন? (আবার প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এইখানের পাপ, এই স্থানেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় বা হইতেছে।)

"জন্মান্তরীন' (প্রাক্তন) পূর্ব্ব পূর্ব জন্মে যে কার্য্য করা গেছে সেইটী এজন্মের ভোগ মাত্র সেইজন্য পূর্ব্বজন্ম মানিতে হয় আর কর্ম্মফল আছেই মৃত্যু আছে, ধ্বংস আছেই

ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন ঃ—

গীত।

বল দেখি ভাই কি হয় মলে, এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেহ বলে তুই ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।
ওরে বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে॥
(ও ভাই) পঞ্চজনে বাস করিছে মিলে জুলে,
সে যে সময় হলে আপনা আপনি যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবিরে নিদান কালে,
যেমন "জলের বিম্ব" জলে উদয়, "জল হয়ে সে মিশায় জলে

কালে সমস্তই লয় প্রাপ্ত হবে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ—আর আহার নিদ্রা ও মৈথুন—কারণ জন্মগ্রহণ করিলেই আহারের প্রয়োজন। নিদ্রা মৃত্যুর সমান বা—মৃত্যু নিদ্রার সমান—আর বিবাহ মৈথুন (অর্থাৎ শক্তিক্ষয়) সত্ত্ব, রজ ও তমঃ—আর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, এ তিনটি এক। রজঃগুণে সৃষ্টি, সত্ত্ব গুণে পালন এবং তমঃগুণে সংহার—প্রলয়। কিন্তু "বিবাহ বিধিলিপি" সকলের হয় না। জন্মগ্রহণ করিলে দেহ ধ্বংস হবেই। যেমন কাপড়, জামা, ছিঁড়িয়া গেলে, সেগুলি ত্যাগ করিয়া নূতন কাপড় ও জামা পরিধান করিতে হয়। সেইরূপ এই দেহ শক্তিহীন, জীর্ণ হইলে আবার নূতন দেহ ধারণ করিতে হয়। সংসারে ভোগ বাসনা বেশী থাকিলে, বারংবার তাহাদের দেহ ধারণ করিয়া এ সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু

সাধু মহাত্মারা সংসারের মঙ্গলের জন্য দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিজের কোন স্বার্থ নাই আবার ভক্তকে বেশী কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহার প্রমাণ, ধ্রুব—প্রহ্লাদ—জটীল আবার শ্রীমন্ত এত ভক্ত ছিল, কিন্তু মা "কমলে কামিনী' ভক্তকে পরীক্ষার জন্য, কত কষ্টই না দিয়াছিলেন, (কেবলমাত্র ভক্তের ভক্তি পরীক্ষার জন্য।) কারণ এ সংসারই পরীক্ষার স্থল। (যেমন সোনাকে যতই পোড়াও না কেন—তাহার ততই উজ্জ্বল জ্যোতিঃ হইবে) আবার ধুপ ধুনাকে না পোড়াইলে, যেমন সুগন্ধ বাহির হয় না সেইরূপ ভক্তকে কষ্ট না দিলে ভক্তের সুগন্ধ (অর্থাৎ সাধুতা সৎচরিত্রতা চতুর্দ্দিকে বাহির হয় না)—আবার কষ্ট না করিলে, কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। (ভক্ত যতই কষ্ট পাউক না কেন?) "ভগবানকে" ভোলে না (যেমন ইক্ষুদণ্ডকে যতই খণ্ড খণ্ড কর না কেন—তাহার মিষ্টতা কমে না)।

একটী কাঠুরে তাহার ভগবান দর্শন হ'ল, ঠাকুর আসিয়া তাহাকে কত বর দিলেন কিন্তু কাঠ কাটা হইতে সে নিষ্কৃতি পায় নাই—কাঠ কাটা দুঃখ তাহার দুর হয় নাই। আবার মনেই সুখ ও মনেই দুঃখ—সুখ ও দুঃখ বাহিরে নহে (আর চিরস্থায়ী কিছুই নহে) যিনি জ্ঞানী তাঁহার মনে সুখ দুঃখ স্থায়ী হয় না। এমন কি! দৈবকীর পুত্র পূর্ণ ব্রহ্ম যিনি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মায়ের ও কারাগার যন্ত্রণা—কত কষ্ট হইয়াছিল তথাপি দৈবকী একদিনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে ভুলেন নাই। অতএব যিনি সুখে দুঃখে, কষ্টে, শোকে, জরা মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত ভগবানের নাম জপ করিতে ভুলেন না—ভগবানকে স্মরণ মনন রাখিতে পারেন—রাখেন—তিনিই জ্ঞানী—তিনিই "প্রকৃত ভক্ত' পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনের নিকট কত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, দুঃখ ও কষ্ট পাইয়াছিলেন কিন্তু একদিনের জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন কি? তাঁহাদের

মতন "জ্ঞানী" "ভক্ত" সদ্‌গুণ ও ক্ষমাগুণ—ভগবানের উপর বিশ্বাস—সংসারে কয়জনের আছে ?

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

গঙ্গায় স্নান করিলে সব পাপ যায় বটে, কিন্তু কাণার কাণা লোক আর ভাল হয় না তাহার কারণ পূর্ব্বজন্মের মহাপাপ একজন্মে যায় না। তবে কাণাকে সাতজন্ম আর ঘুরিতে হয় না—বেশী কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। তাহার ছয়টা পাক ঘুরিয়া যায়। (অর্থাৎ ছয়জন্ম তাহাকে কাণা হইতে হয় না)

একদা কোন সময়ে একটী ব্যাধ, বনের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্তি বোধ হওয়ায়; একটী গাছে উঠিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর, চারিদিকে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সে দেখিতে পাইল যে, কিছুদূরে ঝোপের মধ্যে একটী লোক (শবের) "মড়ার" উপর বসিয়া ধ্যান করিতেছে। ব্যাধ তাহা দেখিয়া একদৃষ্টে সেইদিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল বোধ হয় ঐ লোকটী তান্ত্রিক মতে নির্জ্জনে শব সাধনা করিতেছে—যাহা হউক ওদিকে আমার দেখিবার দরকার নাই এই মনে করিয়া অন্যদিকে দেখিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার মন চঞ্চল থাকায় কিছুক্ষণ পরে পুনরায় সে চাহিয়া দেখিবামাত্র দেখে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বনের মধ্য হইতে দৌড়িয়া আসিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই লোকটীকে লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া ব্যাধ গাছ হইতে নামিয়া আসিল এবং মড়ার উপর বসিয়া ঠিক সেইরূপে ভগবানের নাম জপ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ জপ করিবার পর দেখে—মা ভগবতী তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন, বাছা—তুই কি বর চাস ? আমায় বল ? আমি এই আসিয়াছি—তখন সত্য সত্যই মা আসিয়াছেন

দেখিয়া ব্যাধ বলিল ম—আমি ধন্য হইলাম যে; আমি তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম, কিন্তু একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি? ঐ লোকটী এতকষ্ট করিয়া, তোমার সাধনা করিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহাকে বাঘে লইয়া গেল—আর মা—আমি ব্যাধ, পাষণ্ড, নরাধম, জীবহত্যাকারী আমার উপর তোমার এত দয়া হইল কেন? তাহা আমায় প্রথমে বল? তাহার পর আমি তোমার নিকট বর চাহিব মা বলিলেন—বাছা—তোর পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ছিল; তাহা তোর মনে নাই—সেই সৌভাগ্যে তোর এই "জোটাজোট" হইয়াছে—এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে—এবং তুই আমার দেখা পেলি। ঐ লোকটির পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি নাই, সেইজন্য উহাকে বাঘে লইয়া গেল। এখন তুই কি বর চাস? আমাকে বল অতএব পূর্ব্বজন্ম মানিতে হয়, আর পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকিলে, একজন্মে হয় না। (জন্মান্তরীন) যিনি যতই কিছু বলুন—বা করুন না কেন? পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকা চাই আর কার্য্য শেষ হইলে যাইতে হইবে মৃত্যু আছেই ধ্বংস আছেই কালে সমস্তই লয় হবে, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়। এ জগতে অমর কেহই নহে, সকলকেই মরিতে হইবে। (পঞ্চভূতে—পঞ্চভূত মিশিবে) সব সাধনায় কেহ পাগল হন—কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং কেহ দৈবাৎ তাঁর সাক্ষাৎ পান

"জীবনের উদ্দেশ্য।"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—

ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না করিয়া যদি কেহ সংসার করেন; তাহা হইলে তাঁহারা আরও সংসার মায়াতে জড়াইয়া পড়িবেন "যেমন হাতে তেল মাখিয়া কাঁটাল ভাঙ্গিলে হাতে আটা জড়ায় না"—সেইরূপ সংসারে প্রথমে ভগবানের কৃপালাভ—ভক্তিলাভ করিয়া সংসার করিলে,

তাঁহাকে আর সংসারে জড়াইতে ও কষ্ট পাইতে হয় না। জীবনের উদ্দেশ্য কি? ও কি জন্য ভগবান আমাদের পাঠাইয়াছেন? প্রথমে বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেমভক্তি লাভ করিয়া তাহার পর বিদ্যার সংসার করিবার জন্য কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা যে, মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা কম লোকেই বলেন বা জানেন। (তাঁহারা জানেন "মান" লাভই জীবনের উদ্দেশ্য ও সংসারে যাহা দরকার)

"মায়া ও দয়া"।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেনঃ—

সংসারে মায়া ভাল নহে, বন্ধন বেশী—দয়া ভাল। স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি প্রভৃতিদিগের প্রতি ভালবাসার নাম মায়া দয়া—সকলের প্রতি ভালবাসা। ইহাতে আমার তোমার ভেদাভেদ নাই যেমন আমি আমার ধর্ম্মের লোক-গুলিকে ভালবাসি—বাড়ীর লোকগুলিকে ভালবাসি, আমার দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি, আমার জাতিদিগকে ভালবাসি, ইহারই নাম মায়া। কিন্তু সমস্ত ধর্ম্মের লোককে ভালবাসি—সমস্ত জাতিকে ভালবাসি জগতের সমস্ত লোককে ভালবাসি, ইহারই নাম 'দয়া" "সর্ব্বজীবে ভালবাসার নাম দয়া।"

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন ঃ—

"দয়া ধরম্‌কি মূল হ্যায়,—নরক মূল অভিমান
তুলসী মত্‌ ছোড়িয়ে দয়া,—যব্‌ তক্‌ ঘট্‌মে প্রাণ।"

দয়া হইল ধর্ম্মের মূল—আর নরকের মূল হইল অভিমান। অতএব হে তুলসী! যতক্ষণ এ "দেহরূপ ঘটে প্রাণ থাকিবে," ততক্ষণ দয়া ছাড়িও না।

অভিমান ত্যাগ করা বড় শক্ত কথা। রাত্রিকালে নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইলে, নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলেও অনেক সময়ে ভয় যায় না, ভয় থাকে মিথ্যা জানিয়াও পুনরায় ভয় হইয়া থাকে আবার যেমন ছাগলকে কাটিয়া ফেলা হইলে (অর্থাৎ ধড় আলাদা এবং মুণ্ড আলাদা করিলে) তবুও ধড়ফড় করিয়া ছাগলটা নড়িতে থাকে সেইরূপ অভিমান যাইয়াও যায় না। যেমন অশ্বত্থ গাছ, আজ কাটিয়া দাও, কাল তাহার কেঁকড়ি বাহির হইবে 'অভিমানও' ঠিক সেইরূপ, অভিমান করিব না মনে করিতেছি, কিন্তু ঐ লোকটা আমায় ডাকিয়া কথা কহিল না—আমায় খাতির বা যত্ন করিল না,—আমায় ভক্তি করিল না—কিংবা আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিল না এইরূপ অভিমান স্বভাবতঃ অনেকেরই হয় বা হইয়া থাকে অতএব অভিমান যাইয়াও যায় না।

মহাত্মা কবীরদাস বলিয়াছেন :—

"মায়া ত্যাগে কেয়া ভয়া,—মান ত্যজা নেহি যায়
যেই মানে মুনিবর ঠগে,—মান্ সবন্‌কো খায়।"

অর্থাৎ মায়া ত্যাগ করিলে কি হইবে ? আবার মান ত্যাগ করা যায় না, এমন কি! যে মানে মুনি ঋষির পর্য্যন্তও পতন হয় (মানই সকলকে খায়।)

সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়,মান মান করিয়া অনেকেই ব্যতিব্যস্ত। কি ? আমি সাধু! আমায় অপমান করলে। আমি বড়লোক—আমার খাতির করলে না—আমি ব্রাহ্মণ—আমার পায়ের ধুল নিলে না? ইত্যাদি।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ--

"নমস্কার মানসেই ভাল" পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিলে যেমা ভক্তি করা হয়,—আর কাহাকেও পায়ে হাত দিতে দেওয়া উচিত নহে (যাঁহারা 'সৎ" লোক তাঁহারা কাহাকেও পায়ে হাত দিতে দেন না) আবার নিজের তাহাতে ক্ষতি হয়—মনে অহঙ্কার আসিতে পারে "তবে ঈশ্বর কোটীর স্বতন্ত্র কথ" মান ও অভিমান লইয়াই যেন এ জগৎ— সেইজন্য ইহা যাইয়াও যায় না অভিমান একেবারে যাওয়া বড়ই কঠিন (সমাধি না হইলে অহঙ্কার যায় না)

মহাত্মা কবীরদাস বলিয়াছেন ঃ—

"ব্রাহ্মণ ভয়া তো—কেয়া ভয়া, গলেমে লপেটে সুত।
ভাব ভক্তিকা মরম্—না জানে,—যেইসা জঙ্গলী ভুত"

অর্থাৎ গলায় একটী সুতা জড়াইয়া ব্রাহ্মণ হইলে কি হইবে? ভাব ভক্তির মর্ম্ম 'অনেকেই জানেন' না, যেমন জঙ্গলী ভুত

কোন সময়ে কলিকাতার একজন ব্রাহ্মণ, পাড়াগাঁয়ে কোন একটী ব্রাহ্মণের বাটীতে যাইয়া অতিথি হন। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ভিন্ন, বাটীতে আর কেহই ছিল না কাজেই ব্রাহ্মণী—বাটীতে অতিথি আসিয়াছে দেখিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি "ব্রাহ্মণ"?—তাহাতে কলিকাতার ব্রাহ্মণটী বলিলেন—হাঁ আমি ব্রাহ্মণ। তখন ব্রাহ্মণী বলিলেন আমরাও কুলীন ব্রাহ্মণ (তাহা হইলে ভালই হইয়াছে) বোধ হয় আমাদের অন্ন খাইতে আপনার কোন আপত্তি হইবে না। এই কথা শুনিয়া কলিকাতার ব্রাহ্মণটী বলিলেন—কিছু আপত্তি আছে, কারণ আমি কাহারও হাতে অন্ন খাই না। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী আর কিছু না বলিয়া—চাল, ডাল, ঘৃত, আলু, লবণ, তৈল ইত্যাদি

সমস্ত আনিয়া দিয়া বলিলেন—ঠাকুর! আপনি রান্না করুন; এই বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন এদিকে কলিকাতার ব্রাহ্মণটী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমি সমস্তই পাইয়াছি বটে, কিন্তু আগুন পাই নাই, কিরূপে রান্না করি—আর স্ত্রীলোকের নিকট কি বলিয়া—আবার আগুন চাহিয়া লই, বাটীতে পুরুষ কাহ কেও দেখিতে পাইতেছি না— কি করি, ইত্যাদি (এই সমস্ত বিষয় ভাবিতেছেন)—এমন সময় বাড়ীর কর্ত্তা আসিয়া উপস্থিত—এবং দেখিলেন একজন অতিথি বসিয়া আছে, অতিথির সম্মুখে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য সাজান আছে কেবলমাত্র রাঁধিলেই হয়। যাহা হউক এদিকে কলিকাতার ব্রাহ্মণটী বাটীর কর্ত্তাকে সম্মুখে দেখিয়া, নমস্কার করিয়া নিজের সমস্ত পরিচয় দিলেন আরও বলিলেন অদ্য আপনার বাটীতে আমি অতিথি—কিছু মনে করিবেন না। বাড়ীর কর্ত্তাটী বলিলেন, বেশ ভালই হইয়াছে—"পরম" সৌভাগ্য আমার। কিন্তু আপনি বসিয়া আছেন কেন? রান্না করুন, আপনি ত সমস্তই পাইয়াছেন তখন কলিকাতার ব্রাহ্মণটী বলিলেন মহাশয়! সমস্তই পাইয়াছি বটে, কিন্তু আগুন পাই নাই, রান্না করি কিরূপে? তখন বাটীর কর্ত্তাটী বলিলেন, সে কি? আপনি ব্রাহ্মণ! আপনাকে আগুন দিব কি! এই কথায় কলিকাতার ব্রাহ্মণটী অবাক হইয়া তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বাড়ীর কর্ত্তাটি ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন দিন? ঐ খড়ের আঁটিটা দিন? এই কথা বলিয়া খড়ের আঁটি লইয়া তাহাতে ফুৎকার দিতে, দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তখন বাটীর কর্ত্তাটি বলিলেন—এই নিন্? (রসুই বা রান্না) করুন। ব্রাহ্মণের ঐরূপ অসাধারণ শক্তি দেখিয়া, কলিকাতার ব্রাহ্মণটী—তখন ঐ ব্রাহ্মণের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। এবং বলিলেন আপনার প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করি—আমি পূর্ব্বে

আপনাকে চিনিতে পারি নাই, আমায় মাপ করুন সেইরূপ ব্রাহ্মণ অনেকেই কিন্তু কার্য্যতেই প্রকাশ পায় ব্রাহ্মণ কিনা ? যোগী কি না ? ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু এবং বর্ণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কার্য্য, করণ, আচার ব্যবহার ভাল এবং নিরহঙ্কার না হইলে হয় না। আর একটী কথা (ব্রাহ্মণ ও যোগী হইলে) তাহার একটী বিশেষ শক্তি থাকিবে ও দেখিলে ভক্তি হইবে ব্রাহ্মণের ছেলে কেহ পণ্ডিত হন, কেহ পূজা করেন, কেহ ভাত রাঁধেন, কেহ বা রুটী বিস্কুট বিক্রয় করেন আবার কেহ কেহ এমন আছেন যে, বেশ্যার দরজায় গড়াগড়ি যান (ব্রহ্ম"জানাতি ব্রাহ্মণঃ—"যোগ"জানাতি যোগী) অহঙ্কার যাঁহার নাই—যিনি সত্যবাদী, "ধার্ম্মিক' যাঁহাকে দেখিলে—জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। (অর্থাৎ চক্ষের ভিতর যে মণি আছে, সেই মণির একটী জ্যোতিঃ থাকিবে।) যাঁহাকে দেখিলে শান্ত স্বভাব ও বিনয়ী বলিয়া বোধ হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি ব্রহ্মকে চেনেন—আর যিনি সংসারে মান অভিমান এ সমস্ত কিছুই চান না—বা জানেন না তিনিই ব্রাহ্মণ—যোগী। "কার্য্যতেই মানুষ দেবতা হয়—আবার কার্য্যতেই মানুষ পশুরও অধম হয়; পশুরও সমান হয় না। (আবার সংসারে একরূপ হয় না) কারণ তাহা হইলে সৃষ্টি থাকে না—আবার সকলে রাজা হইলে, প্রজা হয় বা কে ? তবে সংসারে থাকিলে দয়া রাখিতে হয়। (কারণ দয়া—"ধর্ম্মের মূল।") আর দয়ার পাত্র বা পাত্রীকে দান না করিলে পাপ হয়—আর "অহং ভাল নহে।

কোন সময়ে একটী ব্রাহ্মণ, গঙ্গাস্নান করিয়া, ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিয়া ভগবানের নাম জপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে অন্য একটী লোক, ব্রাহ্মণের নিকটেই স্নান করিতেছিলেন—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্নান করিবার কালীন একফোটা জল ব্রাহ্মণের গায়ে ছিটকাইয়া লাগে

তাহাতে ব্রাহ্মণ মহারাগিয়া লোকটীকে বলিলেন তুই কি—জাত ? আমায়—ছুঁলি ? তুই কি জাত ? তখন সেই লোকটী, ব্রাহ্মণের মুখে, ঐরূপ অহঙ্কারের কথা শুনিয়া ও তাহার ঘৃণাভাব দেখিয়া রাগিয়া বলিলেন ঠাকুর—আমি মুচি ? মুচি ? মুচি ? ব্রাহ্মণ ইহাতে আরও রাগিয়া গিয় বলিলেন—কি ! আমায় আবার ঠাট্টা করা হইতেছে—যে, আমি মুচি ? আমি মুচি ? তখন সে লোকটী বলিলেন—আমি মুচি—তুমি মুচি—সকলেই মুচি—কেন ন যখন আমরা—সকলে, এই চামড়ার দেহে বাস করিতেছি (অর্থাৎ এ দেহ একটী চামড়ার খাঁচা মাত্র) তখন আমরা সকলে মুচি নয়ত কি ? তখন ঐ লোকটীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অবাক হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন—এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সত্যইত আমরা সকলে চামড়ার দেহে বাস করিতেছি কিন্তু, কি আশ্চর্য্য . (এতদিন অহঙ্কারে আমার সে জ্ঞান ছিল না,—সে কথা মনেই ছিল না—হায় হরি)—'সত্য কথা' এ দেহে আছে কি ? নাড়ি, ভুড়ি, (মল মূত্র) যেমন মাকাল ফল উপরে সুন্দর ভিতরে বিষ্ঠার ন্যায়—এ দেহের আবার অহঙ্কার কিসের ? বেশী বিচার ভাল নহে। ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :—প্রকাণ্ড (অর্থাৎ ভয়ঙ্কর) আগুনের মধ্যে কলাগাছটা দিলেও পুড়ে যায়।

(অর্থাৎ) "ভক্তি স্রোতে—যুক্তি ভেসে যায়।"

ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন :—

গীত

আমি কি দুঃখেরে ডরাই, ভবে দাও দুঃখ মা আর কত চাই।
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা—বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।

(রাম) প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী—বোঝা ন মাও ক্ষণেক জিবাই।

দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে আমি করি দুঃখের বড়াই॥

("বিবেকানন্দ স্বামী") আমেরিকায় গিয়া সেখান হইতে কোন বন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলেন হে ভগবান! আমরা কি মানুষ! কারণ, আমাদের বাঙ্গালা দেশে যদি কাহারও নীচ কুলে জন্ম হয়, তাহা হইলে "তাহার গুণ থাকিলেও" তাহাকে অনেকে ঘৃণা করে বা করিয়া থাকে এবং তাহার আর উন্নতির আশা থাকে না ইহার কারণ ব্রাহ্মণেরা খালি বলিতেছেন, "ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা আমাকে ছুঁয়োনা" এমন সনাতন হিন্দু ধর্ম্মকে কি করে ফেলেছে। এখন ঠিক ধর্ম্ম কোথায়? "কেবল ছুৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা।" অতএব এ জাতির উন্নতি কোথায়?

অহল্যা যখন পাষাণ হইতে উদ্ধার হন, তখন ভগবান রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—অহল্যা তুমি কি বর চাও? অহল্যা তখন বলিয়াছিলেন,—হে রাম, যদি বর দিবেত, এই বর দাও, আমার যদি শুকর যোনিতে জন্ম হয়, তাহাও স্বীকার কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্ম ভুলি না। তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে। (অর্থাৎ তোমার নাম করিয়া যেন আমি কাঁদিতে পারি) "আমি অন্য বর আর কিছুই চাহি না"

(কথায় বলে) "মুচি হয়ে শুচি হয়— যদি কৃষ্ণ ভজে,
(আর) শুচি হয়ে মুচি হয়—যদি কৃষ্ণ ত্যাজে"।

ভগবান রামচন্দ্র বলিয়াছেন :—

"ভক্তিতে আমি, চণ্ডালেরও হই,
অভক্তিতে আমি ব্রাহ্মণেরও নই।

ভক্তি শূন্য নরে সুধা দিলে পরে সুধাই নারে,
ভক্তিমান নরে বিষ দিলে পরে সুধা ব'লে খাইরে।

শুনা যায় এবং অনেকে বলেন চণ্ডালের ছায়া স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয় কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র যিনি তিনি ত্রেতাযুগে গুহক চণ্ডালের সহিত সখ্যভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন—এবং দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতার হইয়া, দাসীপুত্র বিদুরের নিকট খুদ খাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ঘৃণা বোধ করেন নাই। সামান্য মানুষে অহঙ্কারেতে মানুষকে ঘৃণা বোধ করে বা করিয়া থাকেন কিন্তু এই পৃথিবীতে প্রথমে চৌরাশি লক্ষ যোনি (অর্থাৎ পৃথিবীতে যত রকম জীব জন্তু পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি আছে) সমস্ত যোনিতে একবার করিয়া ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, তাহার পর, দুর্লভ মানব জন্ম হইয়াছে। (অনেকে বিবেক শক্তি লাভ করিয়াছে বা করিতেছেন) অতএব মানবের অহঙ্কার কিসের ? আবার যাহাকে ঘৃণা করা হয়, তাহার ভিতর ভগবান নাই কি ? মহাত্মা বামা ক্ষেপা বলিয়াছেন—"যাহাকে সকলে ঘৃণা করে" (তাহাকে মা যে কোলে করে—"তা কি জানিস ?) (আবার ভক্তের জাত নাই) ভক্ত সমস্তই এক—সেই জন্য জগন্নাথক্ষেত্র এত পবিত্র স্থান। অতএব সংসারে মায়া না রাখিয়া দয়া রাখিতে হয়, দয়া না রাখিলে ধর্ম্ম হয় না।

মহাত্মা বামাক্ষেপা বলিয়াছেন—

(ধর্ম্ম ছাড়িলে মানুষের আর কিছুই থাকে না সে জন্তুর সমান হয়ে যায়।) "অতএব যে রূপেই হোক ধর্ম্ম বজায় রাখিবে"।

"দেহাত্ম বুদ্ধি"।

সংসারে যাঁহারা বিষয়াদি লইয়া সদাসর্ব্বদা থাকেন বা যাঁহারা কামিনী ও কাঞ্চন লইয়া অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া আছেন তাঁহারা

আবার ভগবানের যে ভক্ত অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া কাঁদেন তাহাদের আবার পাগল বলিয়া উপেক্ষা করেন (*জটিলা ও কুটিলার ন্যায়) হাসিয়া উড়াইয়া দেন। যে হেতু, তাঁহাদের তখনও দেহ ও বুদ্ধি যায় নাই (অর্থাৎ দেহই আমি এই জ্ঞান—আমি সমস্তই করিতেছি এই অহংভাব রূপ অজ্ঞান—তাহাদের থাকে) "তিনি" যে একজন আছেন ও স্ত্রী এবং তিনি যে, ইন্দ্রিয়গণের আসল গাড়ী সে জ্ঞান—আমিরূপ অহংজ্ঞান সে সব মনে থাকে না।

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন ঃ—

কাঁচা অবস্থায় সুপারির ছালকে সহজে পৃথক করিতে পারা যায় না কিন্তু সুপারি পাকা হইলে তখন সহজেই সুপারি এবং সুপারির ছালকে পৃথক করা যায়। সেইরূপ মনুষ্যের যতক্ষণ আমিত্ব না যায়—যতক্ষণ না অবিদ্যার ন্যাকা থাকে, যতক্ষণ আত্মা আলাদা এবং দেহ আলাদা বলিয়া বোধ না হয়—ততক্ষণ তাহাদের দেহাত্মবুদ্ধি থাকে।

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"এক রাহসে হোতে হ্যায়—তুলসী মুত অউর পুত।
রাম ভজেতো পুতহি-নেহিতো মুতক মুত।"

হে তুলসী—মূত্র এবং পুত্র একস্থান হইতেই বহির্গত হয়, কিন্তু যে পুত্র রামকে ভজনা করেন সেই-ই পুত্র। নচেৎ,সে মূত্র অপেক্ষাও অধম।

"জ্ঞান ও ভক্তি"।

(নিরাকার ও সাকার)

মহাত্মা কবীরদাস বলিয়াছেন ঃ—

"কবীর বিরহ'বিনু তনুশূন হ্যায় বিরহ সুলতান।
যো ঘট বিরহ-ন-সঞ্চরে সো ঘট যমুমশান॥"

*জটিলা কুটীলা না থাকিলে রগড় হয় না লীলা পোষ্টাই হয় না।

অর্থাৎ হে কবীর, হৃদয়ের রাজা যিনি প্রাণ তিনি না থাকিলে দেহ, তাঁহার বিরহে হৃদয় শূন্য বোধ হয় (দেহ থাকে না) সেইরূপ যাহার দেহে ভগবানের জন্য বিরহ না হয়, তাহার দেহ শ্মশানের সমান জানিবে

কোন সময়ে *রাধিকা একজন সখিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সখি আমার চক্ষে তাঁর জন্য এক ফোঁটা জল নাই, ইহার কারণ কি? এই কথা শুনিয়া সখি বলিয়াছিল, সখি শ্যামের জন্য তোমার চক্ষে জল আসিতেছে বটে, কিন্তু, "বিরহ আগুনের উত্তাপে" সেই জল আবার শুকাইয়া যাইতেছে। অতএব তোমার চক্ষে জল থাকিয়াও নাই

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

সংসারে অনেকে জ্ঞান জ্ঞান করেন বটে, কিন্তু জ্ঞান জ্ঞান করিলেই বা বলিলেই জ্ঞান হয় না জ্ঞান হবার দুটী লক্ষণ আছে। প্রথম হচ্ছে "অনুরাগ" অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালবাসা (শুধু বসিয়া বসিয়া বিচার করিতেছি, কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ বা ভালবাসা নাই; সে সব মিথ্যা বিচার করা জ্ঞান নহে।) আর একটী লক্ষণ কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ (অর্থাৎ হৃদপদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে) যেমন সূর্য্য উঠিলে পদ্মগুলি ফুটিয়া উঠে।

জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিষ। যেমন কেহ বলিতেছেন জল আবার কেহ বলিতেছেন জলের চাপ (অর্থাৎ বরফ) যেমন সাগরের জল জমিয়া স্থানে, স্থানে, বরফ হয়। সেইরূপ ভগবান সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাগর। সেই সাগরের জল ভক্তের ভক্তি হিমে জমিয়া স্থানে স্থানে বরফ

*রাধা প্রকৃতি চিচ্ছক্তি—আদ্যাশক্তি বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে, কামরাধা, প্রেমরাধা ও নিত্যরাধা, কামরাধা চন্দ্রাবলী, প্রেমরাধা শ্রীমতি এবং নিত্যরাধা নন্দ দেখিয়াছিলেন গোপাল কোলে

হয়। অর্থাৎ ভগবান ভক্তের ভক্তিতে সাকারস্বরূপ ধারণ করেন—(আবার "জ্ঞান সূর্য্য" উদয় হইলে, বরফ গলিয়া জল হইয়া যায়) অর্থাৎ তখন নিরাকার ভক্তের নিকট সাকার। আবার জ্ঞানীর নিকট তিনি নিরাকার, কোন রূপ নাই "যিনি" দেহ করিয়াছেন, তিনি "সাকার" যিনি "মন" করিয়াছেন "তিনি" নিরাকার তিনি সাকার ও নিরাকার দুই-ই। (যেমন মিছরীর রুটী সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও মিষ্টি লাগিবে)

একটী জ্ঞান বা বিচার পথ—আর একটী ভক্তি পথ, জ্ঞানীর মতে ভগবানের রূপ নাই তিনি নিরাকার "অখণ্ড সচ্চিদানন্দ"। কিন্তু ভক্তের নিকট তিনি সাকার চিন্ময় শ্যাম ও চিন্ময়ী শ্যামা—সমস্তই সত্য—জড় পদার্থ নহে। সবই চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময়। ভক্ত সমস্তই চৈতন্যময় দেখে। পঞ্চম বৎসরের ধ্রুব সমস্তই চৈতন্যময় দেখিয়াছিল। আবার ভক্তের নিকট তিনি সাকার কেন? ভক্তের ভক্তি আস্বাদন করিবার জন্য, সাকারস্বরূপ ধারণ করেন বা করিয়া থাকেন

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন:—

কোন সময়ে একজন ভক্ত জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়া মনে মনে ভাবিলেন, ভগবান সাকার না নিরাকার—একবার দেখিতে হইবে এই মনে করিয়া একটী লাঠি লইয়া ঠাকুরের নিকট গিয়া লাঠিটী একবার এদিক একবার ওদিক করিলেন, তাহাতে দেখিলেন যে, লাঠিটী জগন্নাথের গায়ে ঠেকিল না (অর্থাৎ ঠাকুর সেখানে নাই) আর একবার ঐরূপ করাতে তাঁহার গায়ে ঠেকিল (অর্থাৎ বোধ হইল ঠাকুর সেখানে আছেন) ভক্তটী তখন মনে করিলেন তিনি সাকার ও নিরাকার ("আবার কত কি" "তা—কে জানে" বা বলিতে পারে? তাঁর ইতি নাই—শেষ নাই) অতএব জ্ঞান বিচার পুরুষ মানুষ

(অর্থাৎ বাড়ীর বারবাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে পারে বা যায।) কিন্তু ভক্তি—মেয়ে মানুষ, বাটীর অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যাইতে পারে বা যায় "ভক্তিই শ্রেষ্ঠ"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

ভক্ত ভগবানের সাকাররূপ দেখতে ভাল বাসে ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করিতে চায় প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ভগবান ইচ্ছাময় তাঁর যদি খুশী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই দেন

"ভগবান নির্লিপ্ত।"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—

এই সংসারে ভাল এবং খারাপ দুই-ই আছে (কারণ ভাল ও মন্দ লইয়াই এ জগৎ) অতএব জ্ঞান ও ভক্তি আছে আবার কামিনী ও কাঞ্চন আছে কিন্তু ভগবান কিছুতেই লিপ্ত নহেন,তিনি নির্লিপ্ত। ভাল বা মন্দ মানুষের পক্ষে সৎ এবং অসৎ মানুষের পক্ষে, ভগবানের তাহাতে কিছুই আসে না ব যায় না যেমন আলোর নিকট কেহ রামায়ণ পড়িতেছেন—আবারকেহ বা নোট জাল করিতেছে—তাহাতে আলোর কি? আলো নিজে নির্লিপ্ত। সূর্য্যদেব ভাল লোকের উপরও আলো দিতেছেন. আবার মন্দ লোকের উপরও আলো দিতেছেন। কিন্তু সূর্য্যদেব নিজে নির্লিপ্ত তিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন তবে যদি লোকে বলে পাপ, অশান্তি এ সমস্ত কেন? তাহার উত্তর এই যে, সে সমস্ত মানুষের বুঝিবার ভুলও বটে, আবার পূর্ব্ব জন্ম বা এ জন্মের কর্ম্মফল—ভগবানের নামে দোষারোপ করা বৃথা যিনি শুদ্ধ আত্মা। তিনি নির্লিপ্ত "মায়াশূন্য তিনি"—তিনি পাপ পুণ্যের পার

(বায়ুতে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ দুইই আছে—কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত) যেমন সাপের মুখের ভিতর বিষ আছে সত্য কিন্তু সাপের কিছুই হয় না, যাহাকে কামড়ায় সে মরিয়া যায়। সেইরূপ ভগবানে মায়া আছে সত্য বটে, কিন্তু মায়ায় ভগবানকে মুগ্ধ করিতে পারে না অন্য সকলকে মায়ায় মুগ্ধ করে ('মায়া শূন্য তিনি")

"সুখ ও দুঃখ"

সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় দুঃখ পাইলে সকলেই হরিকে ডাকেন, কিন্তু সুখের সময় কেহ ভগবানকে ডাকেন না। অতএব সুখ কিম্বা দুঃখ সকল সময়েই ভগবানকে ডাকিতে হয়, তাহা হইলে আর এ সংসারে দুঃখ বা অশান্তি থাকে না।

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন ঃ—

"দুখ পাওয়ে তো-হরি ভজে—সুখমে না ভজে কোই।
সুখমে যে হরি ভজে—দুঃখ কাঁহাসে হোই"।

(অর্থাৎ সংসারে দুঃখের সময় সকলেই হরিকে ডাকেন কিন্তু সুখের সময় কেহ একবারও হরিকে ডাকেন না, কিন্তু যিনি সুখের সময় হরিকে ডাকেন তাহার কখনও দুঃখ হয় না)

সুখে এবং দুঃখে সকল সময়েই হরিকে ডাকিতে পারিলে তাঁহার দুঃখকে দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তাঁহারা জানেন, সুখ এবং দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই এ দেহ ধারণ করা হইয়াছে। অতএব দেহ থাকিলেই কর্ম্ম এবং কর্ম্ম থাকিলেই ভাবনা, চিন্তা ও অশান্তি (যেমন পাঁক থাকিলে ভুড ভুড়ি হবেই।) কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীকে বর দিতে চাহিলে, কুন্তিদেবী বলিয়াছিলেন 'কৃষ্ণ আমি বর চাহি না আর কি বর দিবে—আমি দুঃখই চাই—আমি

সুখ চাহি না'—তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'কেন পিসি? সংসারে লোকে সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, তুমি তাহা চাহ না কেন? তাহাতে কুন্তীদেবী উত্তর করিয়াছিলেন 'কৃষ্ণ, সত্যকথা, সুখে থাকিতে সকলেই আশা করে বটে, কিন্তু সুখে থাকিলে বোধ হয়, দুর্য্যোধনের ন্যায় অহঙ্কারে আমিও তোমায় ভুলিয়া যাইতাম। আমি দুঃখ পাইতেছি বলিয়া তবে তোমায় আমার মনে আছে। দেখ দুর্য্যোধন সুখে আছে বলিয়া অহঙ্কারে একবারও তোমার নাম করে না। অতএব, কৃষ্ণ, বর দিবেত এই বর দাও আমি যেন দুঃখই পাই তাহাতে আমার কোন কষ্ট বা ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্ম আমি ভুলি না—তোমার নাম করিয়া যেন আমি কাঁদিতে পারি—আমি অন্য বর চাহি না'।

মহাত্মা কবীরদাস বলিয়াছেন ঃ—

"সুখসে বাজ পড়ুক দুঃখকে বলিহারি যাই।
এ্যায়সে দুঃখ আওয়ে যো ঘোড়ি ঘোড়ি নাম সোঁয়াই"

অর্থাৎ সুখে বাজ পড়ুক (বজ্রাঘাত হউক) দুঃখকে বলিহারি যাই; এমন এমন দুঃখ আসে যে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমায় ভগবানের নাম স্মরণ করায়।

সংসারে দুঃখ আছে বলিয়াই সুখের এত আদর। চিরকাল দুঃখ কিংবা সুখ ভোগ এক রকমে যদি কাহারও যায় তাঁহার মৃত্যুর সমান। সেইজন্য সুখ ও দুঃখ।

"কৃপা।"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

"সচ্চিদানন্দকে জানিবার নাম জ্ঞান, না জানিবার নাম অজ্ঞান। লেখাপড়া শিখিলেই জ্ঞানী, বিদ্বান কিংবা পণ্ডিত হয় না। সংসারে

অনেকে মনে করেন লেখাপড়া শিখিলেই জ্ঞানী বা পণ্ডিত হওয়া যায়; কিন্তু তাহা নহে লেখ পড়ার জ্ঞানে কি হয়? টাকা, সোণার গহনা, বাড়ী ইত্যাদি বিষয় সংসারে যাহা কিছু ভোগের দরকার তাহা হয় বটে—(কিন্তু ভগবান লাভ হয় না।)

ভক্ত রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছেন :—

মায়ের এমনি ধারা বিচার বটে
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে (মা) তারি কপালে বিপদ্ ঘটে
সওয়াল জবাব কর্‌বো কি মা বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে,
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য ঐক্য বেদাগমে রটে
কবে আদালত শুনানি হবে মা নিস্তার পাব এ সঙ্কটে

সংসারে পড়ার চেয়ে শোনা ভাল (অর্থাৎ পুস্তক পাঠ করা অপেক্ষা গুরু কিংবা সাধু মুখে শুনিয়া লইলে আরও ভাল।) আবার শোনা অপেক্ষা দেখা ভাল, দেখিলে মনের সমস্ত সন্দেহ চলিয়া যায়। (অর্থাৎ মনের ভ্রম সমস্ত দূর হইয়া যায়।) যেমন কাশীর বিষয়ে পড়া, কাশীর বিষয়ে কানে শোনা, আর কাশীতে যাইয়া সমস্ত স্বচক্ষে দেখা অনেক তফাৎ যেমন নাম শুনিলে যত না আনন্দ হয় কিন্তু তাহাকে দেখিলে তাহা অপেক্ষা বেশী আনন্দ হয় কি না? সেইরূপ ভগবানের সাক্ষাৎ পাইলে মনের সমস্ত ভ্রম, সন্দেহ চলিয়া যায়। তখন বেদ-বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি সব শাস্ত্র অনেক নীচে পড়ে থাকে আর দরকার হয় না। যতক্ষণ না ভগবানের কৃপা লাভ হয়, সাক্ষাৎ হয়—ততক্ষণ পুস্তক এবং শাস্ত্রের দরকার হয়। (মন উপরে উঠিয়া গেলে আর শাস্ত্রের দরকার নাই।) গোপিনীরা পণ্ডিত কিংবা বিদ্বান্ ছিলেন না। এমন কি! তাঁহারা লেখাপড়া পর্য্যন্ত জানিতেন না, কিন্তু প্রেমের দ্বারা (অর্থাৎ প্রেমরূপ রজ্জুর দ্বারা) শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া

রাখিয়াছিলেন ভগবান রামকৃষ্ণদেব লেখাপড়া জানিতেন না—কিন্তু কত বিদ্বান্, কত পণ্ডিত, তাঁহার নিকট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

মানুষের যতদিন না "অবিদ্যার ল্যাজ খসে," ততদিন তাঁহাদের সংসারে থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয়, কিন্তু অবিদ্যার ল্যাজ খসিলে, অর্থাৎ ভগবানের কৃপালাভ করিতে পারিলে—বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারিলে—তখন কিছুই ভয় হয় না ব্যাঙাচি জলে থাকে ডাঙ্গায় উঠিতে পারে না, কিন্তু ব্যাঙাচির ল্যাজ খসিলে ব্যাঙ হইলে তখন আবার জলে এবং স্থলে দুই স্থানে থাকিতে পারে। সেইরূপ "তাঁর কৃপা" লাভ করিতে পারিলে সংসারে থাকিলেও তাঁহার কোন ভয় থাকে না

"তিন ভালবাসা।"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

সংসারে লোকের তিন টান হইলে, তবে ভগবানকে লাভ করিতে পারে বা পার যায় "মা যেমন সন্তানকে ভালবাসে" (অর্থাৎ মায়ের যেমন সন্তানের উপর ভালবাসা) সতী স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালবাসে (তাহার যেমন পতির উপর ভালবাসা।) এবং বিষয়ী লোক যাঁহারা টাকার জন্য দিবারাত্রি চিন্তা করেন, তাঁহাদের যেমন বিষয়ের উপর ভালবাসা। (টাকার উপর ভালবাসা) এই তিন প্রকারের ভালবাসাকে তিন টান বলে। এই তিন ভালবাসা একত্র করিয়া যদি কেহ ভগবানের উপর দিতে পারেন তবেই তাঁহার ভগবান লাভ হয়—এবং ঐরূপ ভালবাসা হইলে ঐরূপ ভক্তি এলে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না—দয়া থাকে। এ

ভালবাসা এলে সংসার বিদেশ বোধ হয় (একটী কর্ম্মভূমি মাত্র বোধ হয়) এবং সংসারাসক্তি বিষয় বুদ্ধি একেবারে চলিয়া যায়।

"ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি।"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি একটু কামনা কিংবা বাসনা থাকিলে ভগবানকে লাভ করা যায় না। যেমন ছুঁচের ভিতর সূতো যাওয়া—সূতোয় একটু রোঁয়া (ফেঁসো) থাকিলে আর ছুঁচের ভিতর সূতো যায় না—কিংবা যেমন টেলিগ্রাফের তারে একটু ফুটো থাকিলে আর খবর যায় না সেইরূপ ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি। সংসারে কিছুমাত্র ভোগবাসনা থাকিলে ভগবানের কৃপা লাভ হয় না।

"জীবনটা ঘুম"।

সংসারে 'মানুষের জীবনটা' একটী বড় ঘুম। জেগে ঘুম অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় যে কেন যত আকাশ পাতাল ভাবনা—সংসার মোহে ঘুমের ন্যায় যেন আচ্ছন্ন। "ঘুমিয়ে ঘুম"—আবার সমাধি একপ্রকার ঘুম। সমস্তই ঘুম রাত্রে ঘুমাইয়া যাহা স্বপ্নেতে দেখা যায়, দিনের বেলায় আর বড় কিছু মনে থাকে না—আবার দিনের বেলায় যাহা করা যায়, রাত্রিতে ঘুমাইলে আর দিনের কথা ও কার্য্য কিছুই মনে থাকে না। সেইরূপ মৃত্যুর পর (অর্থাৎ আত্মা চলিয়া যাইবার পর।) পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিলে পূর্ব্বের কথা ও কার্য্য কিছুই মনে থাকে না। কিংবা কাহারও মনে নাই যে পূর্ব্বজন্মে আমি কি ছিলাম কিংবা পরজন্মে আমার কি হইবে—কিছুই মনে থাকে না। যেন স্বপ্নের ন্যায় ভুলিয়া যাওয়া যায়—ইহাই স্বাভাবিক। বেশী কথা কি! শৈশব অবস্থায় কত

কার্য্য কত লোকে করিয়াছেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে কটী লোকের সে সমস্ত কথা মনে আছে (সামান্য দিনের কথা মনে থাকে না—তো পরজন্মের কথা মনে থাকিবে) তবে "সাধনার দ্বারা' জানিতে পারা—সে স্বতন্ত্র কথা। অতএব মানুষের জীবনটা একটী লম্বা ঘুম—

আর একটী কথা। প্রমাই যদি শত বৎসর হয়, অতি অল্প ক'রিয়া চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর ঘুমেতে সিকি অংশ বাদ দিলে ৭৫ বৎসর প্রমাই হয়। লোকে বলিয়া থাকে বা বলেন আমার শত বৎসর প্রমাই—কিন্তু কি ভ্রম! আবার বেদান্ত মতে সমস্তই স্বপ্ন (যেমন ছেলেদের খেলা ঘর করা মুহূর্ত্তের জন্য) সেইরূপ এ জীবনটা ঘুম বা একটি স্বপ্ন মাত্র। তিনিই সত্য। ঘুম একপ্রকার মৃত্যুর সমান। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রত—যতক্ষণ না নিদ্রা যাওয়া যায়—নিদ্রা যাইলে স্বপ্ন (অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় বিষয়ানুভব হয়) সুষুপ্তি—অঘোরে নিদ্রা যাওয়া—যেমন সমাধি।

"বৈঠেবারা, শোয়ে আঠার, চলে ছবিশ
স্ত্রী সঙ্গমমে বাহাত্তর, ইস্‌মে ক্যায়সে বাঁচে জগদীশ।"

অর্থাৎ স্বভাবতঃ মানুষ বসিয়া থাকিলে বার আঙ্গুল দুর পর্য্যন্ত শ্বাস, প্রশ্বাস পড়ে—শ্বাস প্রশ্বাস বহিয়া থাকে—শুইয়া থাকিলে আঠার আঙ্গুল দুর পর্য্যন্ত শ্বাস, প্রশ্বাস বহিয়া থাকে—চলিয়া যাইবার সময়ে শ্বাস প্রশ্বাস ছত্রিশ আঙ্গুল দুর পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকে স্ত্রী সঙ্গ করিলে, বাহাত্তর আঙ্গুল দুর পর্য্যন্ত শ্বাস প্রশ্বাস বহিয়া থাকে। অতএব হে ভগবান, মানব ইহাতে আর কতদিন বাঁচিবে। কারণ শ্বাস প্রশ্বাস যাহার যত কম বহিবে—তিনি ততদিন বাঁচিবেন—আর যাহার যত বেশী বহিবে, তাহার ততই আয়ু ক্ষয় হইবে। এমন কি! শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ রাখিতে পারিলে—মানুষ অমর হইতে পারে।

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন ঃ—

"শো'তে শো'তে কেয়া' কর ভাই, উঠ ভজ মুরার্ '
—এ্যায়সা দিন আতে হ্যায় লম্বা পাসার্ ।"

হে ভাই শয়ন করিয়া কি করিতেছ ? জাগিয়া উঠ এবং রামকে ভজনা কর, কেন না এমন দিন আসিয়াছে যে, যে দিন পা লম্বা করিয়া শুইতে হইবে আর উঠিবে না বা উঠিতে হইবে না

"মানুষ ও মানহুঁষ"

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন ঃ—

"রাম রাম সব কোই কহে—ঠগ্ ঠাকুর ক্যা চোর।
বিনা প্রেমসে রিঝাৎ নেহি,—তুলসী নন্দ কিশোর॥"

অর্থাৎ রাম রাম সকলেই বলেন কি ঠগ্, কি ঠাকুর, কি চোর, কিন্তু একমাত্র প্রেম ভিন্ন, অনুরাগ ভিন্ন, ব্যাকুলতা ভিন্ন, তুলসীর যে নন্দ কিশোর! তাঁর প্রাণ গলে না।

সংসারে কাহারও বৃদ্ধ বয়সে ভগবানে প্রেম আসে না—আবার কাহারও অতি অল্প বয়সে ভগবানে প্রেম আসে ইহার অর্থ "জন্মান্তরীন।" (পূর্ব্ব—পূর্ব্বজন্মে কার্য্য করা আছে বলিয়া, সেইজন্য "প্রেমভক্তি" হয়), অনেকে মনে করেন এব এত অল্প বয়সে "প্রেমভক্তি" কোথা হইতে হইয়াছে

কোন সময়ে একজন মাতাল মদ খাইয়া রাস্তায় মাতলামি করিতেছিল। একটী লোক তাহা দেখিয়া অন্য একটী লোককে বলিল, দেখ ভাই? সকাল বেলা ঐ লোকটী এক গেলাস মদ খেয়ে কি রকম মাতলামি করিতেছে দেখ? এই কথা শুনিয়া সেই লোকটী বলিল ভাই তুমি ওঁ লোকটীর বিষয়ে সমস্ত জান না তাই বলিতেছ?

ও যে, কাল রাত্রি হইতে মদ খাইতেছে, এখন যে এক গেলাস মদ খাইয়া মাতলামি করিতেছে তাহা নহে

বাড়ীতে পড়িয়া; যদি একেবারে এণ্ট্রান্স ক্লাসে গিয়া ভর্ত্তি হয় তাহা হইলে, যাঁহারা জানেন না তাঁহারা দেখিয়া অবাক্ হয় ও মনে করেন যে, লোকটী কি করিয়া এণ্ট্রান্স ক্লাসে আসিয়া ভর্ত্তি হইল কিন্তু যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বুঝাইয়া দেন যে, উহার পূর্ব্ব হইতে বাটীতে শিক্ষা করা আছে, সেইজন্য একেবারে এণ্ট্রান্স ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছে। সেইরূপ পূর্ব্বজন্মের কিছু কার্য্য করা না থাকিলে "প্রেম ভক্তি" একেবারে হয় না বা আসে না।

মিস্ত্রী এটা খুলিতে সেটা খুলিতে যদি ফোয়ারাটা খুলিয়া দেয় তাহা হইলে যেমন ঝর্ ঝর্ করিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে সেইরূপ ভগবান তাঁহাদের চক্ষের ফোয়ারা খুলিয়া দেন চক্ষু হইতে "প্রেমাশ্রু ঝরে।" সংসারে অনেকে মনে করেন ও ছেলেমানুষ ওর এত "প্রেম ভক্তি" কি করে হ'ল—কে শেখালে

কিন্তু জানা উচিত যে, পূর্ব্বজন্মের "সুকৃতি' অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কিছু সৎকার্য্য করা না থাকিলে, এক জন্মে "প্রেম ভক্তি" হয় না মানুষের দেহ ছোট্ট হইতে ক্রমে ক্রমে বড় হয় (অর্থাৎ ছোট ছেলে হইতে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ হয়, চুলপাকে ও দাঁত পড়ে) একেবারে বৃদ্ধ হয় না। (বিদ্বান, পণ্ডিতও হয় না) কিন্তু "আত্মার ছোট বড় নাই"। আর আত্মাকে কেহ দেখিতে পায় না। আত্মার পাপ পূণ্য নাই—আত্মার বিনাশ নাই। তবে দেহ ধারণ করাইয়া "পাপ—পূণ্য" ভোগ করাইবে বয়সে বৃদ্ধ কিংবা অল্প বয়স হইলে কিছুই আসে না, বা যায় না—"আত্মা" মহৎ হওয়া চাই। সত্য বটে, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, বয়স বেশী না হইলে লোকের জ্ঞান হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া

অল্প বয়স হইলে যে জ্ঞান হইবে না, তাহার কোন নিয়মই নাই বা কোন কিছু নির্দ্ধারিত নাই তাহার প্রমাণ "ধ্রুব"—"প্রহ্লাদ"—"শ্রীমন্ত" "জটীল" ইত্যাদি।

*"আত্মার" কথা শুনিয়া এবং তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিয়া তবে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার ভিতর শক্তি বেশী আছে কি না? (অর্থাৎ পাকা আমি আছে কি না?)—বয়স বেশী হইলে চুল পাকিলে—দাঁত পড়িলে কি হবে? হয়তো এমন এমন অল্পায় কার্য্য করেন যে, দশ পনর বৎসরের বালকেরও বোধ হয় তাহা অপেক্ষা, অনেক বেশী জ্ঞান আছে বা থাকে বৃদ্ধ হইলে সকলেরই যে জ্ঞান হয় আর বয়সে ছোট হইলে জ্ঞান হইবে না তাহা নহে

ভগবানের বিশেষ কৃপা থাকা চাই—তবে হয় অনেকে মানুষের বাহ্যিক বিষয় দেখিয়া—ভাল মন্দ বিচার করেন, কিন্তু ভিতরে "তিনি" তাঁহাকে চিনিতে পারেন না বা চিনিবার সে—শক্তি নাই। অতএব সাধারণ জীব মানুষ—আর যাঁহাদের ভগবান লাভ হইয়াছে (অর্থাৎ ভগবানের প্রতি প্রেম আসিয়াছে) "তাঁহারাই মানুষ হঁস"। ভগবানকে হুঁসে হুঁস করিয়াছেন ভগবানকে বোধে বোধ করিয়াছেন অর্থাৎ—(নিজেকে নিজে চিনিতে পারিয়াছেন)

* ভগবান রামকৃষ্ণদেব—নরেনকে (অর্থাৎ বিবেকানন্দস্বামীকে) সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং প্রায়ই আসিতে বলিতেন, কিন্তু নরেন সকল সময়ে আসিতে পারিতেন না সেই জন্য একদিন রাগে ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন নরেন এখানে তুমি আসিস্ কেন? তাহাতে নরেন বলিয়াছিলেন আমি আপনাকে দেখিতে আসি না—আমি আপনার কথা শুনিতে আসি।

"শুদ্ধ সত্ত্ব"।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :—

" যেখানে শুদ্ধ সত্ত্ব—হাসে, কাঁদে, নাচে ও গায়, সেখানে তিনি সাক্ষাৎ বর্ত্তমান (অর্থাৎ ভগবান লাভ হইলে, এই চারিটী ভাব হয় বা বর্ত্তায়) বালকবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ ও উন্মত্তবৎ বালকের ন্যায় "সরল মন" মনে কোন খলতা, কপটতা, পাটোয়ারি বুদ্ধি একেবারেই নাই পিশাচবৎ, তাঁহার শুচি অশুচি বোধ নাই (হয়তো পাইখানা হইতে আসিয়া কাপড় ছাড়িবে না) জড়বৎ, কখনও জড়ের ন্যায়—(কাঠের পুতুলের ন্যায়) স্থিরভাবে বসিয়া আছেন, কেহ ডাকিলে হয়ত সাড়া নাই আবার কখনও উন্মত্তের ন্যায় (পাগলের ন্যায়) হরিনাম করিতে করিতে কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন নাচে, কখন গান গায় এই চারিটি ভাব যাহার হয় সেখানে ভগবানের শক্তি বেশী জানিতে হইবে অর্থাৎ ভগবান সেখানে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান আছেন।

"যত্র জীব-তত্র শিব"।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

এ জগতে একরকম কিছুই নাই সকলই ভিন্ন ভিন্ন ও কার ভাল ও মন্দ দুই আছে। গাছের মধ্যে ভাল গাছও আছে, আবার মন্দ গাছও আছে। ফলের মধ্যে অমৃত ফলও আছে, বিষ ফলও আছে জন্তুর মধ্যে ভাল জন্তু এমন আছে যে, তাহাদিগকে দেখিলে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে আবার হিংস্রক জন্তু এমন আছে যে, তাহাদিগকে দেখিলে ভয়ে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হয় পাখীর মধ্যে স্বর্গীয় পাখী (Bird of Paradise.) আছে, অর্থাৎ এমন সুন্দর পাখী আছে যে, তাহাদিগকে

দেখিলে পুষিতে ইচ্ছা করে। আবার এমন পাখী আছে শুনা যায় যে, মানুষ পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলিতে পারে সেইরূপ মানুষের মধ্যে সাধুও আছেন, গুণ্ডাও আছেন, লোচ্চাও আছেন, খলও আছেন, আবার ছল লোকও আছেন সংসারে একরকম কিছুই নাই। অতএব কাহারও সঙ্গে বেশী মেশামেশী চলে, বেশী আলাপ চলে অর্থাৎ এমন সরল লোক আছেন যে, তাঁহাদের সহিত দেখা হইলেই যেন কথা কহিতে বা আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়। আবার কাহারও সঙ্গে অল্প আলাপ চলে। (অর্থাৎ ততবেশী মেশামেশী—তত আলাপ করিতে ইচ্ছা হয় না—ভাল লাগে না কারণ তাহাদের অন্তঃকরণ তত সরল নয়) আবার কাহারও সঙ্গে মুখের বাক্যালাপ পর্য্যন্ত চলে না—দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিলে প্রণাম করিতে হয় তাহাদিগকে দেখিলে ভয় হয় পাছে তাহারা অপমান করে, অনিষ্ট করে ব তাহার দ্বারা কোন ক্ষতি হয় তাহারা ছল, খল বলিয়া ভয় হয়—যেমন বাঘের ভিতর নারায়ণ আছেন সত্য বটে, কিন্তু তাহা বলিয় বাঘের সহিত আলিঙ্গন করা চলে না গুণ্ডারূপী ও লোচ্চারূপী নারায়ণ যাহারা তাহাদের সরল মন। যেমন যে চচারূপী বিল্বমঙ্গল, অজামিল—এবং গুণ্ড রূপী জগাই মাধাই ও রত্নাকর ডাকাত ছিলেন কিন্তু ছল খল হইলে তাহাদের মুক্তি শীঘ্র হয় না সংসারে সকলে সরল হইলে জগতে সুখের উৎপত্তি হইত ও এত দুঃখ কষ্ট শোক তাপ থাকিত না। এমন কি, চৈতন্যদেব তিনিও বিজাতীয় লোক দেখে "প্রভু করেন ভাব সম্বরণ।"

শ্রীবাস নিজের শাশুড়িকে চুল ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু চৈতন্যদেব দেখিয়াও কিছু বলেন নাই

কোন সময়ে ভগবান ভৃগুমুনির পদচিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া ছিলেন ভক্তের মান বাড়াইবার জন্য—আবার এক সময়ে বলিরাজার

গুরু শুক্রাচার্য্যের একটী চক্ষুও বিনষ্ট করিয়াছিলেন—ইহার অর্থ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :—

জল মাত্রই নারায়ণ—কিন্তু কোন জলে ঠাকুর সেবা চলে, কোন জল খাওয়া চলে, কোন জলে বাসন মাজা চলে, কোন জলে শৌচের কাজ হয়—আবার কোন কোন জলে তাহাও চলে না বা হয় না সেইরূপ সাধু, ভক্ত, অভক্ত, ছল, খল সকলেরই ভিতর ভগবান আছেন সত্য বটে, কিন্তু সকলের সহিত সমানভাবে মেশামেশী চলে না যত্রজীব তত্রশিবই বটে "শক্তি বিশেষে"—সকলের শক্তি সমান নহে কোন খানে বিদ্যাশক্তি বা বিদ্যা মায়ার প্রকাশ, আবার কোন খানে অবিদ্যা-শক্তি বা অবিদ্যামায়ার প্রকাশ "কার্যতেই মানুষ দেবতা"—আবার "কার্য্যতেই" মানুষ পশুরও অধম সকলই তাঁর খেলা, তাঁর ইচ্ছা—তাও বটে আবার সমস্ত একরকম হইলে, এদিকে আবার সংসার চলে না। সেইজন্য ভাল ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুন্য, আলো ও অন্ধকার, সাধু ও অসাধু সতী ও অসতী আবার মন্দ না থাকিলে, সৎএর আদর কেহ করিত ন দুঃখ না থাকিলে, সুখের আদর কেহ করিত না। পাপ না থাকিলে পুন্যের আদর হইত না বা কেহ করিত না। অন্ধকার না থাকিলে চন্দ্রের কিংবা আলোর আদর কেহ করিত না। অসাধু না থাকিলে সাধুকে কেহ আদর করিত না। অসতী না থাকিলে সতীকে কেহ আদর কিংবা ভক্তি করিত না (সেইজন্য ভাল ও মন্দ) X সংসারে যতপ্রকার লোক আছেন সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি, ভিন্ন ভিন্ন কথা, ভিন্ন ভিন্ন রুচি, কিন্তু মহাত্মাদিগের কথা স্বতন্ত্র—কারণ তাঁহারা সংসারে নাই (কিম্বা লিপ্ত নহেন বলিয়া) তাঁহাদের বাক্য সমস্তই এক, তবে কেহ সংস্কৃতে ব্যাখ্যা

করিয়াছেন—কেহ দোঁহায়, কেহ গানে, এবং কেহ কেহ বা বাক্যের দ্বারা বলিয়া দিয়াছেন কিন্তু সমস্তই এক অর্থ— একই ভাবার্থ

"নেশা ধ্যান ও কামিনী"।

আম্‌লী কর্‌কে করে ধ্যান
গৃহী হোকে বাতায জ্ঞান
যোগী হোকে * কুটে ভগ্
এতিনো আদ্‌মী কলিকা ঠগ্॥

অর্থাৎ নেশা করিয়া ধ্যান করা এমন অনেকানেক সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই গাঁজা মাদক দ্রব্য পান করিয়া (খাইয়া) ধ্যানেতে থাকেন বা ধ্যান করেন। অতএব "মাদক দ্রব্য খাইয়া ধ্যান কর"—ঘোর সংসারী এবং সাত আট ছেলে মেয়ের বাপ হইয়া, সংসার লইয়া লিপ্ত হইয়া আছেন—(এদিকে জ্ঞানের কথা কিছুই জ্ঞাত নন) অথচ "জ্ঞানের কথা লোককে বলা বা জ্ঞান উপদেশ দেওয় * যোগী, গৃহত্যাগী, সন্ন্যাসী, অর্থাৎ সংসার ত্যাগ করিয়া "সন্ন্যাস ধর্ম্ম" গ্রহণ করিয়া পুনরায় আবার স্ত্রীসঙ্গ করা—(কামিনীতে আসক্ত হওয়া) এই তিন জনই কলিকালের ঠগ অর্থাৎ জুয়াচোর লোক—ইহারা ধর্ম্মের "ভাণ" করে মাত্র। অতএব সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী অর্থাৎ সংসার ত্যাগী—কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগী যদি এক দিনের জন্য কোন সুন্দরী রমনীতে আসক্ত—(লিপ্ত) হন, তাহা হইলে কিরূপ হয় যেমন সুন্দরী স্ত্রীলোকের গায়ে বোটকা গন্ধ হইলে কাছে যাইতে ইচ্ছা হয় না—সেইরূপ সন্ন্যাসীর গায়েও একটা বোটকা গন্ধ হয় তাহাকে দেখিলে ভক্তি হয় না আর তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে ইচ্ছা হয় না—কারণ "তিনি জ্ঞান পাপী।"

* গুপ্তযোগী—যাঁহারা সংসারে অনাসক্ত হইয়া থাকেন। ব্যক্তযোগী-সংসার ত্যাগী, সন্ন্যাসী।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী ত্যাগ করিয়া পুনরায় কামিনীতে আসক্ত হওয়া, যেমন থুথু ফেলিয়া থুথু খাওয়া

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—মা কালীর চরণামৃত পাইলে আমার দুই বোতল মদের নেশা হয় বা তাহার অধিক হয়

"পাপী ও বিশ্বাস"

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন ঃ

"বিনু বিশ্বাস ভক্তি নহি
তেহি বিনু দ্রবহি ন-রাম,
রাম কৃপা বিনু-স্বপ্নেহু
জীব না লয়ে বিশ্রাম।"

(অর্থাৎ বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকিলে রামচন্দ্রের মন কখনও দ্রবীভূত হয় না এবং রামচন্দ্রের কৃপা ভিন্ন স্বপনেতেও কেহ বিশ্রাম লাভ, "শান্তি লাভ" করিতে পারে না।)

সংসারে অনেকে বলেন বা বলিয়া থাকেন—আমি পাপী—আমি পাপী,—আমি অনেক পাপ করিয়াছি—আমার পাপের কি—"খণ্ডন আছে ?" আমার পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত আছে কি ? কিন্তু, বলে না যে, আমি যাহা পাপ করিয়াছি আর তাহা করিব না, হরি বোল। হরি বোল। হরি বোল আমি মুক্ত, আমি মুক্ত, আমি মুক্ত. ভগবানের নামে "এরূপ বিশ্বাস থাকা চাই" যে, "আমি তাঁর নাম করিয়াছি"—"আমার আবার পাপ কি ?" "আমার আবার বন্ধন কি ?" কিন্তু মায়া বা অহঙ্কারের জন্য তদ্রূপ বিশ্বাস হয় না। অহঙ্কার

থাকিলে বিশ্বাস হইবে না হয় না বা হইয়াও মায়ায় পড়িয়া হয় না। সংসারে অনেকে "পাপী" "পাপী' করেন বলিয়া, তাহাদের বিশ্বাসও অতি অল্প কিংবা নাই বলিলেই হয়—অতএব সে সমস্ত লোকের শক্তিও অল্প এবং সেইজন্য বিশ্বাসও হয় না কারণ যাহা করিয়াছি তাহা আর করিব না একথা বলিয়াও, সেইরূপ কার্য্য করেন ন আবার পুনরায় পাপ করেন—"মনের জোর নাই "

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ঃ—

"পঞ্চ ভূতের ফাঁদে
ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।"

(আবার) দশ চক্রে ভগবান ভূত সীতা যখন পাতালে যান তখন ভগবান রামচন্দ্র কেঁদেই আকুল হালন এই বলে যে আমার সীতা কোথায় গেল, আমার সীতা কোথা গেল ব্রহ্মা আসিয়া যখন বুঝাইলেন যে আপনি কাঁদিতেছেন কেন? সীতাদেবী লক্ষ্মী সেইজন্য তিনি বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন এবং আপনিও চলুন বৈকুণ্ঠে, আপনার অভাবে বৈকুণ্ঠ শূন্য আছে, আপনাকে আমি লইতে আসিয়াছি—তখন ভগবান রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া ব্রহ্মার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমি "ভগবান।" (যেন যানেন না তিনি নিজে কে?) হরি। হরি। হরি। ভগবান জীবকে মায়ায় ভুলাইতে আসিয়া আপনি মায়ায় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি নিজে কে? (আবার আছে কোন ঋষির শাপে স্মরণ ছিল না) যাহা হউক ভগবনও দশচক্রে ভূত হইয়াছিলেন। সংসারে পাপ করে নাই কে? রত্নাকর কি পাপ করে নাই? অজামিল কি পাপ করে নাই? জগাই মাধাই কি পাপ করে নাই? কিন্তু কি করিয়া তাঁহারা উদ্ধার

হইয়াছিলেন—ভগবান লাভ করিয়াছিলেন যিনি পাপী, পাপী, পাপী করেন তিনিই পাপী হইয়া যান। লোকের "মনের" জোর নাই। মনেই বদ্ধ—"মনেই মুক্ত"—এবং মনই নারায়ণ। জোর করিয়া যদি কেহ বলে সাপের বিষ নাই—সাপের বিষ নাই—সাপের বিষ নাই—তাহা হইলে এমন কি—সাপের বিষ পর্য্যন্ত থাকে না। (অন্য কথা সামান্য কথা) সাসাবে লোকে ভগবানের চিন্তা করেন বটে, কিন্তু ভগবানের নামে সেরূপ বিশ্বাস নাই বলিয়া ভগবানকে পুণরায় ভুলিয়া যান আর সংসারে লিপ্ত হইয়া পাপ করেন, এবং পরিশেষে দুঃখ ও কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকে না—দুঃখ ও কষ্টের জ্বালায় ছট্ ফট্ করেন। হায়, কি হোল ইত্যাদি যদি ভগবানের উপর ঠিক ঠিক বিশ্বাস থাকিত তাহা হইলে আর পাপ কার্য্য করিতে পারিত না মনে ভয় হইত—আর পাপ কার্য্য করিলেও যদি কাঁদিয়া বলিতে পারিত হে ভগবান! আমি যাহা পাপকার্য্য করিয়াছি তাহা আর কখনও করিব না আমায় ক্ষমা বা মাপ করুন—হরি বোল! হরি! বোল! হরি বোল। তাহা হইলে তাঁহার মুক্তি হইত, কিন্তু হইলে কি হইবে মুখে কেবল মাত্র একবার পাপ করিব না বলিয়া পুনরায় আবার বিশ্বাস না থাকার দরুন পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :—

* বিশ্বাসের এত জোর হনুমান রামনামে বিশ্বাস করিয়া এক লাফ দিয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন তাঁহার আর সেতুর দরকার হয় নাই (বিশ্বাসের এত জোর।)

---

* প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেব বলিয়াছেন :—ভগবানকে জানিতে হইলে এক বিশ্বাস ব্যতীত পাওয়া যায় না এবং ভগবানের সহিত আমাদের চির সম্বন্ধ—ভক্তিযোগে সেই সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় ধর্ম্মের যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে সে ভগবানের সহিত "প্রেম ও ভক্তি"

কোন সময়ে একটী গোয়ালিনী একজন ব্রাহ্মণকে দুধ বিক্রয় করিত ; কিন্তু প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে ঠিক সময়ে সে দুধ দিতে পারিত না—(কারণ তাহাকে নৌকা করিয়া একটী নদী পার হইয়া আসিয়া তবে দুধ দিতে হইত—আবার দুর্ভাগ্য বশতঃ সব সময়ে নৌকা পাওয়া যাইত না যদি যাইত, সকল সময়ে (অংশীদার) লোক যুটিত না কাজেই দুধ দিতে দেরি হইত) একদিন ব্রাহ্মণ গয়লানিকে বলিলেন দেখ ? গয়লার মেয়ে এত দেরি করিয়া দুধ দিতে আসিস কেন ? গোয়ালিনী বলিল ঠাকুর ? সব সময়ে নৌকা পাওয়া যায় না যদি নৌকা পাওয়া যায়, তাহা হইলে আবার হয়ত সব সময়ে (অংশীদার) লোকও থাকে না লোকের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় ; কারণ একলা একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া আসিতে পারি না, কাজেই আমার আসিতে দেরী হয় কি করিব ঠাকুর ? সে তো আমার দোষ নয় ব্রাহ্মণ শুনিয়া তখন ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, কেন তুই রাম নামে একটা ছোট নদী পার হইয়া আসিতে পারিসনি ? "হনুমান রামনামে সমুদ্র পার হইয়াছিল"—দূর গয়লার মেয়ে ? তখন ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সরল প্রাণ গয়লানী সত্য ভাবিয়া এবং বিশ্বাস করিয়া সেই দিন হইতে প্রত্যহ রামনামে নদী পার হইয়া আসিয়া ব্রাহ্মণকে সকাল সকাল দুধ যোগান দিত, এবং নৌকা ভাড়ার একটী করিয়া পয়সা বাঁচিয়া যাইত যাহা হউক সকাল সকাল গয়লানীকে দুধ দিতে দেখিয়া একদিন ব্রাহ্মণ বলিলেন—গয়লার মেয়ে ? এখন কি করিয়া সকাল সকাল দুধ দিতেছিস ? গয়লানী বলিল ঠাকুর—তোমার কথা শুনিয়া সেই দিন হইতে আমি প্রত্যহ রামনামে নদী পার হইয়া আসি এবং একটী করিয়া পয়সাও এখন বাঁচিয়া যায় আহা দাদাঠাকুর কি বলবো তোমায় "রামনামের কি লীলা !" আহা ঠাকুরের কি মহিমা ! এই কথা বলিতে বলিতে গোয়ালিনীর চক্ষে জল

আসিল ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং গোয়ালিনীর কথা (মিথ্যা ভাবিলেন) বিশ্বাস করিলেন না মনে মনে ভাবিলেন আমি ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলাম কিন্তু গোয়ালিনী বলে কি? একথা কখনও কি সত্য হয় প্রবাশ্যে বলিলেন গয়লার মেয়ে সত্য বলছিস্ তুই আমায় দেখাইতে পারবি? গয়লানী বলিল—কেন পারবো না ঠাকুর? প্রত্যহ আসি আপনি আমার সঙ্গে চলুন আমি আপনাকে এখনই দেখাব? ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন চল আমার সঙ্গে, এই বলিয়া গয়লানীকে সঙ্গে লইয়া বরাবর নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে গয়লানী রামনাম করিবা মাত্র পরপারে আসিয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মণ আস্তে আস্তে তখনও জলে নামিতেছেন—পরপার হইতে গয়লানী বলিতেছে, ঠাকুর "রামনাম" বল। ঠাকুর—এদিকে কাপড় লইয়া ব্যতিব্যস্ত, যদি কাপড় জলে ভিজিয়া যায়—রাম রামও করিতেছেন আবার কাপড়ও তুলিতেছেন এই দেখিয়া গয়লানী পরপার হইতে বলিল ঠাকুর, রাম রামও করিতেছ; আবার কাপড়ও তুলিতেছ? তাহা হইলে রামনামে তোমার সম্পুর্ণ বিশ্বাস রহিল কোথায়? (কারণ রামনামে বিশ্বাস থাকিলে কাপড় লইয়া ব্যস্ত হইতে না) সেইরূপ সংসারে অনেকেই সাধু মহাত্মা ও ভগবানের প্রতি সম্পুর্ণ বিশ্বাস নাই বলিয়া এত কষ্ট ও দুঃখ পাইতে হয়—ভোগ করিতে হয়। অতএব "তাঁর নামে বিশ্বাস" ও সত্যপথে থাকা চাই আর যাহা পাপ কার্য্য করিয়াছি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা করিয়াছি তাহা আর কখন করিব না, মনেতে জোর করিয়া বলা চাই এবং "মনের" জোর থাকা চাই। কেবল পাপী, পাপী, পাপী, করলে কি হবে। যেন পাপ কার্য্য পুনরায় না করা হয় এইটি স্মরণ রাখা, সে বিষয় মনে রাখা চাই লক্ষ রাখা চাই, তবেই হয়। আবার ("তন্নামে" রুচি হওয়া

দরকার) অর্থাৎ ভগবানের নাম করিতে রুচি, প্রবৃত্তি হওয়া চাই , মন হওয়া বা যাওয় চাই নতুবা ভগবানকে ভুলিয়া থাকিলে "মহাকষ্ট" হইবে—যেমন বিকারী রোগীর যদি খাবার রুচি না থাকে তাহা হইলে আর তাহার বাঁচিবার আশা থাকে না। সেইরূপ ভগবানের নাম করিতে যদি কাহারও রুচি না হয় তাহা হইলে তাহার কষ্ট অনিবার্য্য। ভগবান ও সাধুলোকের প্রতি বিশ্বাস থাকা চাই নতুবা হয় না। মানুষের মন মত্ত করীর ন্যায় ধুল কাদ মাখিবেই (পাপ করিবেই) যেমন হাতীর স্বভাব—হাতীকে স্নান করাইয়া দিলেই ধুলা কাদা মাখিবে ; কিন্তু যদি হাতীকে ভাল করিয়া পুঁছাইয়া, পরিষ্কার করিয়া ঘরের মধ্যে (অর্থাৎ "আস্তাবলে") প্রবেশ করাইয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে পরিষ্কার থাকে এবং ধুলা কাদ মাখিতে আর পারে না। সেইরূপ মানুষের মন মত্ত করীর ন্যায় ধর্ম্মের কথা শুনিলে কি হবে ? মন পুনরায় আবার পাপ করিতে পারে, তবে যদি মৃত্যু সময়ে (অর্থাৎ অন্তিম সময়ে) ভগবানের নাম করিতে পারে , কিংবা মৃত্যু সময়ে যদি কাহাকেও হরিনাম শুনাইয়া দিতে পারা যায় আর তিনি যদি শুনিতে পান (অর্থাৎ কানে যায়) তাহা হইলে তাহার মুক্তি হয় কারণ তখন তাহার অন্তিম সময় সে সময় পাপ আর করিবে কখন কাজেই পাপ করিতে পারে না। (যেমন হাতীকে স্নান করাইয়া পুঁছাইয়া আস্তাবলে প্রথমে প্রবেশ করাইতে পারিলে তবেই শান্তি নতুবা আবার ধুলে কাদ মাখিবে।) সেইরূপ মানুষের মন মত্ত করীর ন্যায় সতত চঞ্চল আবার মৃত্যু সময়ে যাহা চিন্তা করিয়া মৃত্যু হইবে তাহার সেই জন্মই হইবে। ভরতরাজা মৃত্যু সময়ে হরিণ হরিণ চিন্তা করিয়া মৃত্যু হইয়াছিল সেইজন্য তাঁহার হরিণ জন্ম হইয়াছিল। অতএব যতদিন না মৃত্যু হয় ততদিন ভগবানের নাম স্মরণ মনন রাখিতে পারিলে শেষ সময়েও সেই ভগবানকেই মনে থাকে "মনের" বিশ্বাসই প্রধান জিনিষ।

পাপী পাপী বলিলে মনের ঘোর থাকে না আরও যেন নিজে হইতে পাপ কার্য্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অতএব "মনের খুব" দৃঢ়তা (থাকা চাই) পুরুষকার থাকা চাই যাহা করিয়াছি আর তাহা করিব না বলা বা করা চাই আর একটী কথা "পাপ কার্য্যকে" ঘৃণা করিতে হয়, কিন্তু পাপী বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিতে নাই বা করা উচিত নহে, কারণ তাহার যদি বাসনা লইয়া জন্ম হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার দোষ নহে তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ফল—আর তাহা হইলে সংসারে লোকের প্রতি "আপনার দয়া রহিল কোথায়" সংসারে পাঁচ জনের উপর দয় না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না স্বার্থপর হইতে হয়। অতএব পাপী, পাপী বলিতে নাই বা পাপী বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিতে নাই তবে পাপ কার্য্যকে ঘৃণা প্রয়োজন তাহা হইলে (তাহা দেখিয়া) সকলেই পাপ কার্য্যকে ঘৃণা করিবে আর পাপ কার্য্য করিবে না (আবার পাপী বলিয়া লোক থাকিতে পারে না, যে সময়ে পাপ কার্য্য করে সেই সময়েই পাপী।)

"মায়া।"

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিযাছেন:—

"মায়াকে"—একবার যদি চিনিতে পারা যায় তাহা হইলে "মায়া" পালাইয়া যায়। কোন সময়ে একটী লোক বাঘের ছাল পরিয়া বাঘ সাজিয়া একজনকে ভয় দেখাইতেছিল; কিন্তু যাহাকে ভয় দেখাইতেছিল সে লোকটী তাহাকে চিনিত সে তখন হাসিয়া বলিল,—"ওরে? তোকে আমি চিনি! 'তুই আমাদের হরে'? তখন সে লোকটি বুঝিতে পারিল যে, এ আমায় চিনিয়াছে এবং ইহার নিকট আমি ধরা পড়িয়াছি অতএব ইহাকে আর ভয় দেখাইলে চলিবে না, সে তখন অন্য একজন লোককে ভয় দেখাইতে গেল। সেইরূপ যদি "মায়াকে" একবার চিনিতে

পারা যায়, তাহা হইলে মায় পালাইয়া যায় তখন আর কোন ভয় থাকে না।

যেমন চোর চোর খেলায় যে বুড়িকে ছুঁইয়া দিতে পারে সে আর চোর হয় না এবং তাহার কোন ভয় থাকে না সেইরূপ যিনি "মা" ব্রহ্মময়ীকে ছুঁইয়া অর্থাৎ (বুড়ী ছুঁইয়া) এ সংসারে চোর চোর খেলা খেলিতে পারেন তিনিই "চতুর ও বুদ্ধিমান"। "মহামায়ারূপী" বুড়িকে ছুঁইয়া এ সংসারে চোর চোর খেলা খেলিতে পারিলে কেহ আর সংসারে তাঁহাকে চোর করিতে পারিবে না এবং তাঁহার আর কোন ভয় নাই—("কি ভয় তাহারে দেবসুপ্রসন্ন যাবে") কিন্তু দয়া করিয়া জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া না দিলে (কুলকুণ্ডলিনী নিদ্রিত আছে সেই কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া না দিলে) কাহারও চিনিবার ক্ষমতা নাই। তিনি যদি কৃপা করিয়া (মায়া আবরণ সরাইয়া) অন্ধকার হইতে আলোয় লইয়া যান তবেই হয়। "সমস্তই তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করে"—আবার সকলে যদি বুড়িকে ছুঁইয়া ফেলে তাহা হইলে বুড়ির আনন্দ হয় না। "চোর চোর খেলাতেই" যেন বুড়ির বেশী আনন্দ অর্থাৎ খেলা চলে, লীলা বন্ধ না যায়।

ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, :—

"ভবসাগরে উঠ্‌ছে ডুব্‌ছে কতই তরী,
(আবার) ঘুড়ী লক্ষের দুটো একটা কাটে হেসে দাও মা—হাতচাপড়ি।"

অর্থাৎ এ সংসারে কত লোক জন্মাইতেছেন আবার কত লোকেরও মৃত্যু হইতেছে, কিন্তু লক্ষ জনের মধ্যে দুই একজন মহামায়াকে ছুঁইতে বা চিনিতে পারেন।

গীতায় বলিয়াছে :—

হাজার হাজার লোকের মধ্যে, একজন পাইবার ইচ্ছা করে, আবার

যাঁহারা পাইবার ইচ্ছা করেন, তাহাদের মধ্যে হাজার হাজারের ভিতর একজন মা—"ব্রহ্মময়ীকে চিনিতে পারেন ”

আবার এ সংসারে মায়া নয় কোন্‌টী—সমস্তই মায়া, আমি মায়া—আপনি মায়া—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় স্বজন বাড়ী, টাকা ইত্যাদি সমস্তই মায় যাহ কিছু এ চক্ষে দেখিতেছি সমস্তই মায়া এ সংসাব মায়ার সৃজন, মায়ায় পালন, আবার মায়াতেই সংহার সমস্তই মায়া—(সমস্তই "তাঁর লীলা খেলা")

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :—

একজন সাধু ঝাড়ের একটি (কলম) "কাঁচ" লইয়া বেড়াইতেন ও কাঁচটি লইয়া যখন তখন সূর্য্যের দিকে দেখিতেন, ঐরূপ করিতে দেখিয়া যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত আপনি উহাতে কি দেখিতেছেন বা কেন দেখিতেছেন ? তিনি বলিতেন যে, আমি যেমন এই কলমটীর ভিতর নানারকমের রং লাল, সবুজ, হলদে ইত্যাদি দেখিতেছি, কিন্তু কিছুই নহে—"ঐ সূর্য্যদেবই সত্য"—সেইরূপ এ সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছি সেই এক ঈশ্বর ভিন্ন "সমস্তই মায় '

কোন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির বাগানে একজন সাধু আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন কিন্তু সাধুটি ঘর হইতে বাহির হইতেন না। (সেই সময়ে ভগবান রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে ঐ কালীবাড়ীতে ছিলেন) একদিন ভয়ানক ঝড় হইতেছে এমন সময় সাধুটি বাহিরে আসিয় মনের আনন্দে হাততালি দিয়া খুব নাচিতে লাগিলেন, তাহার নৃত্য দেখিয়—ভগবান রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন সাধু বাবা—আপনি ঘর হইতে এ পর্য্যন্ত দিনমানে বাহির হন না , কিন্তু আজ হঠাৎ ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া—এত আনন্দ ও নাচ হচ্চে কেন ? ইহার কারণ কি ? তখন

সাধুটি বলিলেন—বাবা। এই ঝড় দেখ্লে আবার এখন যেমন আর কিছুই নাই সমস্তই পরিষ্কার—সেইরূপ এ সংসারে "সমস্তই মায়া" "ক্ষণিকের জন্য সুখ ও দুঃখ ভোগ" "যেমন ছেলেরা খেলা ঘর করে —ক্ষণিকের জন্য"

"মনেত্যাগ।"

সংসারে লোকের মনে ত্যাগ বাহিরে ত্যাগ করা অর্থাৎ লোক দেখান বাহিক ত্যাগ ভাল নহে মনে ত্যাগ করিতে পারিলেই "সন্ন্যাসী" "বাহিরে লোক দেখান ত্যাগ" কিছুই নহে, তবে মনে ত্যাগ করিতে হইলে—'চিত্ত ও মনকে" স্থির রাখা চাই, তবেই মনের যোগ হয়। "মন"—"যোগীর বশ"—"যোগী"—মনের বশ নহে মনকে কুসঙ্গে রাখ খারাপ হইয়া যাইবে, আবার সৎসঙ্গে রাখ ভাল হইবে, সৎ হইবে। যেমন পুত্রের পিতা এক পার্শ্বে পুত্র শুইয়া আছে তাহাকে একভাবে ভাল বাসিতেছেন আবার অন্য পার্শ্বে স্ত্রী রহিয়াছে, তাহাকে আবার একভাবে ভালবাসিতেছেন; কিন্তু একই মন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভালবাসিতেছেন। আবার মন "ধোপার বাড়ীর কাপড়ের ন্যায় সাদা" যে রঙ্গে ছোপাইবেন "সেই রঙ্গে ছুপিবে"। মনের কোন দোষ নাই—সাধু কিংবা ভক্তসঙ্গ করা উচিত তাহা হইলে যদিও তিনি মন্দ থাকেন, সৎসঙ্গ করিতে করিতে এমন কি! সৎসঙ্গে ভাল হইয়া যাইতে পারেন, কারণ "মনকে" ছয়টি রিপু ঘোড় দৌড়ের ঘোড়ার ন্যায় ছয় দিকে সদাই ছুটাইতেছে (কেবল বাসনা মনের আর বিরাম নাই, মনের দোষ কি ?) সেই মনকে স্থির করিয়া ভগবানের প্রতি রাখা একমাত্র তাঁর নাম জপ আর উপায় সাধু সঙ্গ ও "তাঁর কৃপা"—তবেই হয়।

ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন :— গীত

আমি মলেম ভূতের ব্যাগার খেটে,
আমার কিছুই সম্বল নাইকো গেঁটে ;
আমি দিন মজুরি নিত্য করি মা পঞ্চ ভূতে খাইগো বেটে
পঞ্চ ভূত ছয়টা রিপু দশেন্দ্রিয় মহালেটে,
তারা কার ও কথা কেউ শোনে না মা দিনতো আমার গেল খেটে
যেমন অন্ধজনে হারাদণ্ড পুনঃ পেলে ধরে এটে
আমি তেমনি ধারা ধরতে যাই মা কর্ম্ম দোষে যায় গো ছুটে।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী কর্ম্মডুরী দে মা কেটে,
আমার প্রাণ যাবার বেলা এই করোমা যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায়গো ফেটে।

আবার মনে যদি মন্দ চিন্তা আসে তাহা হইলে আবার এই মনের দ্বারাই দূর করা যায়

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :—

অন্য চিন্তা মনে না আনিয়া গুরুমন্ত্র কিংবা ওঁ কালী ওঁ কালী ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ রাম ওঁ শিব কিংবা গায়ত্রী যাহা হউক একটী মনে মনে জপ করিতে পারিলে বা করিলে আর মনে পাপ চিন্তা আসিবে না, এবং পাপ চিন্তাকে দূর করা যায়।

ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন :—

গীত।

মন তোর এত ভাবনা কেনে, একবার কালী বলে বস্‌রে ধ্যানে,
আলো চাল আর পাকা কলা, কাজ কিরে তোর আয়োজনে।
(মনরে) তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তারে তৃপ্তি কর আপন মনে,
জাঁক জমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে

তুমি মনোময় মানিক্য জেলে দেওন জ্বলুক নিশিদিনে।
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কি বিরে তোর বলি দানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে বলি দেও ষড় রিপুগণে
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে মন রাখ সেই শ্রীচরণে।

অবতার বুদ্ধদেব বলিয়াছেন :—

যেমন জলের দ্বারা কাদা হয় আবার জলের দ্বারাই ধুইয়া ফেলা যায়—সেইরূপ মন কর্ত্তৃক পাপ চিন্তা উদয় হইলে আবার এই মনে মনে (অর্থাৎ এই মনের দ্বারাই) সেই পাপ চিন্তাকে দূর করা যায়। মনে পাপ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নাই, কারণ তাহা হইলে পাপচিন্তা আরও বাড়িয়া যাইবে যেমন আগুনে ঘৃত দিলে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে; সেইরূপ জলিয়া উঠিবে (অর্থাৎ বাড়িয়া যাইবে) আর পতঙ্গ যেমন আগুনে পুড়িয়া মরে, সেইরূপ পুড়িয়া মারা যাইতে হইবে। কারণ বাসনা অনন্ত ইহার শেষ নাই আর পাপচিন্ত অপরের অনিষ্ট চিন্তা একেবারেই মনে আনিতে নাই মনে করিতে নাই, যদি আসে তবে ভগবানের নাম জপ করিয়া পাপ চিন্তাকে দূর করিতে হয় ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে, পরে অভ্যাস হইয়া গেলে মনে মন্দ চিন্তা পাপচিন্তা আসিবে না, এবং তখন দেখিতে পাওয়া যাইবে "ভগবানের" নাম জপ অভ্যাস করা কত অদ্ভুত শক্তি অভ্যাস যোগ—ইংরাজিতে আছে "Habit is the second nature" মনেই "ত্যাগ", বাহিরে লোক দেখান ত্যাগ, কিছুই ভাল নহে।

অবতার বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে ডাকাইয়া এই উপদেশ দিয়াছিলেন হে বৎসগণ—তোমরা সতত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বাকে সংযত রাখিবে। এই চক্ষের দ্বারা কোনরূপ পাপকার্য্য করিও না (অর্থাৎ চক্ষের দ্বারা যে পাপগুলি হয় তাহা

করিও না) কর্ণের দ্বারা কোন রূঢ় কথা শুনিয়া হঠাৎ ক্রোধ করিয়া কাহারও সর্ব্বনাশ করিতে যাইও না কিংবা করিবার চেষ্টা করিও না নাসিকা দ্বারা (নাসিকার আঘ্রাণের দ্বারা) কাহাকেও ঘৃণা করিও না অর্থাৎ কাহারও প্রতি নাক সিঁটকাইও না। জিহ্বা দ্বারা কাহাকেও কুবাক্য ব গালাগালি দিবে না কিংবা জীব হত্যা করিয়া খাইও না এই উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিলে শীঘ্রই তোমরা নির্ব্বাণ রাজ্যে পৌঁছিতে পারিবে অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিবে।

সিদ্ধাই।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, দেখ অর্জ্জুন! অষ্ট সিদ্ধাইয়ের মধ্যে যদি একটী সিদ্ধাই কাহারও থাকে তাহা হইলে জানিবে সে আমাকে পাইবে না; কারণ সিদ্ধাই থাকিলে অহংকার হইবে এবং অহঙ্কার হইলে সে আমাকে ভুলিয়া যাইবে। অতএব সিদ্ধাই থাকা, এক মহাবিপদ।

ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—একদা একটী সাধু গঙ্গার ধারে বাস করিতেন; ঐ সাধুটীর কিছু সিদ্ধাই ছিল এবং সেইজন্য তাহার মনে কিছু অহংকারও ছিল। একদিন সাধুটি বসিয়া আছেন (এমন সময় গঙ্গার উপর দিয়া পাল তুলিয়া একখানি নৌকা দ্রুতবেগে সেই সময় যাইতেছিল) কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত প্রবলবেগে বাতাস হওয়াতে সাধুটী বিরক্ত বোধ করিল এবং বলিল "যা বাতাস বন্ধ হো-যা" অর্থাৎ বাতাস বন্ধ হইয়া যা—এই কথা বলাতে এবং তাহার কিছু সিদ্ধাই থাকাতে সেই মুহূর্ত্তে বাতাস বন্ধ হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ নৌকাখানি এবং লোকজন সমস্ত তৎক্ষণাৎ জলে ডুবিয়া গেল এদিকে নৌকাখানি ডুবিয়া লোকজন সমস্ত মারা যাওয়াতে সেই পাপে সাধুটীকে নরকে যাইতে হইল এবং তাহার সিদ্ধাইও গেল।

কোন সময়ে আর একটী সাধুর কিছু বেশী সিদ্ধাই ছিল। একদিন সাধুটী একটী গাছতলায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ভগবান (একটী বালকের রূপ ধরিয়া) আসিয়া সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধুজি! ঐ যে হাতীটী যাইতেছে আপনি উহাকে মারিতে পারেন? সাধু তখন বলিলেন, হাঁ বাবা! "এ হোনে সেক্তা" এই বলিয়া একমুষ্টি ধুলা লইয়া হাতীটার গায়ে ছড়াইয়া দিতে, হাতীটা তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল তখন বালকটী বলিল, হাঁ বাবা, আপ্‌কা বহুত বহুত কেরামুতি হায়—আচ্ছা বাবা, হাতীকো ফিন্ জিন্দা কর্‌নে সেক্তা? তখন সাধুটী বলিল, "হাঁ বাবা! এবি হোনে সেক্তা" এই বলিয়া একমুষ্টি ধূলা লইয়া পুনরায় হাতীটার গায়ে ছড়াইয়া দিতে হাতীটা তৎক্ষণাৎ বাঁচিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল, তখন (বালকবেশধারী) ভগবান বলিলেন, বাবা! আপকা বহুত বহুত সেলাম। আপনে বহুত কুছ শিখা হায়, লেকেন ম্যায়নে আপ্‌কো একটা বাৎ পুছে, আপ্‌তো হাতীকো মার দিয়া, ফিন্ জিন্দা কিয়া, লেকেন্ ইসমে আপ্‌কো ভগবান মিলা? (অর্থাৎ আপনি হাতিকে মারিয়া ফেলিলেন ও পুনরায় বাঁচাইলেন কিন্তু ইহাতে আপনার ভগবান লাভ হইল কি?) এই বলিয়া ভগবান অন্তর্ধ্যান হইয়া গেলেন। অতএব সিদ্ধাই থাকিলে এক মহা গণ্ডগোল

সিদ্ধ।

স্বপ্নসিদ্ধ, হঠাৎসিদ্ধ বা কৃপাসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ ও সিদ্ধেরসিদ্ধ। কেহ কেহ স্বপ্নেতে দর্শন পাইয়া থাকেন আবার কেবলমাত্র স্বপ্নে দর্শন নহে (মা ডাকিয়া থাকেন) কেহ হঠাৎ তাঁর কৃপায় সিদ্ধ হন—যেমন গরীবের ছেলে বড় লোকের নজরে পড়িয়া গেলে "তাঁর কৃপায়" অদৃষ্ট ফিরিয়া যায়। ইহাকে হঠাৎ বা কৃপাসিদ্ধ বলে। নিত্যসিদ্ধ যাহাদের

ছেলেবেলা হইতে ভগবানে একটা ভক্তি আছে বা থাকে, তাহাদের সাধ্য সাধন করে ভক্তিলাভ হয় নাই আপনি হইয়াছে—যেমন প্রহ্লাদ। সাধনসিদ্ধ যাহারা সাধনার দ্বারা অর্থাৎ তপ্, জপ্ ইত্যাদির দ্বারা সিদ্ধ হন। সিদ্ধেরসিদ্ধ—যেমন সাধু হরিদাস জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারিতেন আবার যোগের দ্বারা শূন্যে উঠিতেও পারিতেন (যেমন দুর্গাচরণ ডাক্তার এদিকে এত মাতাল তবু এরূপ নাড়ীজ্ঞান ছিল যে এ পর্য্যন্ত সেরূপ নাড়ীজ্ঞান কাহারও হয় নাই বা কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।)

সরলতা।

সংসারে ভগবান লাভ করিতে হইলে খুব সরলপ্রাণ হওয়া দরকার, কারণ সরলপ্রাণ না হইলে ভগবান লাভ হয় না; কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ সরল নহে যে, যদি কেহ পাপ কার্য্য করিতে বলে তাহা হইলে সরল হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ পাপ কার্য্য করিতে হইবে তাহা নহে। (ধর্ম্মত্যাগ করিয়া পাপকার্য্য করিলে সেটা সরলতা নহে, ঐটি যেন মনে থাকে।) ধর্ম্ম ত্যাগ সরলতা নহে

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, স্ত্রী যদি বলে—আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব? ঐ কথা শুনিয়া স্বামীর চুপ করিয়া থাকা ও তাহাতে সম্মত হওয়া, তাহাকে কিছু না বলিয়া সরল হইয়া চুপ করিয়া থাকা—এরূপ সরল হওয়াকে সরল বলে না। তখন স্ত্রীকে বলিতে হয়—কি (শালী) আমার পরমার্থ নষ্ট করিতে চাস্? আয়—তোর বুক চিরে দিই? তখন পুরুষের পুরুষত্ব থাকা চাই। পুরুষাকার চাই (অর্থাৎ সংসারে থাকিতে হইলে এ সমস্ত থাকা বা বলা আবশ্যক।) সরলপ্রাণ হইয়া ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে চলিবে না—সত্য ও মিথ্যা—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—পাপ ও পুণ্য এই সমস্ত দেখিয়া কার্য্য করিতে হয়। সংসারে প্রবঞ্চনা, খলতা,

কপটতা কিংবা পাটোয়ারি বুদ্ধি থাকিলে ভগবানের কৃপা লাভ হয় না—আবার—শেষ জন্ম কিংবা অনেক তপস্যা না থাকিলে প্রাণ উদার বা সরল হয় না। (আর শেষ জন্ম হইলে পাগলা ও খ্যাপাটে ভাব হয়)

খায় কে ?—আমি না আমার আত্মা ?

কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ যমুনার ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন—এমন সময়ে গোপিনীরা সেই স্থানে আসিয়া বলিল, ঠাকুর! যমুনা পারের কি হবে ? নৌকা পাওয়া যাইতেছে না—আমরা কি করিয়া এখন পার হই ? আমাদের পার করিয়া দিন। দেবর্ষি নারদ বলিলেন, বেশ কথা—তোদের নিকট কি কি খাবার জিনিষ আছে, প্রথমে আমায় দে খাই তাহার পর তোদের পারের উপায় করবো গোপিনীরা এই কথায় দুধ, ছানা, মাখন ইত্যাদি যাহা আনিয়াছিল, কিছু কিছু সকলেই দেবর্ষি নারদকে খাইতে দিল। যাহা হউক দেবর্ষি নারদ সমস্তই উদরসাৎ করিয়া তাহার পর বলিলেন, হে যমুনে! যদি "আমি" আজ কিছু না খাইয়া থাকি, তাহা হইলে তোমার জল দুই ভাগ হইয়া বরাবর রাস্তা হইয়া যাক এবং গোপিনীরা ওপারে হাঁটিয়া চলিয়া যাক। এই কথা বলিবামাত্র দেখিতে দেখিতে যমুনার জল দুই ভাগ হইয়া বরাবর রাস্তা হইয়া গেল, তখন গোপিনীরা অবাক হইয়া সকলে বলিতে লাগিল, সে কি ঠাকুর! তুমি এত সমস্ত খাবার দ্রব্য আমাদের নিকট হইতে খেলে আবার এখন বলিতেছ না খাইয়া থাকি ? আর তোমার কথা সত্য হল—দেবর্ষি নারদ তখন বলিলেন—"আমি খাইয়াছি—না আমার আত্মা খাইয়াছে"—খায় কে ? আমি না—তিনি ? আবার কে কাকে খাওয়ায় ? কেহ কাহাকেও খাওয়াইতে পারে না আত্মারূপী ভগবান নিজে খান। (তিনি সব তাতেই আছেন।)

"খাওয়ান বড় শক্ত কথা" কর্ত্তাভজারা খাবার সময় বলে, খাচ্ছো না খাওয়াচ্ছো (অর্থাৎ নিজে খাইতেছ না অন্য কাহাকে খাওয়াইতেছ।) খায় কে ? আমি না তিনি ? কর্ত্তাভজা হওয়া বড়ই শক্ত কথা হলেই হয় না "মেয়ে হিজ্‌ড়ে পুরুষ খোজা —তবে হবি কর্ত্তা ভজা।" মহাত্মা আউলচাঁদ—এই দশটী কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যাহরণ, পরহত্যা বা পরপীড়ন এই তিনটী কায় কর্ম্ম। পরদ্রব্যাহরণেচ্ছা, পরহত্যা করণেচ্ছা এবং পরস্ত্রীগমনেচ্ছা—এই তিনটী মনঃ-কর্ম্ম ; এবং মিথ্যা কথন, কটু কথন, অনর্থক বচন ও প্রলাপ ভাষণ, —এই চারিটী বাক্যকর্ম্ম। এই সমুদায়ে দশটী কর্ম্ম নিষিদ্ধ।

অহিংসা পরমধর্ম্ম বা জীবে দয়া।

সংসারে অনেকেই বলেন, জীবে দয়া করা উচিত কিন্তু কার্য্যে তাহার কিছুই হয় না, হইবে না। সত্য বটে, সংসারে হিংসা না করাই পরম ধর্ম্ম কিন্তু জীব হত্যা কি হইতেছে না কিংবা জীবহত্যা না করিয়া কেহ কি থাকিতে পারেন। কেহ কি বিশেষরূপে লক্ষ করিয়া দেখিয়াছেন ? যে প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত প্রতিমুহূর্ত্তে কত ছোট ছোট জীবাণু (যাহা চক্ষের অগোচর) সেই সমস্ত মরিয়া যাইতেছে, প্রতি পদবিক্ষেপে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট হত্যা হইতেছে, যাহা মানবে চক্ষে দেখিয়াও দেখেন না ;

মহাত্মা কবীর দাস বলিয়াছেন :

এ সংসার চক্রের ন্যায় অবিরত ঘুরিতেছে—কিন্তু যে ভগবানকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে সেই সংসারে অক্ষত থাকিতে পারে—যেমন জাঁতায় কড়াই পিষিলে যে কড়াইগুলি জাঁতার ধারে ছড়াইয়া পড়ে,—সেইগুলি পিষিয়া গুঁড়া হইয়া যায় ; কিন্তু সকল কড়াইগুলি পিষিয়া যায় না। যেগুলি কীলককে আশ্রয় করিয়া থাকে (অর্থাৎ খোঁটার নীচে—ধারে থাকে) সেইগুলি অক্ষত থাকে। সেইরূপ এই সংসার চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে যাঁহারা ভগবানকে আশ্রয় করিয়া না থাকেন তাঁহারাই এই সংসার চক্রে পিষিয়া গুঁড় হইয়া যান

ইহা কি পাপ বলিয়া গ্রাহনীয় নহে? জলপান করা হইতেছে, কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সেই জলেতে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট রহিয়াছে (জীবাণু রহিয়াছে) সেই সমস্ত জীবাণু হত্যা হইতেছে। (কিন্তু সেই সমস্ত কীট "মানবের চক্ষের অগোচর") এবং আরও অনেক আছে যাহা মানবেরা দেখিয়াও অহঙ্কারে দেখে না — সেটা পাপ নয় কি?

আবার অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা না দেখিয়া যদি সেই জলকে কোন একটি শিশিতে কিছু দিন রাখা যায় তাহা হইলে চক্ষের দ্বারা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট যাহা চক্ষের অগোচর ছিল তখন বড় বড় হইয়াছে (চক্ষের গোচর হইয়াছে) কেহ হয়ত বলিতে পারেন, আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটদিগকে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না, আমি দেখিয়া শুনিয়া ও ইচ্ছা করিয়া জীবহত্যা করিতেছি কি? কিন্তু সেটা ভুল কথা, কেন তাহারা লক্ষ করিয়া দেখেন না; সে কাহার দোষ; সেটা মানবের নয় কি? মানব অহঙ্কারে রাস্তা দিয়া যখন যায় তখন তাহাদিগকে দেখিয়াও দেখেন না। অতএব "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" পালন করিতে হইলে অবতার বুদ্ধদেবের ন্যায় নির্ব্বিকল্প সমাধিতে এক স্থানে বসিয়া থাকিতে হয়—কারণ উঠিলেই বা শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিলেই জীব হত্যা হবে ও পাপ হবে আবার সকলেই নির্ব্বিকল্প সমাধিতে থাকিলে অর্থাৎ চিনি হইয়া তাঁহাতে মিশাইয়া গেলে এদিকে মন্দ ও অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য এ কথা থাকে না আর সংসারও চলে না আবার—খাইলে কিংবা পরিলে পাপ হয় না কারণ খায় কে? আমি—না তিনি। (নাভিস্থলে ব্রহ্মা যিনি তাঁকে আহুতি দেওয়া) আবার (কথায় বলে—আপরুচি খানা পররুচি পিন্‌না) তবে খাই খাই করিয়া বাপকে খাই কিংবা মাকে খাই তাহা নহে। আবার "জীবহিংসা না হইলে" চৌরাশি লক্ষ যোনি

ভ্রমণ করিবে কিরূপে—অতএব সংহারই "তাঁর" লীলা খেলা, যদি জীব * হত্যা করা হয় তবে সে তাঁরই খেলা, তাঁরই লীলা, এবং তাঁহারই ইচ্ছা, তাহা না হইলে জীবের মুক্তি হয় না। জন্তুরা চীৎকার করিয় কাঁদিতেছে আমরা তাহা শুনিতে পাইতেছি, (দেখিতে পাইতেছি,) সেই জন্য পাপ হয়—আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ ইত্যাদি সব হত্যা হইতেছে এবং তাহারা কাঁদিতেছে, তাহাদের কান্না শুনিতে পাইতেছি না বলিয় পাপ হইবে না তাহার কোন অর্থ নাই।

সর্ব্ব জীবে দয়া বড় শক্ত কথা। সংসারে জীবহত্যা করিলেই যে পুণ্য হয় এমনি কিছু কথা নাই আবার জীবহত্যা না করিলেই যে সাধু হয় তাহাও নহে কারণ পিশাচসিদ্ধ যাঁহারা তাঁহারা আবার জীব জন্তু খায়—ইহার অর্থ কি? সেইজন্য "সত্যকথা" ও মা বলা আর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি থাকা দরকার, সংসারে থাকিলে একেবারে জীবহত্যা নিবারণ করা যায় না জীবহত্যা হবেই—কারণ ধ্বংস না হইলে আবার জীবের মুক্তি হয় না অবতার বুদ্ধদেব বলিয়াছেন "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" আবার বলিয়াছেন শূকর মাংস খাইয়া যদি ভগবানের প্রতি শুদ্ধা ভক্তি থাকে তবে সে লোক ধন্য আর হবিষ্য করিয়া যদি ভগবানের প্রতি ভক্তি না থাকে, তাহাকে ধিক্ এবং তাহার হবিষ্য শূকর মাংসের তুল্য হয় (অর্থাৎ সংসারে থাকিলে যদিচ সংসারে জীবহত্যার পাপ হয়, আবার শুদ্ধা ভক্তি থাকিলে ভক্তির দ্বারা সেই পাপ খণ্ডন হয়) খাইলে কিংবা পরিলেই যে ধর্ম্ম করা হয় তাহা নহে বা এমন কিছু কথা নাই তবে সাত্ত্বিক আহার ভাল; রাজসিক বা তামসিক ভাল নহে (তবে মনের জোর থাকিলে সবই

---

* প্রতিমুহূর্ত্তে কত শত জীব হত্যা হইতেছে তাহার সীমা নাই; ভগবান যদি মানুষের পাপ ধরিতেন তাহা হইলে এত পাপ হইত যে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত থাকিত না

হয়।) শোনা যায় পাথরেরও প্রাণ আছে। সংসার জীবে পরিপূর্ণ—এমন স্থান নাই যেখানে জীব নাই। জীবহত্যা করিয়া যদি আত্মা (অর্থাৎ ভগবান) খান তাহা হইলে সেটা পাপ নহে, ভাতা বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই খাই, নহে—(স্ত্রী-সহবাস বলিয়া পরস্ত্রী নহে,—) সংসারে থাকিয়া ভগবানকে লক্ষ রাখা ধর্ম্মপথে থাকা ও সত্য কথা ও মা বলা—এইগুলি দরকার।

আবার বিয়োগ না হইলে অভাব হয় না, অভাব না হইলে পূরণ হয় না সেই জন্য জীবের জন্ম ও মৃত্যু, সুখ এবং দুঃখ। বাঙ্গালা দেশ বিশেষতঃ গরমস্থান অতএব এখানে মাছের এত আদর" নচেৎ, পশ্চিমে কেহ বড় মাছ খায় না—আবার বিলাতে মাংস না খাইলে শরীর খারাপ হইবে হয়ত ব্যায়রাম হইবে। অতএব দেশ কাল পাত্র ভেদে খাওয়া ও পরা খাইলে কিংবা পরিলেই ধর্ম্ম হয় না—কার্য্য দেখিতে হয়। সংসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলেও ভগবানকে ডাকিতে হইবে, কারণ প্রতি-মুহূর্ত্তে কত শত হত্যা হইতেছে তাহার সীমা নাই। অতএব তাঁর নাম জপ করা দরকার নামজপ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে।

সত্য ও মিথ্যা।

সংসারে একটা মিথ্যা কথার জন্য এবং সেই মিথ্যা কথাটাকে (গোপন করিবার জন্য) ঢাকিবার জন্য হয় ত দশ বিশ পঞ্চাশটা মিথ্যা কথা বলিতে হয়—আর শেষে ধরাও পড়িতে হয় অতএব কোন লোকের মিথ্যা কথা না বলাই ভাল—আবার সত্য কথা বলিলে পঞ্চাশটা মিথ্যা কথা বলিতে হইবে না—আর মিথ্যা বলিলে যে ভয় হয় সে ভয়টুকু থাকিবে না। সংসারে সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া বলিতে হয়। সত্য কথা বলিলে যদি মনে আন্তরিক কষ্ট দেওয়া হয়, সেইস্থলে চুপ করিয়া থাকা

দরকার। মিথ্যা বলিলে যদি কাহারও প্রাণ বাঁচে, সেস্থলে একটী মিথ্যা কথা বলিলেও পাপ হয় ন। সত্য বলিলেই পুণ্য হয় আর একটী মিথ্যা বলিলেই যে মহাপাপ হয়, এমন কিছু কথা নেই—কার্য্যানুসারে পাপ পুণ্য বিচার হয় বা দাঁড়ায়। পাপ কাহাকে বলে? পাপ বলিয়া জগতে একটী কিছু স্বতন্ত্র বস্তু নাই বিনা অপরাধে (অনর্থক) কাহার প্রাণে আঘাত দেওয়া মনস্তাপ (কষ্ট) দেওয়া ইহাই পাপ, তবে যদি কেহ অন্যায় করে, চুরি করে এবং তাহাকে ধরা যায়, লাঞ্ছনা, ভৎর্সনা করা যায় তাহা হইলে তাহার আত্মিক কষ্ট হইবে না কারণ সে বুঝিবে, আমি অন্যায় করিয়াছিলাম বলিয়া তবে আমায় বলিতেছে, বিনা দোষে বিনা অপরাধে আমায় বলিতেছে না আমি দোষী। (অতএব সেস্থলে আত্মিক কষ্ট হইল না বলিয়া তাহাতে পাপ হইল না) মিথ্যা কথা বলিলে যদি একটি লোকের প্রাণ বাঁচিয়া যায় সেস্থলে একটী মিথ্যা কথা বলিলে পাপ হয় না, সে মিথ্যা সত্যের সমান হয়। আবার মনে করুন কেহ হয়ত বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, আজ আমি ভাত খাব না কিন্তু আবার পাঁচজনের অনুরোধে তাঁহাকে ভাত খাইতে হইল কারণ ভাত না খাইলে পাঁচজনে মনে কষ্ট করিবে বলিয়া, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া খাইতে হইল। অতএব তিনি কি পাপ কার্য্য করিলেন? কারণ ভাত খাইব না বলিয়া পুনরায় ভাত খাইলেন, কাজেই মিথ্যা বলা হইল—অতএব তিনি মহা-পাপী হইলেন বা মহাপাপ করিলেন তাহা নহে, এরূপ মিথ্যায় পাপ হয় না কারণ তিনি দেখিতেছেন, এখানে যদি সত্য কথা রক্ষা করি তাহা হইলে পাঁচজনে আবার মনে কষ্ট করিবে কিন্তু কথাটা মিথ্যা হইল বটে, তাহাতে ক্ষতি নাই, পাঁচজনে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইলেন—আর ইহাতে তাঁহার ক্ষতি না হইয়া বরং উপকার হইল—আত্মা সন্তুষ্ট হইলেন যদি না খাইতেন এদিকে আত্মাও কষ্ট পাইত। ভগবান রামকৃষ্ণ দেব, সংসারে

থাকিয়া সকলের সহিত সত্য কথা কহিয়া যেরূপ সত্যতে ছিলেন যো হয় সেরূপ সত্য কথা (রক্ষা করা) সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না— বিরক্ত নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া বলিয়া ফেলিলেন লুচি খাইব না কি করেন, সত্য কথা রাখিতে হইবে—অবশেষে সন্দেশ খাইয়া পেট ভরাইলেন এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে যাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় "মিথ্যা বলিলেই যে পাপ হয় তাহা নহে" স্থানবিশেষে একটা মিথ্যা বলিলে পাপ হয় না, বরং পুণ্য হয়

কোন সময়ে একজন কসাইয়ের হাত হইতে একটি গরু পলাইয়া যায় এবং সে তাহার পিছন পিছন তাড়া করে, কিন্তু গরুটি কসাইয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাণের ভয়ে একটী বনের মধ্যে প্রবেশ করে, কসাইটীও গরুটীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতে থাকে কিন্তু কিছু দূর গিয়া গরুটী অদৃশ্য হইয়া যায় কসাইটী এদিকে বরাবর দৌড়াইয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল গাছতলায় একজন সাধু বসিয়া আছেন সাধুকে দেখিয়া কসাইটী জিজ্ঞাসা করিল,সাধু বাবা! আপনি একটী গরুকে এখান দিয়া যাইতে দেখিয়াছেন কি ? সাধু সমস্তই দেখিয়াছেন ও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এ কসাই এবং ঐ গরুটীকে হত্যা করিবে, কিন্তু সাধুটি মিথ্যাকথার ভয়ে (এবং মিথ্যাকথা বলেন না বলিয়া) সত্যকথা বলিলেন অর্থাৎ গরুটী যেদিকে গিয়াছিল সেইদিক দেখাইয়া দিলেন, তখন কসাইটি সেইদিক লক্ষ করিয়া দৌড়াইয়া যাইতে লাগিল—কিছু দূর গিয়াছে এমন সময় দেখিতে পাইল একটী লোক সেই দিক হইতে আসিতেছে তখন সে লোকটীকে কসাইটী জিজ্ঞাসা করিল, ভাই! এদিকে একটী গরু গিয়াছে দেখিয়াছ কি ? সে লোকটী জীবনে কখনও সত্যকথা বলে নাই এবং গরুটী কোন্ দিকে গিয়াছে তাহাও সে দেখিয়াছে কিন্তু তাহার মিথ্যাকথা বলা স্বভাব বা মিথ্যাকথা মুখে লাগিয়াই আছে বলিয়া সে

বলিল, এদিকে যায় নাই, ঐ দিকে গিয়াছে, ঐ দিকে যাও তাহা হইলে পাইবে—এই বলিয়া বিপরীত দিক দেখাইয়া দিল যাহা হউক এই কথা শুনিয়া [redacted] বিশ্বাস করিয়া তখন কসাইটী অন্য দিকে চলিয়া গেল। "এদিকে গরুটী ঐ মিথ্যাবাদী লোকটীর জন্য বাঁচিয়া গেল।"সন্ন্যাসী বরাবর সত্যকথা বলিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু একটী প্রাণী হত্যা (গোহত্যা) হইবে জানিয়াও মিথ্যা না বলিয়া সত্য বলিবার জন্য তাহার মহাপাপ হইল অর্থাৎ তাঁহাকে "নরক দর্শন" করিতে হইয়াছিল—আর ঐ লোকটী বরাবর মিথ্যাকথা বলিয়া আসিয়া আবার মিথ্যা বলিয়া (কেবল মাত্র ঐ গরুটীকে বাঁচাইবার জন্য) সে স্বর্গে গেল অতএব সত্য ও মিথ্যা বুঝিয়া বলা দরকার

সত্য কথা কলির তপস্যা সংসারে সত্য কথা বলা নিজের তো ভালই আবার লোক শিক্ষার জন্য, যদি কেহ মিথ্যাবাদী থাকে, ঐ সকল সত্য কথা শুনিয়া, শিক্ষা পাইয়া, পরে ভাল হইয়া যাইতে পারে।

সহ্যগুণ।

যে—সয়—সে—রয়

যে—না—সয়—তাহার নাশ [redacted] (সর্ব্বনাশ হয়—শ,-ষ,-স,)

কোন সময়ে একজন সাধু গঙ্গার ধারে বসিয়া বিশ্রাম করিতে-ছিলেন এবং তাঁহার শিষ্য গঙ্গায় স্নান করিয়া সেই জলেতেই দাঁড়াইয়া ভগবানের নাম জপ করিতেছিল, এমন সময় একজন সহিস, শিষ্য যেখানে দাঁড়াইয়া ভগবানের নাম জপ করিতেছিল তাহারই পার্শ্বে একটী ঘোড়াকে লইয়া এমনি ভাবে এমনি অহঙ্কারে স্নান করাইতেছিল যে,শিষ্যের গায়েও জল ছিটকাইয়া লাগিতেছিল কিন্তু শিষ্যটি সহিসকে কিছু না বলিয়া সরিয়া সরিয়া যাইতেছিল—ইহাতে সহিসটা আরও সাহস পাইয়া

শিষ্যের প্রতি ঘোড়াটাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল—কিন্তু শিষ্যটি তাহাতেও কিছু না বলিয়া তাহাও সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল ও মনে মনে ভগবানকে জানাইতে লাগিল, হে প্রভো। ইহাকে মাপ করুন। অহঙ্কারে এ কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না—এ অজ্ঞান—ইহার অপরাধ লইবেন না (সাধু উপর হইতে সমস্তই দেখিতেছিলেন কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই।) যাহা হউক এমন সময় ভগবানের কি লীলা—হঠাৎ ঘোড়াটা ক্ষেপিয়া সহিসকে এমন একটি লাথি মারিল যে, সহিসটা তৎক্ষণাৎ সেই জলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল এবং সেই স্থানের জলটা রক্তে লালবর্ণ হইয়া উঠিল—তখন গঙ্গার ধারে আর সমস্ত লোক এবং যাঁহারা গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন তাঁহারা এই দেখিয়া হায়! হায়! করিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ি ডাকাইয়া সহিসকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন সহিসের দুর্দ্দশা দেখিয়া উপর হইতে সাধুটি তখন শিষ্যকে বলিলেন, এশালা গালি দেও, গালি দেও, "নেহিতো" ও শালা "অাবি মর জাগা" আগাড়ি গালি দেতা তো, ও শালাকো হাল এ্যায়সা নেহি হোতা অর্থাৎ শীঘ্র গালাগালি দে—নয়তো ও শালা মরে যাবে কারণ প্রথমে যদি তুই সহিসটাকে গালাগালি দিতিস্ তাহা হইলে ঐ সহিসের এতদুর মরণাপন্ন অবস্থা হইত না, তাহাকে হাঁসপাতালে যাইতে হইত না (অর্থাৎ গালাগালি দিলে সমান সমান হইয়া যাইত আর সহিসটাও বাঁচিয়া যাইত) অতএব কেহ গালাগালি দিলে, কেহ অন্যায় করিলে মনে দুঃখ কিংবা কষ্ট দিলে এক পক্ষে বরং দুটোকথা বলা ভাল—কিন্তু চুপ করিয়া থাকা ও মনে মনে ভগবানকে জানান উচিত নহে, তাহা হইলে ঐ সহিসের ন্যায় অবস্থা হইলেও হইতে পারে আবার, মানুষে কিছু না বলিলেও ঈশ্বর তাহার প্রতিশোধ লইবেন কারণ তাঁর নিকট সূক্ষ্ম বিচার। মানুষ মনে করে ঐ আমায় শাপ দিলে কিন্তু তাহা নহে মানুষের শাপে হয়

ন, ভগবান নিজে দর্পহারী—মধুসূদন—ভগবান নিজের দর্প নিজে চূর্ণ করিয়া থাকেন অতএব তিনি যে প্রতিশোধ লইবেন সে প্রতিশোধের সহিত মানুষের প্রতিশোধ অনেক প্রভেদ—মানুষের পাপ তাহার সহিত তুলনা হয় না কথায় বলে "ঈশ্বরের মার বড় মার—" অতএব সংসারে সকলের সহ্যগুণ থাকা দরকার; জগতে সহ্যগুণ অপেক্ষা আর কিছুই নাই যাহার ক্ষমাগুণ, সহ্যগুণ ও দয়া আছে এবং যিনি সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় তিনিই ধার্ম্মিক অতএব সংসারে যে সয়—সে রয়, যে—না—সয় তাহার নাশ ॥

"রাখে হরি মারে কে—
মারে হরি রাখে কে ?"

ভক্ত তাঁর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, সেইজন্য ধ্রুবলোক গোলোকের উপরে ইংরাজীতে একটী কথা আছে Learn to forbear, without patience no one can become great.—সহ্য করিতে শিখ, জগতে সহ্য ব্যতীত কেহই মহৎ হইতে পারে নাই

ধর্ম্মের ভানও ভাল

ধর্ম্মের ভানও ভাল, ধর্ম্মের ভান করিতে করিতে কাহারও কাহারও বা অবশেষে সত্য সত্যই ভগবান লাভ হয়

কোন সময়ে রাজার বাড়ীর একটি মেথর রাজার রাণীকে দেখিয়া তাহার মনে মন্দ অভিপ্রায় হয়, কিন্তু এ কথা কি করিয়া অন্যলোকের নিকট প্রকাশ করে তাহা হইলে "গর্দ্দান" যাইবে কিম্বা শূল হইবে আবার সে ভয়ও আছে; অতএব কাহাকেও কিছু প্রকাশ করিতে পারে না অথচ মেথর দিন দিন ভাবনায় ও চিন্তারূপ ব্যাধিতে জীর্ণশীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল (মেথরের মেথরাণী সতী সাধ্বী ছিল) একদিন মেথরানী মেথরকে জিজ্ঞাসা

করিল, কেন তুমি দিন দিন এমন কাহিল হইয়া যাইতেছ ? তোমার কি হইয়াছে আমায় বল, আমি তোমার স্ত্রী--আমার প্রাণ দিয়াও যদি তোমার উপকার করিতে পারি আমি তাহাও করিব। মেথর মনে মনে ভাবিল, যদি ইহার দ্বারা কিছু উপকার হয় ইহাকে বলিয়া দেখি—বিশেষতঃ এ আমার সতী সাধ্বী স্ত্রী (সুখ ও দুঃখের ভাগী) যাহা হউক প্রকাশ্যে বলিল আমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা করিতেছি, সে কথা কাহাকে বলিব আর সে কথা লোকে শুনিলে আমায় পাগল বলিবে ও অবশেষে আমার প্রাণও যাইবে—তোকে আমি বলি শোন, রাজার রাণীকে দেখিয়া অবধি আমার এই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, এখন যদি কোনও উপায় থাকে তাহা হইলে রাণীকে দিয়া আমার প্রাণ বাঁচা—মেথরাণী মেথরের মুখের ভাব ও এই সমস্ত কথা শুনিয়া অবাক হইয়া স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল ও মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এ সত্য সত্যই পাগল হইয়াছে তাহা না হইলে এমন বুদ্ধি হইবে কেন ? যাহা হউক প্রকাশ্যে বলিল, তুমি ভাবনা চিন্তা ত্যাগ কর আমি চেষ্টা করিব—যদি কোন উপায়-করিতে পারি—আমি তোমার স্ত্রী, তুমি যাহাতে সুখে থাক, ইহাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম—এই বলিয়া মেথরকে সান্ত্বনা করিয়া মেথরাণী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এখন কি করিয়া আমি রাণীমাকে একথা প্রকাশ করি ও রাণীমার সহিত দেখা করি, যাহা হউক এইরূপে কিছুদিন যাইবার পর একদিন ঘটনাক্রমে রাণীমার সহিত দেখা হওয়াতে অনেক কাঁদাকাটী করিয়া বলিতে লাগিল মা, আমার স্বামী পাগল হইতে বসিয়াছে কিছুই খায় না, সদাই ভাবনা সদাই চিন্তা, শরীর এত কাহিল হইয়া গিয়াছে যে, আমার বোধ হয় এইরূপেই সে মারা যাইবে বা পাগল হইবে; আমি এখন কি করি—আমায় বলুন ? এই সমস্ত কথা বলিয়া এবং আরও অনেক দুঃখ করিয়া কাঁদিতে

লাগিল রাণী বলিলেন, সে কিরে—কেন তার কি হয়েছে? আমায় সমস্ত কথা ভাল করিয়া খুলিয়া বল? তোর কিছু ভয় নাই—আমি তোকে কিছু বলিব না মেথরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মা—আমি সে কথা আপনার নিকট কি করিয়া প্রকাশ করি, সে বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চাহে। আমি সে কথা যদি বলি তাহা হইলে আপনি আমাদের সকলকে শূলে দিবেন রাণীমা হাসিয়া বলিলেন, তোর কিছুই ভয় নাই—তুই আমায় বল মেথরাণী বলিল—মা, কি বলিব—আপনাকে দেখিয়া সে—ভয়ে মেথরাণী আর কিছুই বলিতে পারিল না কাঁদিতে লাগিল রাণী-মা তাঁহার কথার ভাবভঙ্গিতে কিছু আভাষ পাইয়াছিলেন কিন্তু তখন কিছু বলেন নাই এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, দেখ্, তার জন্য ভাবনা কি? চুপ কর, তুই কাঁদিস্‌নি তুই তোর স্বামীকে বলগে যা—গঙ্গার ধারে গেরুয়া বসন পরিয়া ও একবার মাত্র হবিষ্যান্ন আহার করিয়া ভগবানের নাম জপ করিলে তবে আমার সাক্ষাৎ পাইবে নচেৎ পাইবে, না—এই বলিয়া রাণীমা অন্দরে চলিয়া গেলেন

মেথরাণী মনে করিয়াছিল বুঝি রাণীমা আমায় শূলে দিবেন কিম্বা ফাঁসিতে দিবেন—কিন্তু শূল কিম্বা ফাঁসী কিছুই দিলেন না—অথচ তাহার বদলে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া সে অবাক হইয়া গেল এবং আহ্লাদে স্বামীর নিকট অতি দ্রুতপদে আসিয়া সমস্ত কথা জানাইল। মেথরাণীর নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া মেথরের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না তাহার পর সে গঙ্গার ধারে আসিয়া গেরুয়া বসন পরিয়া এবং একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া ভগবানের নাম জপ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল এইরূপে ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে অল্পদিনের মধ্যেই মেথরের মনের ভাব পরিবর্তন হইয়া গেল, তখন আর তাহার মনের ভিতর

কিছু কুভাব থাকিল । এদিকে গঙ্গার ধারে একজন সাধু আসিয়াছেন এই কথা চারিদিকে প্রচার হইয়া গেল এবং এই কথা শুনিয়া দলে দলে লোক আসিয়া সাধুকে দর্শন করিতে লাগিল আর টাকা, পয়সা, চাল, ডাল, ঘৃত ইত্যাদি সমস্ত দিতে লাগিল কিন্তু সাধু তখন ভগবানের নামে বিভোর হইয়া গিয়াছেন—তাঁহার আর সেদিকে লক্ষ্যই নাই কারণ কাঞ্চন পাইয়াছে তখন কাচে তাহার দরকার কি—যাহা হউক এদিকে ছয়মাস পূর্ণ হইবে যেদিন ঘটনাক্রমে সেইদিন একটী যোগ ছিল এবং সেই যোগেতে স্নানের জন্য রাজা, রাণী লোকজন সমস্ত সঙ্গে লইয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন মহাভিড়, লোকে লোকারণ্য যাহা হউক রাজা ও রাণী গঙ্গায় স্নান করিয়া গরীব দুঃখীদিগকে দান করিতে করিতে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, একটী সাধুর নিকট অনেক লোক একত্র হইয়া বসিয়া আছে—রাজা রাণীকে বলিলেন, দেখ রাণী—ঐ একজন সাধু বসিয়া আছে, উহাকে কিছু দিয়া আসি চল এই বলিয়া তাঁহারা সাধুর নিকট আসিয়া টাকা দিতে যাইতেছেন—এমন সময় রাণী সাধুকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছেন যে "এ সেই মেথর", আমার জন্য এ সাধু হইয়াছে—আজ ছয়মাস পূর্ণ উহার সহিত আমার এই স্থানে সাক্ষাৎ করিবার কথাও আছে—আমি মেথরাণীর নিকট প্রতিশ্রুত আছি—সত্যবদ্ধ আছি—যাহাহউক ভালই হইয়াছে—রাণী প্রকাশ্যে বলিলেন, রাজা মহাশয় এই সন্ন্যাসীটী কিসের জন্য সাধু হইয়াছে উহাকে একবার জিজ্ঞাসা করুন দেখি? তাহার পর টাকা দিবেন—তখন সন্ন্যাসী রাণীর মুখের প্রতি চাহিয়া ও রাণীর কথা শুনিয়া চিনিতে পারিয়া বলিল, মা আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি আমায় আর লজ্জা দিবেন না, আপনি আমার জ্ঞানদাত্রী আপনি আমার শিক্ষাগুরু—আপনি আমায় শিক্ষা না দিলে আজ আমার জ্ঞানচক্ষু লাভ

হইত না, আজ আপনার কৃপায় আমি ভগবানকে চিনিতে পারিয়াছি—আর যাহা অপরাধ করিয়াছি আমায় সন্তান জ্ঞানে ক্ষমা করুন এদিকে রাজা কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না, অবাক হইয়া সাধুর মুখের প্রতি ও একবার রাণীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছেন—তখন রাণী পুনরায় রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজামহাশয়, এ লোকটী কে ? জানেন—চিনিতে পারিয়াছেন কি ? "এ লোকটী রাজবাটীর মেথর ছিল"—ও আমায় দেখিয়া আমাকে পাইবার ইচ্ছা করে এবং উহার স্ত্রীকে আমার নিকট পাঠাইয়া দেয়—তাহাতে আমি উহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলাম যে, ছয়মাসকাল গেরুয়া বসন পরিয়া গঙ্গার ধারে বসিয়া হবিষ্যান্নাহার ও ভগবানের নাম জপ করিলে তবে তোর স্বামী আমার সাক্ষাৎ পাইবে ; ঘটনাক্রমে আজ ছয়মাস পূর্ণ হইয়াছে—মেথরও সেই পর্য্যন্ত এইখানে গেরুয়া বসন পরিয়া হবিষ্যান্ন আহার করিয়া ভগবানের নামজপ করিতেছে—কিন্তু তাঁর নামের এমনই গুণ, জপ করিতে করিতে উহার দিব্য জ্ঞানলাভ হইয়াছে এবং এখন আমাকে "মা—" বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। রাজা তখন সমস্ত বিষয় শুনিয়া রাণীর বুদ্ধিশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন ও মনে মনে রাণীকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতএব ধর্ম্মের ভানও ভাল ধর্ম্মের ভান করিতে করিতে কেহ কেহ আবার ভাল হইয়াও যান, শুনা গিয়াছে—একটী লোক পাগলের ভান করিত এবং ঐরূপে পাগলের ন্যায় ভান করিতে করিতে পরে সে প্রকৃতই পাগল হইয়াছিল

অঙ্কিত।

অতি অল্পবয়সে যদি ভগবানের নাম এবং ভগবানের রূপ একবার হৃদয়ে অঙ্কিত [illegible] তাহা হইলে আর যাইবার নহে—(সে দাগ আর মুছিয়া যায় না)

কোন সময়ে ইটের পাঁজা তৈয়ারি হইয়া কাঁচা অবস্থায় থাকে এবং ঘটনাক্রমে একটী চড়াই পাখী উড়িয়া আসিয়া একখানি ঐ কাঁচা ইটের উপর বসে এবং ঐ ইট খানিতে চড়াই পাখীর পায়ের দাগ অঙ্কিত হইয়া যায়; তাঁহার পর কিছুদিন পরে ঐ ইটের পাঁজা পোড়ান হয় এবং ইটে বাড়ী তৈয়ারী হয়, তাহার পর শত বৎসর বাদে ঐ বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু সেই ইট খানিতে সেইরূপ চড়াই পাখীর পায়ের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। অতএব ঐরূপ (মাটীর ন্যায়) "কাঁচা অবস্থায়" অর্থাৎ অল্পবয়সে যদি ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ একবার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায় তাহা-হইলে আর যাইবার নহে, কিন্তু ইট পাকা হইলে অর্থাৎ বয়স বেশী হইলে দাগ বসে না, তখন শক্ত হইয়া যায়। (যেমন ডাব আর ঝুনো নারিকেল) অতএব অল্পবয়সে ভগবানের রূপ হৃদয়ে অঙ্কিত হওয়া দরকার।

হৃদ্‌পদ্ম।

যে পুষ্করিণীতে পদ্মফুল ফোটে, সেই পুষ্করিণীর জল সূর্য্যের তাপে তাপিত হয় না—ঠাণ্ডা থাকে, ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। সেইরূপ যাঁহার হৃদ্‌পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে অর্থাৎ তাঁর কৃপায় কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়াছে সে হৃদয়, মেজাজ, বুদ্ধি স্থির থাকে হঠাৎ তাঁহারা রাগিয়া যান না, তাঁহারা অন্যায় কর্ম্ম করেন না; কিন্তু যে পুষ্করিণীতে পদ্মফুল নাই সেই পুষ্করিণীর জল স্বভাবতঃ সূর্য্যের তাপে তাপিত হইয়া থাকে, অতএব যাহার হৃদপদ্ম প্রস্ফুটিত হয় নাই (অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত [redacted] নাই) স্বভাবতঃ তাঁহাদের হৃদয় সংসার-তাপে তাপিত হয় এবং তাহারা একটুতেই রাগিয়া যান ও সদা সর্ব্বদা যেন গরম হইয়া থাকেন।

ঈশ্বরের প্রতি মন।*

এ সংসার, না—সংসাজ? ভগবান এক একজনকে এক এক রকমের

সং সাজাইয়াছেন বা সাজাইতেছেন (অর্থাৎ এক এক মুহূর্ত্তে এই *মনকে কত রকমই করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই) আবার এ সংসারে কর্ম্মফল ভোগ না হইলে যাইবার যো—নাই—উদ্ধার নাই। সংসারে অনেকেরই হইয়াছে কি—প্রথমে সংসারটী আমি ভাল করিয়া ঠিক করিয়া লই (বন্দোবস্ত করিয়া লই) তাহার পর ভগবানকে ভাল করিয়া ডাকিব বা ভগবানের নাম ভাল করিয়া করিব—যেমন নথটা আগে কাপড়ে বাঁধি তাহার পর শোক করিব।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—

কোন সময়ে একটী স্ত্রীলোক উঠান ঝাট্ দিতেছিল, এমন সময়ে অন্য একটী পাড়ারই কোন স্ত্রীলোক আসিয়া তাহাকে বলিল, ওগো তোমার অমুক মারা গিয়াছে, তখন যে স্ত্রীলোকটী ঝাঁট দিতেছিল, সে ঐকথা শুনিয়া অ্যাঁ করিয়া চুপ করিয়া রহিল এবং তাহার পর নথটী আস্তে আস্তে খুলিয়া কাপড়ের খুঁটে বাঁধিল ও (তাহার পর) আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া বলিতে লাগিল—ওগো আমার কি হলোগো, আমি কোথা যাইগো ইত্যাদি, কিন্তু নথটী কাপড়ে বাঁধিল কেন? কারণ শোক করিতে গেলে এদিকে যে নথটী ভাঙ্গিয়া যায়, কাজেই নথটী প্রথমে কাপড়ে বাঁধিল তাহার পর আছাড় খাইয়া পড়িয়া শোক করিতে লাগিল। সেইরূপ সংসারে অনেকেরই হইয়াছে তাই, প্রথমে সংসারটী ঠিক করিয়া লই, বন্দোবস্ত করিয়া গুছাইয়া লই তাহার পর ভগবানকে ডাকিব—

---

* এ সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনের নেশা বড় ভয়ানক নেশা, বোধহয় জগতে মাদক দ্রব্যের নেশা সংসার নেশার নিকট অতি তুচ্ছ কারণ মাদক দ্রব্যের নেশা ক্ষণস্থায়ী—কিন্তু সংসার-নেশা বিষম নেশা; এ নেশায় দিবারাত্র অনেকেই বিভোর হইয়া আছেন ঐহিকের সুখের জন্ম উন্মত্ত হইয়া আছেন এ নেশা কাটিয়াও যেন কাটে না—আবার মদ দর্পে গর্ব্ব, অহঙ্কার—এই গুলি খাইয়া ফেলিতে হয়—ত্যাগ করিতে হয়।

তাঁহার নাম করিব—(অর্থাৎ নথটী কাপড়ে বাঁধি, তাহার পর আছাড় খাইব ও শোক করিব)

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আমি হাতে কার্য্য করিতেছি এখন আমি ব্যস্ত, ভগবানকে কি করিয়া ডাকি—কিন্তু সংসারে কার্য্য ছাড়া কোন্ লোক আছে কি ? আবার দেহ থাকিতে কর্ম্মত্যাগ হয় না—যেমন আমি চিন্তা করিতেছি সেও একটী কার্য্য তবে সেটী মনের কার্য্য। হাতে কার্য্য করিলে হাতই কার্য্য করে মন কার্য্য করে না ; কিন্তু সেই মনে ভগবানের চিন্তা করা যায়। অতএব হাতে কার্য্য করিলে ভগবানেরও চিন্তা করা যায়—আমার প্রথমে দেখিতে হইবে যে, সংসার অনিত্য তবে (অনিত্য) সংসারের বিষয়ে চিন্তা করি কেন ? "যাঁর চিন্তা করিলে" সকল চিন্তা দূরে পালায়, যাঁর চিন্তা করিলে "শমনের ভয় থাকে না," যাঁর চিন্তা করিলে "সমস্ত দেহ মন পবিত্র হয়," যাঁর চিন্তা করিলে "শরীরে কোন ব্যাধি হয় না, যাঁহার চিন্তা করিলে "ভবপারাবারের" ভয় থাকে না, সেই "জগৎ চিন্তামণির চিন্তা করি না কেন"—

কোন সময়ে এক রাজার বাড়ীতে চুরি হইয়া যাওয়াতে, রাজা দ্বারবানকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রামসিং—কাল রাত্‌মে চুরি হুয়া, আউর তুম্ চোরকো দেখ্‌কে পাকড় নেহি কাহে—রামসিং বলিল, হুজুর—এক হাত্‌মে ঢাল, আউর এক হাত্‌মে তলোয়ার রাহা, ক্যায়্‌সে চোরকো পাক্‌ড়ে হুজুর—রাজা এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন ও সভাশুদ্ধ সকলেই হাসিতে লাগিল—সেইরূপ সংসারে অনেকেরই হইয়াছে তাই হাতে কার্য্য করিতেছেন এখন মনে মনে ভগবানকে ডাকেন কি করিয়া—(যেমন এক হাতে—ঢাল, এক হাতে—তলোয়ার—এখন চোরকে ধরে কি করিয়া)

রেলে রাস্তা চলিতেছে—আলবুনিতেছে—লোকের সহিত কথা কহি-

তেছে—বাড়ীর বিষয় মনে মনে ভাবিতেছে, আবার মনে মনে এক একবার ভগবানকেও ডাকিতেছে ; এতগুলি কাজ সে একলা কি করিয়া করে বা করিতেছে আবার কেহ হয়তো চিঁড়ে কুটিতেছে, ছেলেকে মাই দিতেছে, খরিদ্দার দিগের সহিত দেনা পাওনার হিসাব করিতেছে—আবার মনে মনে এক একবার ভগবানের নামও স্মরণ করিতেছে—কিন্তু তাহার মন বার আনা ঢেঁকিতে পড়িয়া আছে—(দৈবাৎ যদি ঢেঁকিটী হাতে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে হাতটী ভাঙ্গিয়া যাইবে), সেইরূপ ভগবানে মন রাখিয়া সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম করিতে হয়। (যেমন সাপের মন বার আনা লেজের প্রতি পড়িয়া থাকে,—পাছে যদি কেহ লেজ মাড়াইয়া দেয়।) সেইরূপ সংসারে থাকিতে হইলে ; ভগবানে মন রাখিয়া কার্য্য করিলে কার্য্য সফল হয়।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন —

সংসারে বড়লোকের বাড়ীর দাসীর ন্যায় থাকিতে হয়, যেমন বাড়ীর দাসী বাবুর ছেলেদের মুখে বলে আমার হরি, আমার রাখাল ও আমার গোপাল—কিন্তু মনে মনে জানে এরা আমার কেহই নহে, আমার হরি রাখাল ও গোপাল তাহারা সকলেই দেশেতে আছে সেইরূপ সংসারে সকলকে ভালবাসিতে হয়, যত্ন করিতে হয়, খাওয়াইতে হয়, সংসারে সমস্ত কাজকর্ম্ম করিতে হয় ও সকলের সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়, কিন্তু মনে মনে জানিতে [redacted] এরা আমার কেহই নহে ; সমস্তই মায়া সকলই ক্ষণস্থায়ী। অতএব বলিতে [redacted] হে প্রভু ! আমার কার্য্য কমাইয়া দাও কারণ বেশী কার্য্য জড়াইলে দেখিতেছি তোমার পাদপদ্ম আমি ভুলিয়া যাই, তবে যদি কোন কার্য্য করি ; যেন সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া করিতে পারি আর যেন আপনাকে ভুলিনা, সদাসর্ব্বদা আমার "মন" যেন আপনার চরণে থাকে ; "আপনার নাম করিয়া যেন আমি কাঁদিতে পারি"—আর আমি কিছুই চাহি না।

নির্লিপ্ত ভাব—যেমন পান কৌটী জলে থাকে কিন্তু গা ঝাড়া দিলেই সমস্ত জল পড়িয়া যায়—আবার পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু একটুও পাঁক (তাহার) গায়ে থাকে না সেইরূপ যিনি—(নির্লিপ্ত ভাবে) ভগবানে ঠিক ঠিক মন রাখিয়া সংসারে সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন—"তিনিই বীরপুরুষ বা বীরসাধক"

"মালা জপে নেহি ভালা,
কর জপে ভাই।
মন মন জপে বলিহারি যাই॥"

ভেদ বুদ্ধি।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :—

যতক্ষণ মানবের ভেদ বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ ভগবান দর্শন হয় না; কারণ তখনও তাঁহার অহঙ্কার আছে—"লোকে মুখে বলিতে পারেন," আমার পাপপুণ্য সমস্ত সমান হইয়া গিয়াছে আমার আর কোন পাপ নাই, কিন্তু "মনে মনে জানেন" ও সব "কথা মাত্র" মন্দ কাজটী করিলেই তাহার মনে মনে ভয় হইবে ও বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিবে যতক্ষণ "ভেদবুদ্ধি" ততক্ষণ "অজ্ঞান"—আবার নিজের ইচ্ছায় পাপ করিতেছি, যদি লোকের এ জ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে সংসারে পাপের বৃদ্ধি হইত (পাপ বলিয়া লোকের মনে ভয় হইত না) পাপ বলিয়া মনে একটা ভয় হয় সেইজন্য সকলে করিতে চাহেনা (ঐ ধর্ম্ম ভয়টুকু যদি না থাকিত তাহা হইলে সংসারে পাপের বৃদ্ধি হইত এবং কেহ ধর্ম্ম মানিত না) যতক্ষণ ভেদজ্ঞান ততক্ষণই অজ্ঞান—যখন "কালী ও গৌরাঙ্গ" একজ্ঞান এবং "গঙ্গার জল ও নর্দ্দমার জল একজ্ঞান" তখনই "পূর্ণজ্ঞান,"। (যাহাকিছু এ কর্ণে শুনিতেছি সমস্তই হরিনাম শুনিতেছি, এবং এ চক্ষে যাহা কিছু

দেখিতেছি সমস্তই ভগবানের এক একটী রূপ এবং সমস্তই তাঁর লীলাখেলা যখন এই বোধ হইবে—তখনই "পূর্ণজ্ঞান"।)

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

"সব্ বন্ তুলসী ভেয়ো—সব্ পাহাড় শালগ্রাম।
সব্ পানী গঙ্গা ভেয়ো—যিস্ ঘট্‌মে বিরাজে রাম॥"

অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে রাম বিরাজ করিতেছেন ; তাঁহার নিকট সমস্ত বনই তুলসীবন, সমস্ত জলই গঙ্গাজল আর সমস্ত পাহাড়ই শালগ্রাম, তাঁহার নিকট কিছুই ভেদাভেদ নাই

মানুষ—কে ?

কোন সময়ে একটী ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া দিন যাপন করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ একলা নয় যে দিন সচ্ছন্দে চলিবে ; ব্রাহ্মণের স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা আছে অতএব ভিক্ষায় কি করিয়া এতগুলির ভরণপোষণ হয় কাজেই সকল দিন সমান ভাবে আহার হইত না কোন কোন দিন এমন কি ! তাঁহাদের উপবাস করিয়া থাকিতে হইত, যাহাহউক এইরূপে কিছুদিন যাইবার পর একদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে গিয়া কোন স্থানে ভিক্ষা না পাইয়া রাস্তা দিয়া আসিতে আসিতে বড়ই কষ্ট বোধ হইল ও মনে মনে বলিতে লাগিল হে ভগবান সকলেরই আহার দিয়াছেন ও দিতেছেন কিন্তু আমার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদিগের আহার আপনি কি দেন নাই ; আপনার এ কিরূপ বিচার—আমরা না খাইয়া কষ্ট পাইতেছি, কিন্তু আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না ? কে বলে আপনাকে "দয়াময়"—"প্রভু" আপনার দয়ার লেশমাত্র নাই, "আপনাকে" লোকে দয়াময় বলে বটে, কিন্তু কার্য্যে তাহার কিছুই দেখিতেছি না ; হে অন্তর্য্যামিন্ ! আরও কত কষ্ট দিবে আমায়—এখনও কি আপনার পরিক্ষার শেষ [redacted] নাই ; এই

সমস্ত কথা মনে মনে বলিতে বলিতে ও ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণের চক্ষে দর দর ধারায় জল পড়িতে লাগিল ও ব্রাহ্মণের বুকযেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল ব্রাহ্মণ তখন রাস্তায় বসিয়া মন খুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহার চক্ষের জলে কাপড় ভিজিয়া যাইতে লাগিল আর ক্রমে ক্রমে যেন ব্রাহ্মণের বুকের বোঝা কমিয়া যাইতে লাগিল (কারণ কাঁদিলেই শান্তি) এমন সময় মা ভগবতীর দয়া হওয়াতে তিনি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেন বাবা তুমি কাঁদিতেছ? তোমার কি দুঃখ হইয়াছে—তাহা আমাকে বল"? ব্রাহ্মণ তখন নিজের দুঃখের কথা সমস্তই বলিলেন। ব্রাহ্মণের নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া মা ভগবতী বলিলেন দেখ বাছা-এই পালকটী তুমি রাখিয়া দাও এইটী "কাণে" পরিলে তখন তুমি মানুষ চিনিতে পারিবে এবং তাহা হইলে তোমার দুঃখও ঘুচিয়া যাইবে,—"এই বলিয়া পালকটী হাতে দিয়া মা ভগবতী অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন। এদিকে ব্রাহ্মণ কাণে পালকটী দিবামাত্র মানুষ আর দেখিতে পান না, মানুষের পরিবর্ত্তে দেখেন চারিদিকে জীবজন্তু পশু-পক্ষী ইত্যাদি সব চলিয়া যাইতেছে—আর ও দেখেন চার ঘোড়ার গাড়ীতে বসিয়া হনুমান বাঁদর সমস্ত যাইতেছে, কি বিপদ। আবার দেখেন কেউটে সাপ, সমস্ত তাঁহার দিকে আসিতেছে—কি সর্ব্বনাশ। ব্রাহ্মণ তখন ভয়ে দৌড়াইতে লাগিলেন— আবার কিছুদূর গিয়া দেখেন বাঘ ভল্লুক গণ্ডার ইত্যাদি সব তাঁহার দিকে আসিতেছে—ব্রাহ্মণ দেখিয়াই—বাবা-রে। মা রে। কি হলোরে। এই বলিয়া প্রাণের দায়ে আরও দ্রুত বেগে বনের দিকে দৌড়াইয়া যাইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন কি সর্ব্বনাশ, এ কি হল রে বাপু হে ভগবান। এ আবার নূতন বিপদ দেখিতেছি না খাইয়া একরূপ ছিল ভাল এখন দেখিতেছি প্রাণও যাইবে; হে। মধুসূদন এখন উপায় কি করি কোথায় যাই—

হে ভগবান এ আবার কি করিলে (না খাইয়া একরকম ছিলাম ভাল) এখন দেখিতেছি জীবজন্তুর হাতে প্রাণটা যাইবে যাহা হউক ব্রাহ্মণ প্রাণ ভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে অবশেষে এক বন মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কোন হিংস্রক জন্তুদিগকে দেখিতে না পাইয়া তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন আর কিছু শান্ত ও হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন বাঁচলুম বাবা—খাই আর না খাই, এখন প্রাণটাকে বাচাই। যাহা হউক এইরূপে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর আবার যাইতে লাগিলেন, কিছুদূর গিয়া দেখেন একজন মুচি জুতা তৈয়ারি করিতেছে, ব্রাহ্মণ এতক্ষণ পরে মানুষ দেখিতে পাইয়া দৌড়াইয়া গিয়া মুচিকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আপনিই মানুষ"। আমি সংসারে আর কাহাকেও মানুষ দেখিতে পাইলাম না—এই বলিয়া ব্রাহ্মণ মুচির পায়ে হাত দিতে যাইলে—মুচি কাঁদিয়া বলিল কি সর্ব্বনাশ! আমি মুচি, আমি মুচি—ঠাকুর করেন কি? করেন কি—আমি নীচ জাত আমায় ছুঁইবেন না। ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন আপনি ব্রাহ্মণ—! আপনাকে মুচি বলে কে? এবং "আপনিই মানুষ"—যাহা হউক তাহার পর মুচি ব্রাহ্মণের নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া—মণিমুক্তা দিয়া অতি উত্তমরূপে এক জোড়া জুতা তৈয়ারি করিয়া ব্রাহ্মণকে দেন—এবং সেই জুতা কোন বড় লোককে বিক্রয় করেন এবং তাহাতে অনেক টাকা পান এবং ঐ টাকা পাইয়া ব্রাহ্মণের দুঃখ দূর হইয়া যায়। অতএব সংসারে কে মানুষ—আর মানুষ নয় কে—তাহা চিনিতে পারা বড়ই কঠিন। ভগবান যদি চিনাইয়া দেন তাহা হইলে মানুষ—মানুষকে চিনিতে পারে নতুবা কাহার ভিতর কি আছে; তাহা কে জানে? বা—কে বলিতে পারে মানুষ আকারে থাকিলে কি মানুষ হয়, কার্য্যেতে জানিতে পারা যায় কে মানুষ—বাস্তবিক সংসারে মানুষ অতি অল্প—যাহার প্রাণে দয়া

ধর্ম্ম আছে তিনিই মানুষ। যাঁহার প্রাণে দয়া ধর্ম্ম নাই (অর্থাৎ কাহারও দুঃখ দেখিলে যাহার হৃদয়ে দুঃখ হয় না তিনি মানুষ নহেন—পাষাণ)

(একটি গানে আছে—"পর দুঃখে যার হৃদয় গলে না—কেন রে বিধি গঠিলি তারে ")

পরীক্ষা।

কোন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ বাজার করিতে গিয়া একটী মেছুনীর নিকট দেখিলেন মেছুনী একটী "শালগ্রাম শীলা" লইয়া আধসেরা করিয়া মাছ বিক্রয় করিতেছে; ব্রাহ্মণ দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছেন যে, ইনি ঠাকুর (প্রকৃত শালগ্রাম শীলা) মেছুনীকে বলিলেন দ্যা'খ তুই ঐ পাথরটী আমায় দিবি আমি তোকে চার আনা পয়সা দিব মেছুনী তখন তাহাকে লইয়া আধসেরা করিয়া মাছ বিক্রয় করিতেছে সে বলিল না ঠাকুর আমি এ পাথরটা দেব না। ব্রাহ্মণ কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন, বলিলেন আমি আট আনা পয়সা দিব তুই আমায় দে, কিন্তু তাহাতেও মেছুনী স্বীকার হইল না অবশেষে ব্রাহ্মণ এক টাকা দিতে স্বীকার হইলে তখন মেছুনী আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না (মনে ভাবিল একটী পাথর বিক্রয় করিয়া একটী টাকা পাইব এমন সুযোগ ছাড়ি কেন; লোকের নিকট হইতে একটী আধসেরা চাহিয়া লইয়া এখন কাম চালাই তাহার পর দুই আনায় একটী আধসেরা কিনিয়া লইব আমিই জিতিলাম।) ব্রাহ্মণকে প্রকাশ্যে বলিল, ঠাকুর দিন টাকা দিন? আর এই পাথর নিন্? যাহা হউক এইরূপে ব্রাহ্মণ একটাকাতেই ঠাকুরকে কিনিলেন ও বক্ষের ভিতর ঝুলিতে যত্নে রাখিয়া দিয়া, আস্তে আস্তে বাটী আসিতে লাগিলেন; কিছু দূর আসিয়াছেন এমন সময় ঝুলির ভিতর হইতে ঠাকুর বলিতেছেন ব্রাহ্মণ, তুমি কেন আমায় লইয়া আসিলে; তোমায় সর্ব্বনাশ হইবে—ভাল চাও যেখানে আমি ছিলাম...

সেইখানে আমায় রাখিয়া আসিবে চল? আমি মেছুনীর দাঁড়ী পাল্লায় বেশ দোলা খাইতেছিলাম—কেন তুমি আমায় লইয়া আসিলে? তোমার সর্ব্বনাশ হইবে ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন ঠাকুর, যখন আপনাকে আমি লইয়া আসিয়াছি তখন জানিবেন আমি আপনাকে ছাড়িব না। ঠাকুর বলিলেন-ব্রাহ্মণ তোমার সাত আট ছেলে বিদেশে চাকরী করে মনে আছে কি? তাহারা একটী একটী করিয়া সমস্ত মারা যাইবে, ভাল চাওতো শীঘ্র আমায় সেই মেছুনীর দাঁড়ীপাল্লায় রাখিয়া আসিবে চল, নতুবা তোমার বড়ই বিপদ হইবে দেখিতেছি ব্রাহ্মণ বলিলেন ঠাকুর সর্ব্বনাশ হউক আর আপনি আমায় মারিয়া ফেলুন, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই; কিন্তু আমি আপনাকে ছাড়িব না ঠাকুর বলিলেন-বেশ কথা আমার কোন দোষ নাই—পরে আমায় কোন দোষ দিও না, কাল তুমি খবর পাইবে যে, তোমার প্রথম পুত্র বিদেশে মারা গিয়াছে ব্রাহ্মণ বলিলেন ঠাকুর যাহা আপনার অভিরুচি হয় করুন; কিন্তু আমি আপনাকে ছাড়িব না। যাহা হউক এইরূপে ঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তায় ব্রাহ্মণ বাটীতে আসিয়া পৌছিলেন। পরদিন সকালে টেলিগ্রাম্ আসিল ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদেশে মারা গিয়াছে—এই কথা শুনিয়া বাটীতে সকলেই কাঁদিতে লাগিল, ব্রাহ্মণ তখন মনে বুঝিলেন এ সমস্ত "ঠাকুরের খেলা।"

ব্রাহ্মণের অবস্থা ভাল ছিল কিন্তু একটী দুঃখের বিষয় ছিল যে, ছেলেরা সকলেই বিদেশে (থাকিয়া) চাকরি করিত; যাহা হউক সেইদিন রাত্রিতে ঠাকুর পুনরায় ব্রাহ্মণকে বলিলেন ব্রাহ্মণ? এখনও যদি মেছুনীর দাঁড়ীপাল্লায় আমায় রাখিয়া আইস, তাহা হইলে তোমার পুত্র বাঁচিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ঠাকুর"। আমি আপনাকে ছাড়িব না যখন একবার আমি আপনাকে পাইয়াছি—তখন কাহারও ক্ষমতা নাই যে, আপনাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যায় ঠাকুর বলিলেন বেশ

কথা কাল সকালে খবর পাইবে যে, তোমার দ্বিতীয় পুত্র মারা গিয়াছে। ব্রাহ্মণ বলিলেন ঠাকুর! আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিবেন, আমার আর কিছু বলিবার নাই। যাহা হউক পরদিন পুনরায় টেলিগ্রাম্ আসিল, দ্বিতীয় পুত্র মারা গিয়াছে; বাটীতে সকলেই কাঁদিতে লাগিল—রাত্রিতে ঠাকুর আবার বলিলেন, ব্রাহ্মণ? এখনও আমায় রাখিয়া আইস—তোমার দুইটী পুত্রই বাঁচিয়া যাইবে, কিন্তু আমায় যদি না রাখিয়া আইস তাহা হইলে ঐরূপে তোমার আরও পাঁচটী পুত্র ও বাটীর সকলেই মারা যাইবে। ব্রাহ্মণ বলিলেন, ঠাকুর! আপনাকে আমি মেছুনীর নিকট রাখিয়া আসিব না; ইহাতে আমার প্রাণ যদি যায় তাহাতে ক্ষতি নাই যাহা হউক, এইরূপে ব্রাহ্মণের সাত পুত্র, পুত্র-বধূ এবং ব্রাহ্মণী সকলেই মারা গেল,—এবং অল্প দিনের মধ্যে বাটীঘর সমস্তই বিক্রয় হইয়া গেল। এমন কি! ব্রাহ্মণ পরের ভিখারি হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন (কিন্তু ঠাকুরকে বুকের ভিতর রাখিয়াছিলেন—ছাড়েন নাই) রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ান যাহা পান তাহাই খান। একদিন ঝুলির ভিতর হইতে ঠাকুর বলিতেছেন—ব্রাহ্মণ, এখনও যদি তুমি আমায় রাখিয়া আইস, তাহা হইলে তোমার যেমন অবস্থা ছিল পুনরায় সেইরূপ হইবে; তুমি আবার সকলকেই পাইবে ও সুখে থাকিবে—আর যদি না রাখিয়া আইস তাহা হইলে আরও তোমার অনেক দুর্গতি হইবে। ব্রাহ্মণ শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন কোন উত্তর দিলেন না। ব্রাহ্মণ (ঠাকুরকে বক্ষে বুকে চাপিয়া ধরিয়া) রাস্তা দিয়া বরাবর চলিয়া যাইতে লাগিলেন—এমন সময় ঘটনাক্রমে এক রাজার বাটীতে চুরি হইয়া যাওয়াতে চাকর এবং দারবানেরা রাস্তায় চোর ধরিতে বাহির হয়। (এদিকে ঝুলির ভিতর হইতে ঠাকুর বলিতেছেন) ব্রাহ্মণ, ঐ তোমাকে মারিতে আসিতেছে—সাবধান! তুমি এখনও যদি বল—আমায় রাখিয়া আসিবে, তাহা হইলে

আর তোমায় বেশী লাঞ্ছনা, গঞ্জনা পাইতে হইবে না, তাহা না হইলে তোমার (অদৃষ্টে) বরাতে অনেক কষ্ট আছে দেখিতেছি। ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন, ঠাকুর! এখন একলা আমি বাকি আছি আর কেহই আমার নাই বা আপনি তাহাদিগকে রাখেন নাই—এখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন; কিন্তু "আমি" আপনাকে ছাড়িব না। এদিকে ঐ সকল দ্বারবান ও চাকরেরা দেখিল একটী লোক বুকের মধ্যে করিয়া কি লইয়া যাইতেছে, বোধ হয় ও লোকটা চোর নতুবা ঐরূপ ভাবে যাইবে কেন? উহাকে ধর—রাজার নিকট লইয়া এই পরামর্শ করিয়া দৌড়াইয়া গিয়া ব্রাহ্মণকে ধরিল এবং ধরিয়াই মারিতে মারিতে 'চোর চোর' বলিয়া সকলে রাজার নিকট লইয়া গেল—কিন্তু রাজা দেখিলেন গরীব ব্রাহ্মণ—এ চোর নহে; ইহার নিকট একটী পাথর আছে মাত্র আর কিছুই নাই; যাহা হউক রাজা ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ অব্যাহতি পাইয়া বরাবর আসিয়া একটী গাছতলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ও তাঁর লীলাখেলা ভাবিতে লাগিলেন। (তিনি সঙ্গে রহিয়াছেন অথচ তাঁর কষ্ট কি তাঁর—"লীলাখেলা"।) যাহাহউক কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর দেখিলেন, একটী মেয়ে কলসী করিয়া জল লইয়া যাইতেছে ও তাহার হাতে একটী সুন্দর ফুল রহিয়াছে, মেয়েটী নিকটে আসিয়া ব্রাহ্মণকে ফুলটী দিয়া বলিলেন বাবা—আমি এই ফুলটী দিলাম আপনি ইহা রাখিয়া দিন—এ অতি সুন্দর ফুল। মেয়েটী চলিয়া গেলে ব্রাহ্মণ বসিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি এখন এ ফুলটী লইয়া কি করি? যাই রাজাকে দিয়া আসি—এই মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিলেন ও বরাবর রাজার নিকট যাইয়া বলিলেন, মহারাজ আমি একটী সুন্দর ফুল পাইয়াছি আপনি ইহা লউন। রাজা ফুলটী দেখিয়া ও তাহার সুগন্ধ পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও অন্দরে

আপন কন্যার নিকট ফুলটী পাঠাইয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণকে কিছু পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন, এদিকে (অন্দরে) রাজকন্যা ফুলটী পাইয়া স্বয়ং রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন বাবা! এ ফুল আপনি কোথায় পাইলেন, আমাকে আরও একশত এ ফুল দিতে হইবে আমি পূজা করিব! রাজা (তখন ব্রাহ্মণের কথা সমস্ত বলিয়া) পরে বলিলেন তাহার জন্ম ভাবনা কি? এখনই ব্রাহ্মণকে ডাকিতে পাঠাইতেছি এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকিবার জন্ম হুকুম দিলেন যাহাহউক এদিকে ব্রাহ্মণ বেশীদূর যায় নাই এমন সময় রাজার লোক আসিয়া ব্রাহ্মণকে ধরিয়া লইয়া রাজার নিকট আসিলে রাজা বলিলেন, ব্রাহ্মণ—আমার কন্যা পূজা করিবে (আমার) আরও একশত ফুল চাই, আমি তোমায় অনেক টাকা পুরস্কার দিব ব্রাহ্মণ শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন এবং বলিলেন, রাজা মহাশয় ফুল আনিবার জন্ম বলিতেছেন বটে, কিন্তু "বৃথা"-কারণ আমি ফুল কোথায় পাইব? একটী মেয়ে আমায় ঐ ফুলটী দিয়াছিল তাহাতে আমি উহা পাইয়াছিলাম এবং আপনাকে আনিয়া দিয়াছিলাম, রাজা মহাশয়—আমার ফুলের গাছ নাই যে, আপনাকে আমি আরও একশত ফুল আনিয়া দিব যাহা হউক রাজা কোন কথা শুনিলেন না, বলিলেন যদি সাতদিনের মধ্যে আরও একশত ফুল আনিয়া দিতে না পার, তাহা হইলে তোমার গর্দ্দান যাইবে। ব্রাহ্মণ তখন রাজার ভাবগতিক দেখিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন দেখি রাজা মহাশয়! যদি ফুল পাই তবে আনিয়া দিব; এই বলিয়া রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ফুলের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে (চলিয়া) আসিয়া সেই গাছতলাতে বসিয়া রহিলেন এবং সেই মেয়েটীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুর ঝুলির ভিতর হইতে বলিতেছেন ব্রাহ্মণ, এইবার তোমার প্রাণ যাইবে সাবধান! এখনও যদি আমায় মেছুনীর দাঁড়িপাল্লায় রাখিয়া আইস

তাহা হইলে তোমার সমস্তই ফিরিয়া পাইবে ব্রাহ্মণ কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া সেই মেয়েটির অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন এবং নিজের অবস্থার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মেয়েটী সে দিন আসিল না; তাহার পরদিন আবার সেইস্থান দিয়া জল লইয়া মেয়েটীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—মা লক্ষী! আমায় আরও একশত ফুল দিতে হইবে? কারণ আমি মা—একটি অন্যায় কাজ করিয়াছি, সেই ফুলটী আমি রাজাকে দিয়াছিলাম তাহাতে রাজা সেই ফুলটী রাজকন্যাকে দেন—রাজকন্যা ফুলটী দেখিয়া রাজার নিকট আরও একশত ফুল চাহেন; তাহাতে রাজা আমায় ডাকাইয়া বলেন, যদি তুমি আরও একশত ফুল সাতদিনের মধ্যে আনিয়া দিতে না পার তাহা হইলে তোমার গর্দ্দান যাইবে, মা লক্ষী! এখন বল আমি কি করি? মা দয়া করিয়া এখন একশত ফুল আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও নতুবা আমার প্রাণ যাইবে এবং এ গরীব ব্রাহ্মণ মারা যাইবে। মেয়েটী বলিল ঠাকুর! যে ফুল আপনাকে আমি দিয়াছি সে ফুল এখানে পাওয়া যায় না, (স্বর্গে) ইন্দ্রের নন্দন কাননে সে ফুল ফোটে—যদি আপনি আমার সঙ্গে যাইতে পারেন; তাহাহইলে আমি আপনাকে অনেক ফুল দিতে পারি। তাহাতে ব্রাহ্মণ বলিলেন, কি হবে মা? চল আমি তোমার সঙ্গে যাব? এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বরাবর মেয়েটীর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ঠাকুর ঝুলির ভিতর হইতে বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ, ঐ তোমার পুত্রগণ, ঐ তোমার পুত্রবধূগণ ঐ তোমার স্ত্রী এবং সকলেই তোমার পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠে আসিয়াছে এবং তুমিও স্বশরীরে আজ বৈকুণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলে; ধন্য তোমার বিশ্বাস ও ভক্তি—এই বলিয়া ঠাকুর নিজরূপ ধারণ করিয়া ঝুলির ভিতর হইতে বাহির হইলেন; ব্রাহ্মণ তখন অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন; মরি! মরি! কি ভুবন ভুলান রূপ; শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্মধারি শ্রীহরি

(তিনি) তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—ব্রাহ্মণ তখন ঠাকুরের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর, তবে আমায় এত দুঃখ ও কষ্ট দিলেন কেন? ঠাকুর বলিলেন "ব্রাহ্মণ"—কেবলমাত্র তোমার বিশ্বাস ও ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য আমি কষ্ট দিয়াছি; আমি দেখিতেছিলাম যে, তুমি আমায় চাও কি—তোমার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধু ইত্যাদিদিগকে চাও, ঠাকুর আরও বলিলেন ব্রাহ্মণ—

"যে করে আমার আশ,
তার করি সর্ব্বনাশ।
(তাতেও) যে, না ছাড়ে আমার আশ,
(তখন) তার হই দাসের দাস।"*

সত্যকথা—সংসারে দুঃখ না হইলে সুখ যে কি। তাহা অনুভব করা যায় না; সেই জন্য সুখ ও দুঃখ—আবার মন্দ না হইলে ভাল হয় না একথা নিশ্চয়; সুখ ও দুঃখ লইয়াই এ জগৎ—আর সুখ ও দুঃখ পরীক্ষা করিবার জন্যই ভগবান আমাদের এ সংসারে পাঠাইয়াছেন সংসারে লোকে যদি একটু কষ্ট পায় অমনি ভগবানকে কত গালাগালি দেয় তাহার ঠিক নাই; কিন্তু কত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, কত দুঃখ ও কষ্ট পাইলে সহ্য করিলে তবে যে ভগবানকে পাওয়া যায়—তাহা যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন সংসারে যদি বরাবর লোকের দুঃখ ও কষ্ট থাকে তাহা হইলে মানুষ মরিয়া যাইবে—আবার বরাবর যদি লোকের সুখ থাকে অর্থাৎ সোনার পালঙ্কে শুইয়া থাকেন ও রাজভোগ খান, তাহা হইলেও ভাল লাগিবে না মহাকষ্ট হইবে মৃত্যুর সমান বোধ হইবে; সংসারে এক রকম

* পরীক্ষাই সকল উন্নতির মূল কারণ, যাঁহারা অনন্ত কষ্ট অমানুষিক ত্যাগ স্বীকার করিয়া আপন চরিত্র ঠিক করিতে পারেন তাঁহারাই উত্তম পুরুষ।

কিছুই ভাল লাগে না; সেইজন্য সুখ এবং দুঃখ তবে সুখের পর দুঃখ হইলে বা পাইলে বড়ই কষ্ট বোধ হয়; কিন্তু দুঃখের পর যদি সুখ হয় তাহা হইলে বড়ই আনন্দ হয় জগতে দুঃখ পায় নাই কে? বা পাইতেছে না কে? ভগবান নিজে সংসারে আসিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কত দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিয়াছেন—এখনও কত ভক্ত পরের মঙ্গলের জন্য কষ্ট ভোগ করিতেছেন। চন্দ্র ও সূর্য্যদেবকেও গ্রহণের সময় কত দুঃখ পাইতে এবং মা বসুমতীকেও ভূমিকম্পের সময় কত কষ্ট পাইতে হয়, সুখ এবং দুঃখ লইয়াই এ জগৎ সৃজন ও এ দেহ ধারণ করা হইয়াছে, সুখ ও দুঃখ বাহ্যিক নহে এই মনেই সুখ ও দুঃখ এবং মনই নারায়ণ। আবার সংসারে কেহ লক্ষ টাকা পাইয়া সুখী নহেন (রাত্রে চোরের ভয়ে বা অন্য কোন চিন্তায় তাহার ভাল নিদ্রা হয় না) আবার কেহ বা শাক, অন্ন খাইয়া মহাসুখে আছেন ও রাত্রে সুখে নিদ্রা যান—ইহার অর্থ কি? (অর্থাৎ মনেই সুখ ও মনেই দুঃখ—ইহা বাহ্যিক নহে) ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, ঈশ্বর চিন্তা করিতেছি "বা—করি" একথা লোকে যত না টের পায় ততই ভাল।

একস্থানে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

"অতি গোপনীয় কথা—
না কহিবে যথা তথা"।

ঈশ্বরের লীলা মানুষে কি বুঝিবে?

একদা একটী ব্রাহ্মণ অতিশয় ভক্ত ছিলেন, এমন কি! তিনি ভগবানের সহিত কথা ও কহিতেন। একদিন ব্রাহ্মণ "ঠাকুরকে" বলিলেন —ঠাকুর! তোমার লীলা দেখাও—আমার দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাতে ঠাকুর বলিলেন "আমার লীলা" দেখিতে চাহিও না ব্রাহ্মণ; কারণ আমার লীলা তুমি কি দেখিবে; "আর কিবা বুঝিবে?" কিন্তু ব্রাহ্মণ

ছাড়িবার পাত্র নহেন বলিলেন, ঠাকুর! তোমার লীলা আমি দেখিব—আমি তোমার চরণ ছাড়িব না—আমায় মারুন আর কাটুন আর যতই কষ্ট দেন আমি তাহাতেও স্বীকার অগত্যা ব্রাহ্মণের কাতরতা দেখিয়া শেষে, ঠাকুর কি করেন স্বীকার হইলেন, বিশেষতঃ ভক্তবৎসল ভক্তের জন্য সমস্তই করিতে পারেন (এমন কি ? বাপরে (পিতা) নন্দের পাদুকা পর্য্যন্ত, মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন এত সামান্য কথা) বলিলেন আচ্ছা ব্রাহ্মণ! তুমি "আমার লীলা" কাল সকালে দেখিতে পাইবে ? পরদিন অতি প্রত্যূষে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—আমি স্নান করিতে যাইতেছি, তুমি শীঘ্র ভাত চড়াও, আজ আমাকে ঠাকুর লীলা দেখাইবেন বলিয়াছেন, এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ স্নান করিবার জন্য বাটীর বাহির হইয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিতে চলিলেন, কিন্তু পুকুর আর খুঁজিয়া পান না—"(লীলা আরম্ভ হইয়াছে"—কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই) সমস্ত দিন ধরিয়া পুকুর খুজিয়া আর পাইলেন না এবং স্নান করাও হইল না ; কিন্তু ক্ষুধা তো আর শুনিবে না, এদিকে জঠরানল দাউ, দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল কিন্তু উপায় নাই যাহ হউক এদিকে সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় ব্রাহ্মণ দেখিলেন, কতকগুলি মেথর ও মেথরাণী লুচি ও সন্দেশ খাইতেছে, (বোধ [redacted] কোন বড় লোকের বাড়ী হইতে তাহারা পাইয়া থাকিবে) এদিকে "ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় এত অস্থির হইয়াছেন" যে, কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া একটী মেথরাণীর পাত হইতে লুচি তুলিয়া লইয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণকে পাত হইতে লুচি তুলিয়া লইতে ও খাইতে দেখিয়া তখন মেথরাণী বলিল, সে কি ঠাকুর! আমার পাত থেকে তুমি লুচি খাচ্ছ কেন ? আমায় বিবাহ কর্ত্তে হবে ? আমার জাত গেছে—ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, এবং বলিলেন কি সর্ব্বনাশ! আমি ব্রাহ্মণ আমারই জাত যাইবে, তুই মেথর! তোর আবার

কি জাত যাবে? কিন্তু মেথরাণী ব্রাহ্মণের কোন কথা শুনিল না; অবশেষে ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে হইল। কিন্তু "কি লীলা"। বাড়ীর কথা ব্রাহ্মণের এদিকে কিছুই মনে নাই, (এদিকে) মেথরাণীকে লইয়া ব্রাহ্মণ সংসার করিতে লাগিলেন; এইরূপে কিছুদিন যায় এমন সময়ে ঘটনাক্রমে ঐ দেশের রাজার মৃত্যু হয়; ঐ দেশের এই নিয়ম ছিল যে, "রাজার মৃত্যুর পর রাজার হাতী "যাহাকে আনিয়া রাজ-সিংহাসনে বসাইয়া দিবে"—তিনিই "রাজা হইবেন" রাজার মৃত্যুর পর হাতী খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে ঐ ব্রাহ্মণকে পৃষ্ঠে লইয়া একেবারে রাজ-সিংহাসনে আনিয়া বসাইয়া দিল। তখন ব্রাহ্মণ "অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন" এ আবার কোথায় আসিলাম এ কি হোল—যাহাহউক মন্ত্রী ও সভাসদগণ সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে রাজা বলিয়া সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। রাজার সাতটী রাণী ছিল, ব্রাহ্মণ তখন আনন্দে সাত রাণীকে লইয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় অতি অল্প দিনের মধ্যেই (ব্রাহ্মণের সুখের আশা ফুরাইয়া গেল) একটী একটী করিয়া সকল রাণীগুলি মারা গেলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল ও মন্ত্রী ও সভাসদ্-গণকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার জন্য চিতা সাজাইতে বল—আমিও প্রাণ-ত্যাগ করিব। ইহাতে সকলে আপত্তি করিলে ব্রাহ্মণ কাহারও কথা না শুনিয়া চিতা সাজাইবার হুকুম দিলেন—তৎক্ষণাৎ চিতা সাজাইয়া ও ধরাইয়া দেওয়া হইল এবং চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; ব্রাহ্মণ তখন তাহাতে ঝাপ দিলেন—হরি! হরি! হরি! ভগবানের কি! "লীলা খেলা" ব্রাহ্মণ দেখেন যে, নিজের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ভাত হইয়া এল এখন কি রান্না করি বল, তুমি এক ঘণ্টা ধরিয়া কোথায় স্নান করিতেছিলে? তোমার এত দেরি হলো কেন? ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন

আমি কোথায় ছিলাম আর কোথায় আসিলাম—আমি যে তিন বৎসর ধরিয়া কত কি করিয়া আসিলাম—ব্রাহ্মণী বলে কিনা 'এক ঘণ্ট" কি আশ্চর্য্য! যাহাহউক কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের লীলার কথা মনে হওয়াতে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন ও ব্রাহ্মণীকে সমস্ত কথাই বলিলেন, এবং ঠাকুরকে বলিলেন—ঠাকুর! তোমার লীলা তোমাতে থাক—আমার দরকার নাই আমি আর দেখিতে চাহি না—তোমায় কোটী কোটী নমস্কার—প্রণাম! অতএব "ঈশ্বরের লীলা—মানুষে কি বুঝিবে"? মানুষের নিকট হাজার হাজার বৎসর ব্রহ্মার নিকট একপল মাত্র—আবার ব্রহ্মার নিকট হাজার হাজার বৎসর—ভগবানের নিকট (সচ্চিদানন্দের নিকট) একপল মাত্র।

ভগবান।

যিনি ভগবান বলিয়া একজন আছেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ ঠিক করিয়া কেহ জানিতে পারেন নাই ব কেহ জানিতে পারিবেও না; কারণ ভগবান যে কি! কত বড়! তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ মুখে বলিতে পারেন নাই। ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন:—

বেদ, পুরাণ, তন্ত্র শাস্ত্র, পাতঞ্জল, দর্শন, গীতা, ভাগবত এবং রামায়ণ সমস্তই মুখে পড়া হইয়াছে (অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ করা হইয়াছে) অতএব সে সমস্তই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই, কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ যে কি! কেহই বলিতে পারেন নাই—যেমন চিল, শকুনী যতই উঁচুতে উঠুক না কেন? আকাশ গায়ে ঠেকে না।

কোন সময়ে কতকগুলি অন্ধকে একটী হাতীর নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, এবং একটী লোক তাহাদের বলিয়াছিল—এটী একটী হাতী; কিরূপ দেখিতে বল দেখি? তোমরা এক এক করিয়া ভাল করিয়া হাত দিয়া দেখিয়া আমায় বল একজন অন্ধ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া হাতীর পায়ে হাত দিয়া বলিল—এটী একটী থাম্—আর একজনকে জিজ্ঞাসা করা

হইল হাতীটা কিরূপ? সেও ঐরূপ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া পেটে হাত দিয়া বলিল—এটী একটী জালা—আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিতে সে কাণে হাত দিয়া বলিল—এটা একটা কুলো ঐরূপে সকলে নানা প্রকার বলিতে লাগিল; কিন্তু হাতীটা কি? শুধু থাম, জালা না কুলো—আরও কত কি। লইয়া তবে একটা হাতী। অন্ধেরা যেমন হাতীটার বিষয়ে সম্পূর্ণ বলিতে পারিল না; সেইরূপ ভগবানের বিষয়ে, মুনিই হউন বা যোগীই হউন আর ঋষিই হউন, কাহারও কোন ক্ষমতা নাই ভগবান যে কি! তাহা বলেন, তাঁর ইতি নাই, তাঁর শেষ নাই—তিনি অনন্ত। তাঁর অন্ত নাই। ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—শুকদেব গোস্বামী, নারদ, ইহারা না হয় "কাট পিঁপড়ে" ছিলেন—মানুষ ডুঁদো পিঁপড়ে তিনি চিনির পাহাড়—তিনি সমুদ্র—মানুষ নুনের পুতুল মাত্র। কোন সময়ে নুনের পুতুল সমুদ্র মাপিতে গিয়াছিল, কিন্তু সমুদ্রে নামিতে না নামিতে জলে গলিয়া গেল—তখন কে খবর দিবে জলের মধ্যে কি আছে আর না আছে—ভগবানের নিকট মানুষ কাঁচ্চাও নয়, মানুষ লক্ষ কোটী মনের খবর দিবে কি করিয়া—একসের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে? আবার শুঁড়ির দোকানে কত পিপে মদ আছে তাহা জানিবার দরকার নাই, জানিলেই বা কি হবে? কারণ দু বোতল মদ খাইলে মানুষের নেশা হয়, মানুষ মাতাল হইয়া যায়; মানুষ মদের পিপে রাখিবে কোথায়? তিনি চিনির পাহাড় —"মানুষ পিঁপড়ে"—চিনির পাহাড়ে একটী পিঁপড়ে গিয়াছিল এবং একটী চিনির দানা হাতে, একটী চিনির দানা মুখে করিয়া লইয়া আসিতে আসিতে ভাবিতেছিল, কাল আসিয়া চিনির পাহাড়টাকে মাথায় করিয়া লইয়া যাইব; সেইরূপ অনেকেরই হইয়াছে ভাই, একেবারে ভগবানকে জানিতে চায়, কিন্তু এক ঘটী জল খাইলে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ হয়, গঙ্গায়

কত জল আছে ইহা জানিতে যাওয়া বাতুলের কার্য্য। ভগবানের "বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি" কে দেখিবে? বা-সে মূর্ত্তি কে চিন্তা করিবে? দ্বাপরে কুরু এবং পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের সভায় যান এবং পাঁচ ভাইকে পাঁচখানি গ্রাম দিতে অনুরোধ করেন, আরও বলেন দেখ দুর্য্যোধন—আমি দুই দলের মধ্যস্থ হইয়া আসিয়াছি, আমার কথা রাখ—ভায়ে ভায়ে বিবাদ করিবার দরকার নাই, তোমায় নিষেধ করিতেছি তুমি যুদ্ধ করিও না কেবলমাত্র পাঁচ ভাইকে পাঁচখানি গ্রাম দাও আর কিছুই দিতে হইবে না; কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাতেও অস্বীকার করেন এবং বলেন সূচের অগ্রভাগে যতটুকু মাটী ধরে, বিনাযুদ্ধে আমি তাহাও দিব না। এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

মহাভারত হইতে উদ্ধৃত :—

এত বলি উচ্চৈঃস্বরে হাসে নারায়ণ
হাসিতে হাসিতে হইল আরক্ত লোচন
অতি ক্রোধে কলেবর দেখি লাগে ভয়
দেব-মায়া সৃজিলেন দেব দয়াময়
"নিজ অঙ্গে" দেখালেন "এ তিন ভুবন"
দিব্যচক্ষু সবজনে দেন নারায়ণ
দিব্যচক্ষু পেয়ে সবে একদৃষ্টে চায়
যতেক দেখিল তাহা কহনে না যায়
দেবতা তেত্রিশ কোটী দেখে পৃষ্ঠদেশে
নাভিপদ্মে দেখে ব্রহ্মা আছে সবিশেষে
"নারদ বক্ষেতে শোভে" দেব তপোধন
"নয়নে দেখয়ে" একাদশ রুদ্রগণ

উনপঞ্চাশৎ বায়ু অশ্বিনীকুমার
অনন্ত বাসুকি আদি যত নাগ আর
গোবিন্দের পুরোভাগে করে নানাস্তুতি
তবে আর নানাবিধ দেখায় বিভূতি
স্থাবর জঙ্গম দেখে যত দেহিগণ
"গোবিন্দের অঙ্গে দেখে" এ তিন ভুবন
"বিশ্বরূপ" নিরখিয়া "সবে মূর্চ্ছা গেল"
গোবিন্দের অগ্রে সবে কহিতে লাগিল
জগতের কর্ত্তা তুমি জগতের পতি
সৃজন পালন তুমি সংহার মুরতি
অপার মহিমা তব বেদে অগোচর
নিজরূপ সম্বরহ দেব দামোদর
এইরূপে স্তুতি কৈল যত মুনিগণ
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যতেক গুরুজন
স্তুতি বশে প্রসন্ন হইয়া জগৎপতি
বিশ্বরূপ মায়া ছাড়িলেন সে বিভূতি

অনেক স্তব স্তুতির পর ভগবান বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি সম্বরণ করেন; অতএব ভগবানের রূপ যে কি। কত বড়, এমন কি। দ্বাপরে মুনি, ঋষি, যোগী এবং রাজারা পর্য্যন্তও দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন; সামান্য মানুষে কি বুঝিবে? বুঝিবার ক্ষমতা কোথায়? অতএব ভগবানকে ভালবাসিতে হইলে, মানুষের ন্যায় একটী মূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকিয়া লইয়া তবে ভগবানকে ভালবাসিতে হয়; নতুবা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিলে লোকে ভালবাসিবে কি করিয়া—হাতীর সহিত মোশা কিংবা মাছি ভালবাসা করিতে পারে কি? সেইজন্য ভগবান যতবার অবতার হইয়াছেন, প্রত্যেক বারই মানুষের ন্যায়

মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছিলেন—বিশ্বস্তর মূর্ত্তি ধরিয়া আসেন নাই। মানুষ একেবারে ভগবানকে জানিতে চায় কিন্তু জানেন না যে, তিনিঅনন্ত—তাঁর লীলাও অনন্ত—তাঁর এক এক লোম কূপে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড

কোনসময়ে নারদ যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন যে, একজন সাধু গাছের তলায় বসিয়া আছেন সাধুটী নারদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—নারদ ঠাকুর! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? নারদ বলিলেন আমি ভগবানের নিকট হইতে আসিতেছি, কেন? তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি? যদি থাকে আমায় বল—সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবানের নিকট হইতে যদি আপনি আসিতেছেন, তবে ভগবান কি করিতেছেন আপনি বলুন দেখি? তখন নারদ বলিলেন—ভগবান একটী ছুঁচের ছিদ্রের মধ্যে একটী হাতীকে একবার দিতেছেন, আবার বাহির করিতেছেন এবং ঐ কার্য্যে তিনি বড়ই ব্যস্ত আছেন—ইহাই আমি দেখিয়া আসিতেছি সাধুটী এই কথা শুনিয়া বলিলেন—তুমি মিথ্যা বলিতেছ সেখানে যাও নাই ভগবানের সহিত দেখা হয় নাই; কারণ ইহা কি কখন সম্ভব হয় যে ছুঁচের ভিতর হাতী যায়? নারদ তখন হাসিয়া তাহাকে আর কিছু না বলিয়া, সে স্থান ত্যাগ করিয়া কিছুদূর আসিয়া দেখিলেন, আর একজন সাধু গাছতলায় বসিয়া আছেন। নারদকে দেখিবা মাত্র সাধুটী জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন আপনাকে প্রণাম হই, আপনি বসুন—তাহাতে নারদ বলিলেন—জয় হোক কৃষ্ণে মতি হোক, আমি বসিতে পারিব না আমি ভগবানের নিকট হইতে আসিতেছি; কেন? কিছু জিজ্ঞাসা আছে কি? সাধুটী তখন বলিলেন হাঁ আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে," ভগবান কি করিতেছেন বলিতে পারেন কি? নারদ বলিলেন তিনি বড়ই ব্যস্ত আছেন— একটী ছুঁচের ছিদ্রের মধ্যে একটী হাতীকে একবার দিতেছেন

আবার বাহির করিতেছেন, এবং এই কার্য্যে তিনি বড়ই ব্যস্ত আছেন। এই কথা শুনিয়া সাধুটি তখন বলিলেন, এর আর আশ্চর্য্য কি? তিনি যদি ছুঁচের মধ্যে এই পৃথিবীটা দেন আর বাহির করেন, তাহা হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে; ছুঁচের ভিতর হাতী যাওয়া এতো সামান্ত কথা। নারদ এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সাধুকে ধন্তবাদ দিয়া চলিয়া গেলেন। যিনি সূর্য্যদেবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্য সূর্য্যদেব অপেক্ষা অনেক বড়, তাহা না হইলে তৈয়ারি করিলেন কি করিয়া—অতএব তাঁহার রূপ কত বড়। (তিনি যদি মনে করেন পৃথিবী অপেক্ষা দ্বিগুণ কিংবা চতুর্গুণ একটা ছুঁচ তৈয়রি করিয়া তাহার ভিতরে এই পৃথিবীকে দিতে পারেন ও বাহির করিতে পারেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে) প্রথম সাধুটী মনে করিলেন (অসম্ভব কথা) ছুঁচ যাহা পাঁচশটা করিয়া বাজারে এক পয়সায় বিক্রয় হয়, (কিংবা তাহা অপেক্ষা না হয় কিছু বড় হইল) এ বলে কি? সামান্য ছুঁচের মধ্যে হাতী আবার কি করিয়া যাইতে পারে অতএব তাহার তত বিশ্বাস নাই কিংবা বিশ্বাস কম বলিয়া বুদ্ধিও সেইরূপ কম কিন্তু দ্বিতীয় সাধুটীর মনের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ছিল। তিনি যে কি পারেন আর না পারেন, তাহা কাহারও বলিবার ক্ষমতা নাই। অতএব ভগবানের বিষয়ে কাহারও বেশী কিছু বলিবার ক্ষমতা নাই (যেমন সমুদ্র ও নুনের পুতুল।) তিনি "পরব্রহ্ম"—যাহার পর আর নাই; অন্ত শেষ হীন।

কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ ভগবানকে বলিলেন ঠাকুর—তুমি একলা এত গোপিনী লইয়া কি কর? আমায় একটা দাও—ঠাকুর নারদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন নারদ। যে ঘরে আমি না থাকিব, সেই ঘরে তুমি আজ রাত্রে যাইবে এদিকে নারদ রাত্রিতে যে ঘরেই যান সেই ঘরেই যাইয়া দেখেন স্বয়ং ঠাকুর বসিয়া আছেন, তখন নারদ প্রত্যেক

ঘরে নারায়ণকে দেখিয়াও ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে স্থান না পাইয়া লজ্জিত হইয়া ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে (এবং ঠাকুরের গুণ মহিমা গাহিতে গাহিতে) ফিরিয়া আসিলেন। অতএব তাঁর লীলা খেলা এমন কি ; দেবতারা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। তখন সামান্য এক কাঁচা মানুষে কি বুঝিবে ? মানুষের যাহাতে ভগবানের প্রতি শুদ্ধাভক্তি হয়, তাহাই চেষ্টা করা উচিত। অমলা অহৈতুকী ভক্তি—শুদ্ধাভক্তি। (যেমন কোন হেতু নাই অথচ আমি ভালবাসি) ইহাকে নিস্বার্থ:ভালবাসা বলে—কোন কিছুর কামনা নহে অর্থাৎ হে ভগবান আমি টাকা, পয়সা, লোকমান্য, অষ্টসিদ্ধি শতসিদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত কিছুই চাহিনা—আমি আপনাকে চাহি এবং আপনার নাম করিয়া যেন কাঁদিতে পারি ও ডাকিতে পারি। অনেকে মনে করেন বা বলেন—অতি ভক্তি ভাল নহে ; কিন্তু সে "কপট ভক্তি' কিন্তু—শুদ্ধাভক্তি" কপট ভক্তি নহে।

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন :—

"ভক্তি—কামনা" কামনার মধ্যেই নহে। অহৈতুকী ভক্তি। যেমন মিশ্রি মিষ্টির মধ্যেই নহে। মিশ্রি খাইলে অম্বল দমন হয়—আবার যেমন হিংচে শাক শাকের মধ্যেই নহে, হিংচে শাক খাইলে পিত্ত দমন হয়। সেইরূপ ভক্তি কামনা কামনার মধ্যেই নহে। ভক্তের সাধ চিনি খায়—চিনি হইতে চাহে না—ভক্ত এমন কথা বলে না যে, আমি ভগবান। নিত্যেতে পৌছে লীলায় ও লীলা হইতে নিত্যেতে থাকাই পাকা জ্ঞান ও পাকা ভক্তি". পঞ্চম ও ষষ্ঠের মধ্যে কিংবা ষষ্ঠ সপ্তমের মধ্যে থাকা ভাল—(মনের উর্দ্ধ দৃষ্টি) অর্থাৎ বুড়িকে ছুঁইয়া;চোর চোরখেলা খেলিলে কোনই ভয় নাই—চিনি হইতে চাহিনা—চিনি খাইতে ভালবাসি।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।

সমাপ্ত।

ভ্রম সংশোধন।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ
জ্ঞান আছে	৫	৭	জ্ঞা[illegible] আছে
চিন্‌টা	১৫	১৪	চিম্‌টা
তীর্থ	১৫	২১	তীর্থ
সমস্ত	২২	৪	সমস্ত
কাঞ্চণ	২২	১১	কাঞ্চন
জন্মায়	২৫	৬	জন্মায়
মুণি	২৫	১৬	মুনি
পরাস্ত	২৫	১৬	পরাস্থ
মোহিতে	২৫	১০	মোহিত
ছোড়া	২৯	১৬	ছোড়ো
সমস্তই	৩০	৭	সমস্তই
জীমদারী	৩১	১৪	জমীদারী
আমারই	৩১	১৫	আমার
দেখিয়াছি	৩১	২০	দেখিয়াছি
থাকেন	৩২	৪	থাকেন
বড়া	৩৯	১৬	বড়
জহরীর	৪০	১৫	জহুরীর
সংস্কৃত	৫১	৪	সংস্কৃত
পড়িবে	৫১	১৯	পড়্‌বে
হয় বোধ	৫২	১	বোধ হয়
আমার পরম	৬০	২১	আমার পতি পরম

হয়	৬১	২৩	নয়
করীব	৬২	১৪	কবীর
কার	৬২	১৭	আর
ওর্য্যন্ত	৬৩	৮	পর্য্যন্ত
হইয়া	৬৪	২৪	লইয়া
বাশীতে	৬৬	২২	কাশীতে
কিন্ত	৬৯	১৬	কিন্তু
অপরধ	৯৩	৯	অপরাধ
কাসীবাস	৯৩	৫	কাশীবাস
পামে	১০৫	১৬	পায়ে
করেম	১৫০	৬	করেন
পুণরায়	১৫১	৭	পুনরায়
ভগবন	১৫৩	২১	ভগবান

ভ্রম সংশোধন ।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ
বঁচিবার	১৫৪	৪	বাঁচিবার
অর্ন্তধ্যান	১৬২	১৬	অন্তর্দ্ধান
সিদ্ধের সিদ্ধ	১৬২	১৯	সিদ্ধের সিদ্ধ
তাঁহায়া	১৬৭	১০	তাঁহারা
চুণ	১৭৩	১	চূর্ণ
কাঁয়কাটী	১৭৪	২০	কাঁদাকাটী

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

—:০:—

এই পুস্তকখানি শীঘ্র শীঘ্র বাহির করিবার জন্য আমাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই, তবে কোন কোন স্থানে কমা—পরিচ্ছেদ—ব্রাকেট এবং কোটেসান কম বেশী হইয়াছে,—কারণ আমি একেলা বলিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দেখিতে পারি নাই। অতএব পাঠক-পাঠিকাগণ সে বিষয়ে ক্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

অমল—